মাসিক আত-তাহরীক

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে তাকে যুলুম করে না, লজ্জিত করে না, হেয় করে না। ...মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার অন্য মুসলিম ভাইকে হেয় করে। মনে রেখ এক মুসলিমের উপর অপর মুসলিমের জন্য হারাম হ’ল তার জান-মাল ও ইযযত’ *(মুসলিম হা/২৫৬৪)*।

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
www.at-tahreek.com
২৭ তম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
জানুয়ারী ২০২৪

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية وأدبية
جلد : ٢٧ ، عدد : ٤، جُمادى الآخرة ورجب ١٤٤٥ هـ/ يناير ٢٠٢٤ م
رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/محمد أسد الله الغالب
تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

প্রচ্ছদ পরিচিতি : পুত্রা মসজিদ, পুত্রাজায়া, মালয়েশিয়া। মসজিদটিতে ১৫ হাযার মুছল্লী একত্রে ছালাত আদায় করতে পারেন।

ডা. তামান্না তাসনীম

এমবিবিএস; এম.এস (কলোরেক্টাল সার্জারী)
বৃহদান্ত্র ও পায়ুপথ রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

বিশেষ সেবাসমূহ :

১. জটিল ফিস্টুলার আধুনিক চিকিৎসা
২. রাবার ব্যান্ড লাইগেশন ও লংগো পদ্ধতিতে ব্যথামুক্তভাবে পাইলসের চিকিৎসা
৩. স্টাপলিং পদ্ধতিতে কোলন (বৃহদান্ত্র) ও মলদ্বার ক্যান্সারের অপারেশন
৪. রেক্টাল প্রলাপস (মলদ্বার বের হয়ে আসা)-এর আধুনিক অপারেশন
৫. কলোনোস্কপির মাধ্যমে বৃহদান্ত্রের রোগ নির্ণয় ও পলিপের চিকিৎসা

ব্রেস্ট টিউমার এবং ক্যান্সারসহ মহিলাদের সব ধরনের সার্জিক্যাল সমস্যার অপারেশন মহিলা টীমের মাধ্যমে করা হয়।

চেম্বার ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	চেম্বার ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল	চেম্বার রাজশাহী রয়্যাল হসপিটাল (প্রাঃ) লিঃ
নওদাপাড়া, বিমানবন্দর রোড, সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮১০-০০০১২০, ০১৭৫৩-৯২৪৪৬৪। সকাল ১১.০০-টা থেকে দুপুর ১.০০-টা পর্যন্ত।	লক্ষীপুর, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৭৭-২৪২৫৩৬, ০১৭৩৮-৮৪১২০৮। দুপুর ৩.০০-টা থেকে বিকাল ৫.০০-টা পর্যন্ত।	শেরশাহ রোড, লক্ষীপুর, রাজশাহী। ফোন : ০৭২১-৭৭১২৭৭, ০১৮৬৭-৫৫২৪৮৬। বিকাল ৫.০০-টা থেকে রাত্রি ৮.০০-টা পর্যন্ত।

ছোট্ট সোনামণিদের জন্য সদ্য প্রকাশিত বর্ণমালা সিরিজ

অর্ডার করুন
০১৭৭০-৮০০৯০০
www.hadeethfoundationbd.com

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية و أدبية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২৭তম বর্ষ	৪র্থ সংখ্যা
জুমাঃ আখেরাহ-রজব	১৪৪৫ হি.
পৌষ-মাঘ	১৪৩০ বাং
জানুয়ারী	২০২৪ খৃ.

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া (আমচত্বর) পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ই-মেইল : tahreek@ymail.com

সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
বই বিক্রয় বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০
(বিকাল ৪-টা থেকে ৫-টা পর্যন্ত)

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
রাজশাহী অফিস : ০১৭৯৭-৯০০১২৩
ঢাকা অফিস : ০১৭৯৫-৯৪৬৮১৩

হাদিয়া : ৩০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা

	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ		৪৫০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	১০৫০/-	২২৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১৩০০/-	২৫০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৯০০/-	৩১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	২৩০০/-	৩৫০০/-

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়** ০২
- **প্রবন্ধ :**
  - সীমালংঘন ও দুনিয়াপূজা : জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার দুই প্রধান কারণ *(৩য় কিস্তি)* ০৩
    -ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন
  - হেদায়াত লাভের উপায় ০৮
    - ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
  - মহামনীষীদের পিছনে মায়েদের ভূমিকা *(৪র্থ কিস্তি)* ১৩
    -ইউসুফ বিন যাবনুল্লাহ আল-'আতীর
  - আলেমের গুরুত্ব ও মর্যাদা ১৬
    -মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ
  - গোপন ইবাদত : গুরুত্ব ও তাৎপর্য ২১
    -আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ
  - পথশিশুদের প্রতি সামাজিক দায়িত্ব ২৯
    -মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ
- **বিজ্ঞানচিন্তা :**
  - আসমান হ'তে লোহা নাযিলের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও বৃষ্টির পানির উপকারিতা ৩৫
    -ইঞ্জিনিয়ার আসীফুল ইসলাম চৌধুরী
- **অমর বাণী :** *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* ৩৯
- **ইতিহাসের পাতা থেকে :**
  - পরিবর্তনের জন্য চাই দৃঢ় সংকল্প ৪০
    -মুহসিন জব্বার
- **স্বাস্থ্যকথা :** ৪১
  - সর্দিতে নাক বন্ধ হ'লে ঘরোয়া চিকিৎসা
  - শীতে ব্যথা বাড়লে করণীয়
- **কবিতা :** ৪২
  - সূরা ফীল
  - মোরা ফিলিস্তীনী
  - শিশুর মত কর হেফাযত
  - ফুটন্ত ফুল
- **স্বদেশ-বিদেশ** ৪৩
- **মুসলিম জাহান** ৪৫
- **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৫
- **সংগঠন সংবাদ** ৪৬
- **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

www.at-tahreek.com

মানবাধিকার সবার জন্য সমান

প্রত্যেক মানুষের স্বভাবগত মৌলিক অধিকারকে 'মানবাধিকার' বলা হয়। যেমন জান-মাল-ইযযত, খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান, শিক্ষা-চিকিৎসা এবং সর্বোপরি স্বাধীন ও সম্মানজনকভাবে বেঁচে থাকার অধিকার। মানবাধিকার সর্বদা পরস্পর সম্পর্কিত। তা কখনো এককভাবে অর্জিত হয় না। আর এ কারণেই মানুষ সর্বদা সমাজবদ্ধ থাকতে বাধ্য এবং সে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় অপরের অধিকার অর্জনে ও তা সংরক্ষণে সহযোগিতা করে থাকে। মানুষ পরস্পরের অধিকারের প্রতি যত বেশী যত্নবান হবে, সমাজে তত বেশী শান্তি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত হবে। এর বিপরীত হ'লে সমাজে অশান্তি ও অধঃপতন ত্বরান্বিত হবে। এক্ষণে প্রশ্ন হ'ল, মানবাধিকার অক্ষুণ্ন রাখার উপায় কি? জবাব এই যে, ব্যক্তি এমন কাজ করবে না যা সমাজে অশান্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে সমাজ এমন কাজ করবে না, যা ব্যক্তির সম্মান ও স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করে। প্রশ্ন হ'ল, ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষার উপায় কি? এর জবাব দু'ভাবে পাওয়া যায় : মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত জবাব ও সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ প্রেরিত জবাব।

(১) আল্লাহ্র বিধান যেহেতু সবার জন্য সমান, তাই স্বেচ্ছাচারী লোকেরা তা মানতে অস্বীকার করে কিংবা এড়িয়ে চলে। ফলে সুবিধাবাদী মানুষ নিজের মনমত জবাব তৈরী করতে গিয়ে বিপাকে পড়ে। কারণ মানুষ নিজেই নিজের পরিচয় ও অবস্থান সম্পর্কে অজ্ঞ। সে তার ভবিষ্যৎ জানে না। সে কে? তার পরিচয় কি? তার মর্যাদা কি? তার অধিকার কি? সঠিকভাবে সে কিছুই বলতে পারে না। কেউ বলেন, সে একটি সামাজিক জীব। কেউ বলেন, অর্থনৈতিক জীব। কেউ বলেন, সে একটি যৌন প্রাণী। কেউ বলেন, সে আসলে মানুষই নয়, বরং বানরের বংশধর।

প্রশ্ন হ'ল, মানুষ যদি তার নিজের পরিচয়ই না জানে, তাহ'লে তার অধিকার সে কিভাবে নির্ণয় করবে? বিগত যুগে শক্তিশালী গোত্র ও সমাজনেতারা যেভাবে নিজেরা কিছু বিধান রচনা করে নিজেদের স্বার্থ পাকাপোক্ত করে নিত, এ যুগেও তার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সমাজবিদ বিভিন্ন পথ বাৎলিয়েছেন। যা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে যুগে যুগে হাযারো মানুষের জীবন গিয়েছে। কিন্তু মানুষ কোনটাতেই স্থির থাকেনি। তরঙ্গবিক্ষুব্ধ জীবননদীর এ তীরে ধাক্কা খেয়ে মানুষ অনেক আশা নিয়ে অপর তীরে গিয়েছে। কিন্তু সেখানে ধাক্কা খেয়ে আশাহত অবস্থায় পুনরায় ফিরে মাঝনদীতে হাবুডুবু খেয়েছে। বর্তমানে যার জগাখিচুড়ী দার্শনিক নাম দেওয়া হয়েছে দ্বান্দিক বস্তুবাদ। যা থিসিস, এন্টিথিসিস ও সিনথিসিসের সমন্বিত নাম। চমৎকার এই আকর্ষণীয় মোড়কের মধ্যে রয়েছে কেবল বিংশ শতাব্দীর কয়েক কোটি নিহত বনু আদমের শুকনো রক্তের গুঁড়া পাউডার। অতঃপর বর্তমানে বিভিন্ন ইযম ও তন্ত্র-মন্ত্রের নামে মানবাধিকার রক্ষার ধুয়া তুলে নিজ দেশের নিরীহ জনগণের মানবাধিকার প্রতিনিয়ত হরণ করা হচ্ছে। সাথে সাথে অন্য দেশের মাটি ও মানুষের উপর অবিশ্রান্ত ধারায় বোমা ও গোলা-বারুদ নিক্ষেপ করে এবং মনুষ্যবিহীন ড্রোন বিমানের হামলা চালিয়ে বিরামহীনভাবে রক্ত ঝরিয়ে কিংবা নদীর উজানে বাঁধ দিয়ে ভাটির দেশকে শুকিয়ে ও ডুবিয়ে মেরে অথবা কূটনৈতিক প্রতারণার ফাঁদে ফেলে মানুষের মৌলিক অধিকার হরহামেশা লুণ্ঠন করা হচ্ছে। সেই সাথে কায়েমী স্বার্থবাদীদের অর্থে পুষ্ট শত শত মিডিয়া অহরহ ঐসব রক্তপিপাসুদের বন্দনায় মুখর হচ্ছে। ফলে মানবতা ও মানবাধিকার নীরবে নিভৃতে গুমরে মরছে।

যেমন নিয়ত গুমরে মরছে অসহায় ফিলিস্তীনীদের মৌলিক মানবাধিকার। যেখানে আমেরিকার পাঠানো প্রাণঘাতি হাযার হাযার টন বোমার মাধ্যমে গত ৭ই অক্টোবর থেকে ৮ই ডিসেম্বর পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা ১৭ হাযারের অধিক ও আহতের সংখ্যা ৪৬ হাযার ছাড়িয়ে গেছে। যাদের ৭০ শতাংশ নারী-শিশু। বাস্তুচ্যুত হয়েছে ১৫ লাখের অধিক ফিলিস্তীনী। অথচ কথিত গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের স্বঘোষিত বিশ্ব মোড়ল আমেরিকা এগুলি করে যাচ্ছে নির্বিকার চিত্তে। অর্থ ও অস্ত্রশক্তিতে বলিয়ান হয়ে তারা মানুষকে মানুষ বলেই মনে করে না। অদ্যাবধি তারা সেখানে অস্ত্র ও গোলা-বারুদ সরবরাহ করে যাচ্ছে নির্লজ্জভাবে। বিশ্ব ব্যাপী নিন্দার ঝড় উঠলেও তারা সেগুলি শুনতে পায় না। মুক-বধির ও অন্ধের মত তারা এযুগের ফেরাউন ইস্রাঈলী প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামীন নেতানিয়াহুকে লালন করে যাচ্ছে। যদিও তার বিরুদ্ধে দেশ ও বিদেশের হাযার হাযার ইস্রাঈলী ধিক্কার ও নিন্দা জানিয়ে মিছিল-মিটিং করছে।

অবাক করা তাজা খবর হ'ল ইয়েল নোয় নামক জনৈকা ইস্রাঈলী মহিলার পরিচালিত 'রোড টু রিকভারি' নামের একটি দাতব্য স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ফিলিস্তীনের পশ্চিম তীর ও গাযার মুমূর্ষু রোগীদের বিশেষ করে শিশুদের খুঁজে বের করে ইস্রাঈলের ভেতরে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করছে। ব্যাপক বোমাবর্ষণ ও রক্তপাতের মধ্যেও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কয়েকজন সঙ্গী সহ একাজ চালিয়ে যাচ্ছেন এই ইস্রাঈলী নারী। সংবাদ মাধ্যমকে তিনি বলেন, 'আমাদের মত গাযাবাসীও এ সংঘাতের ভুক্ত ভোগী। তাই আমি আগের মতো ফিলিস্তীনীদের সহায়তা করতে শুরু করেছি। কেননা এখনকার পরিস্থিতির জন্য তাদের কোন দায় নেই। তিনি বলেন, তারা আমাদের প্রতিবেশী। তাদের সহায়তা দরকার। আর আমাদেরও তাদের সহায়তা করা প্রয়োজন' *(দৈনিক প্রথম আলো ৯.১২.২৩ পৃ. ১১)*। আমরা এই ইস্রাঈলী নারী ও তার দাতব্য সংস্থাকে ধন্যবাদ জানাই।

এদিকে গাযায় ইস্রাঈলী বিভীষিকা বন্ধে গত ৮ই ডিসেম্বর শুক্রবার জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে আনীত প্রস্তাবে ভেটো দিয়েছে আমেরিকা। এজন্য জাতিসংঘে ইস্রাঈলের দূত গিলাদ এরদান ইস্রাঈলের পক্ষে 'অটলভাবে দাঁড়ানো'র জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, ১৫ সদস্যের নিরাপত্তা পরিষদে আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ড উক্ত যুদ্ধ বিরতি প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। তাতেই প্রস্তাবটি ভণ্ডুল হয়ে যায়। কি চমৎকার গণতন্ত্র!

(২) অতঃপর মৌলিক মানবাধিকার সংরক্ষণে এলাহী জবাব এই যে, মানুষ আল্লাহ্র বিধানমতে চললেই কেবল তার মানবাধিকার নিশ্চিত থাকবে। মানুষ সৃষ্টিকুলের সেরা ও জ্ঞানসম্পন্ন একক প্রাণী। আকাশ, পৃথিবী ও এর মধ্যকার সবকিছু মানুষের সেবায় নিয়োজিত। কিন্তু সে নিজে আল্লাহ্র কর্তৃত্বের অধীন। আল্লাহ্র দাসত্বে সকল মানুষ স্বাধীন। আল্লাহ্র বিধানের অধীনে সকল মানুষের অধিকার সমান। এখানে উঁচু-নীচু, সাদা-কালো, কিংবা শাসক ও শাসিতের মধ্যে আইনগত কোন ভেদাভেদ নেই। আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি তথা তাওহীদ বিশ্বাসের মধ্যে মানুষের নৈতিক সমানাধিকার যেমন নিশ্চিত করা হয়েছে, আল্লাহ্র বিধান সমূহের বাস্তবায়নের মাধ্যমে তার আইনগত সমানাধিকার তেমনি নিশ্চিত করা হয়েছে। এর ফলাফল দাঁড়িয়েছে এই যে, কৃষ্ণকায় ক্রীতদাস বেলাল নিমেষে সকলের ভাই হয়ে গেলেন। এমনকি তার মর্যাদা বেড়ে এতদূর পৌঁছল যে, কা'বা গৃহের ছাদে দাঁড়িয়ে আযান দেওয়ার ও পরবর্তীতে মদীনার মসজিদে

[বাকী অংশ ৭ পৃষ্ঠা দ্রঃ]

সীমালংঘন ও দুনিয়াপূজা : জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার দুই প্রধান কারণ

-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

(৩য় কিস্তি)

(৩) আমলের ক্ষেত্রে সীমালংঘন :

মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে মহান আল্লাহ্র ইবাদত করা *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*। মানুষ শিরক বিমুক্ত তাওহীদে বিশ্বাসী হবে, বহু উপাস্য পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্র ইবাদত করবে, তাঁর পক্ষ থেকে প্রেরিত জীবন বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করবে এটিই মহান আল্লাহ্র হক বা অধিকার। অপরদিকে আল্লাহ্র নিকটে বান্দার হক হচ্ছে যারা শিরকমুক্তভাবে তাঁর ইবাদত করবে, তাদেরকে তিনি শাস্তি দিবেন না তথা জাহান্নামের জ্বলন্ত হুতাশনে নিক্ষেপ করবেন না।[১]

মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর জন্য যুগে যুগে নবী ও রাসূলগণকে পথপ্রদর্শক হিসাবে প্রেরণ করেছেন। যাঁরা স্ব স্ব যুগের মানুষকে জাহেলিয়াতের অমানিশা থেকে বের করে ঈমানের নূরে আলোকিত করার প্রাণান্ত চেষ্টা করেছেন। মার খেয়েছেন, সামাজিকভাবে বয়কটের শিকার হয়েছেন, চূড়ান্ত নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছেন, তারপরও সামান্য পরিমাণ বিচলিত হননি। হিমদ্রিসম দৃঢ়তা নিয়ে সকল প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করেছেন অল্পসংখ্যক দ্বীনদার মুমিনকে সাথে নিয়ে। আর সেই অল্পসংখ্যক মুমিনের জন্যই জান্নাতের সুসংবাদ। তারাই সফলকাম।[২] পক্ষান্তরে যারা তাঁদের অবাধ্যতা করে দুনিয়াতে স্বাধীনভাবে চলবে তারা হবে ব্যর্থকাম। পরকালে তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না। জাহান্নামের অনলে পুড়বে অনন্তকাল। সুতরাং মুমিনের পরজীবনের একমাত্র সাথী হচ্ছে তার আমল।[৩] যার আমল যত সুন্দর হবে, তার আখেরাত তত সুখময় হবে। সেকারণ আমল হ'তে হবে মহান আল্লাহ্র নির্দেশমত ও তাঁর রাসূলের তরীকা অনুযায়ী। হ'তে হবে ইখলাছে পরিপূর্ণ। অন্যথা আমল যদি নিজের মন মত হয়, এতে যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ না থাকে, যদি সুন্নাহ মোতাবেক না হয় এবং ইখলাছশূন্য হয়, তবে সে আমল যত সুন্দর, আবেগময় ও দরদমাখাই হোক না কেন তা কশ্মিণকালেও কবুলযোগ্য নয়। আমলের ক্ষেত্রে সীমালংঘনের কারণে তার ফলাফল হবে অন্তসারশূন্য। নিম্নে এ সম্পর্কিত কতিপয় দিক তুলে ধরা হ'ল।-

(ক) আমলে কমবেশী করা : ইসলামের প্রতিটি আমল তাওক্বীফী তথা কুরআন-সুন্নাহ কর্তৃক নির্ধারিত। এখানে কমবেশী করার কোন সুযোগ নেই। স্বেচ্ছায় ইবাদত কমানোর যেমন কোন ফুসরত নেই, তেমনি নেকী মনে করে অতিরিক্ত করারও কোন অনুমোদন নেই।

রাসূল (ছাঃ)-এর দশ বছরের খাদেম আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, 'তিনজন ছাহাবী রাসূল (ছাঃ)-এর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য তাঁর বিবিগণের গৃহে আগমন করল। যখন তাদেরকে রাসূল (ছাঃ)-এর ইবাদত সম্পর্কে অবহিত করা হ'ল, তখন তারা এটিকে কম মনে করল এবং বলল, আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সমকক্ষ হ'তে পারি না। কারণ তাঁর আগের ও পরের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়েছে। তখন তাদের মধ্য থেকে একজন বলল, আমি সারা জীবন রাতে ছালাত আদায় করতে থাকব। অপরজন বলল, আমি সারা বছর ছিয়াম পালন করব এবং কখনও বিরতি দিব না। আরেকজন বলল, আমি নারী সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকব, কখনও বিবাহ করব না। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তাদের নিকটে আসলেন এবং বললেন, أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللهِ إِنِّى لأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّى أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّى وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِى فَلَيْسَ مِنِّى– 'তোমরা কি ঐ সকল লোক, যারা এরূপ এরূপ বলেছ? আল্লাহ্র কসম! আমি আল্লাহকে তোমাদের চেয়ে বেশী ভয় করি এবং তোমাদের চেয়ে তাঁর প্রতি আমি বেশী আনুগত্যশীল। অথচ আমি ছিয়াম পালন করি, আবার ছিয়াম ছেড়েও দেই। ছালাত আদায় করি, আবার ঘুমাই এবং আমি বিবাহ করেছি। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে, সে আমার দলভুক্ত নয়'।[৪] আলোচ্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) ভাল কাজও অতিরিক্ত করার অনুমতি দিলেন না। তিনি বুঝাতে চাইলেন শরী'আত কর্তৃক যতটুকু অনুমোদিত ঠিক ততটুকুই করতে হবে। কমবেশী করা যাবে না।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন এক বেদুঈন রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে এসে আরয করল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাকে এমন একটি আমল বলে দিন, যা করলে আমি জান্নাতে যেতে পারব। তখন তিনি বললেন, تَعْبُدُ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا شَيْئًا أَبَدًا، وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ، فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا– 'তুমি আল্লাহ্র ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, ফরয ছালাত কায়েম করবে, নির্ধারিত যাকাত আদায় করবে এবং রামাযানের ছিয়াম পালন করবে। অতঃপর লোকটি বলল, যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম! আমি এর চেয়ে কিছু বৃদ্ধি করব না এবং তা থেকে কিছু কমও করব না।

১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৩।*
২. *মুসলিম হা/১৪৫; মিশকাত হা/১৫৯।*
৩. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫১৬৭।*
৪. *বুখারী হা/৫০৬৩; মুসলিম হা/১৪০১; মিশকাত হা/১৪৫।*

www.at-tahreek.com

লোকটি চলে গেলে রাসূল (ছাঃ) বললেন, যে কেউ কোন জান্নাতী ব্যক্তিকে দেখে খুশি হ'তে চায়, সে যেন এই ব্যক্তির দিকে দেখে'।[৫]

উক্ত হাদীছে জান্নাতী আমল সম্পর্কে ছাহাবীর দৃঢ়তাপূর্ণ স্বীকৃতি শুনে রাসূল (ছাঃ) তাকে জান্নাতী বলে ঘোষণা করলেন। যে স্বীকৃতির মধ্যে ছিল অটুট আনুগত্যের নিশ্চয়তা। ছিল ইবাদতে কমবেশী না করার প্রত্যয়দৃঢ় অঙ্গীকার।

আমর ইবনু শু'আয়ব হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! পবিত্রতা কিরূপ? তখন তিনি একপাত্র পানি চাইলেন এবং দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করলেন। অতঃপর তাঁর মুখমণ্ডল তিনবার ধৌত করলেন। তারপর দুই হাতের কনুই পর্যন্ত তিনবার ধৌত করলেন। এরপর মাথা মাসাহ করলেন এবং উভয় হাতের তর্জনীদ্বয়কে উভয় কানে প্রবেশ করালেন এবং উভয় বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা কানের বহিরাংশ মাসাহ করলেন। এরপর পদযুগল তিনবার করে ধৌত করলেন। অতঃপর তিনি বলেন, هَكَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ، 'এটাই পরিপূর্ণভাবে ওযূ করার নমুনা। অতঃপর যে ব্যক্তি এর চেয়ে বেশী বা কম করল, সে অবশ্যই অন্যায় করল ও যুলুম করল'।[৬] অন্য বর্ণনায় আছে, هَكَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ، 'এটাই পরিপূর্ণ ওযূ। যে ব্যক্তি এরচেয়ে বেশী করল, সে অন্যায় করল, সীমালংঘন করল ও যুলম করল'।[৭] আলোচ্য হাদীছ থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, ইবাদতে কম-বেশী করা স্পষ্ট সীমালংঘন।

(খ) ছহীহ হাদীছ উপক্ষো করে জাল-যঈফ হাদীছ অনুযায়ী আমল করা : যেকোন আমল ছহীহ হাদীছভিত্তিক হ'তে হবে। জাল বা বানাওয়াট অথবা যঈফ বা দুর্বল হাদীছের ভিত্তিতে নয়। কেননা একটা ছহীহ হাদীছের মোকাবেলায় শত জাল-যঈফ হাদীছও যথেষ্ট নয়। বর্ণনাসূত্রের বিচ্ছিন্নতা, রাবীর 'আদালত ও যাবত তথা ন্যাপরায়ণতা ও ধী-শক্তির ঘাটতি ইত্যাদি নানা কারণে হাদীছ যঈফ হয়। আর জাল হাদীছ তো রাসূল (ছাঃ)-এর নামে সরাসরি মিথ্যাচার। যার পরিণাম ভায়াবহ। আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ تَكْذِبُوْا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَلِجِ النَّارَ، 'তোমরা আমার উপর মিথ্যারোপ কর না। কেননা যে ব্যক্তি আমার উপর মিথ্যারোপ করবে, সে জাহান্নামে যাবে'।[৮] মুগীরা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ، مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ 'নিশ্চয়ই আমার উপর মিথ্যারোপ করা অন্য কারো উপর মিথ্যারোপ করার মত নয়। যে ব্যক্তি আমার উপর মিথ্যারোপ করে সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে নির্ধারণ করে নেয়'।[৯]

উক্ত হাদীছ থেকে রাসূল (ছাঃ)-এর নামে মিথ্যা হাদীছ রচনার ভবিষ্যৎ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যা মূলতঃ ৩৭ হিজরীর পর ফিৎনার যামানা শুরু হ'লে ব্যাপকহারে দেখা দেয়। ইমাম শা'বী (২২-১০৪ হি.)-এর বক্তব্য থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেন, لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِيْ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا حَدَّثْتُ إِلاَّ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْحَدِيْثِ– 'এখন যেসব ঘটছে, তা আগে জানলে আমি কোন হাদীছ বর্ণনা করতাম না, কেবল ঐ হাদীছ ব্যতীত, যার উপরে আহলুল হাদীছগণ অর্থাৎ ছাহাবীগণ একমত হয়েছেন'।[১০] একইভাবে খ্যাতনামা তাবেঈ মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (৩৩-১১০ হি.) বলেন, لَمْ يَكُوْنُوْا يَسْأَلُوْنَ عَنِ الْإِسْنَادِ، فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوْا سَمُّوْا لَنَا رِجَالَكُمْ، فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيْثُهُمْ وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدْعِ فَلاَ يُؤْخَذُ حَدِيْثُهُمْ– 'লোকেরা ইতিপূর্বে কখনো হাদীছের সনদ বা সূত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করত না। কিন্তু যখন ফিৎনার যুগ এল, তখন তারা বলতে লাগল আগে তোমরা বর্ণনাকারীদের পরিচয় বল। অতঃপর যদি দেখা যেত যে, বর্ণনাকারী 'আহলে সুন্নাত' দলভুক্ত, তাহ'লে তাঁদের বর্ণিত হাদীছ গ্রহণ করা হ'ত। কিন্তু 'আহলে বিদ'আত' দলভুক্ত হ'লে তাদের বর্ণিত হাদীছ গ্রহণ করা হ'ত না'।[১১]

উল্লেখ্য যে, সময়ের ব্যবধানে হাদীছ শাস্ত্রে বহু জাল-যঈফ হাদীছের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। একশ্রেণীর অসাধু ব্যক্তি হীন স্বার্থে অথবা ইসলাম বিদ্বষীদের মদদপুষ্ট হয়ে বা নিজেদের স্বার্থদ্বন্দ্বের ফাঁদে পড়ে হাদীছ শাস্ত্রকে কালিমালিপ্ত করার এই অপপ্রয়াস চালিয়েছে। যা সংশয়বাদীদের মনস্তুষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কেবলমাত্র শী'আরাই তিন লক্ষাধিক হাদীছ জাল করেছে মর্মে প্রসিদ্ধি রয়েছে। এক মাযহাবের অনুসারীরা অন্য মাযহাবের বিরুদ্ধে জাল হাদীছ রচনা করেছে। আবার কেউ ব্যবসায়িক স্বার্থে পণ্যের কাটতি বৃদ্ধির জন্য, কেউবা রাজা-বাদশাহদের খুশি করার জন্য তাদের কোন ক্রিয়া-কর্মের পক্ষে জাল হাদীছ রচনা করেছে। এইভাবে ইলমে হাদীছের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ দখল করে আছে মওযূ বা জাল হাদীছ। যা বর্তমানে মুহাদ্দেছীনে কেরামের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে বাছাই হয়ে পৃথকভাবে গ্রন্থাবদ্ধ হয়েছে।

---

৫. *বুখারী হা/১৩৯৭; মুসলিম হা/১৪; মিশকাহ হা/১৩।*
৬. *আবুদাঊদ হা/১৩৫, সনদ হাসান।*
৭. *মুসনাদে আহমাদ হা/৬৬৮৪; নাসাঈ হা/১৪০; ইবনু মাজাহ হা/৪২২; মিশকাত হা/৪১৭, সনদ হাসান।*
৮. *বুখারী হা/১০৬।*
৯. *বুখারী হা/১২৯১।*
১০. *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? (হাফাবা: ৬ষ্ঠ সংস্করণ ২০১৮) পৃ. ৬, গৃহীত: শামসুদ্দীন যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, তাবি) ১/৮৩ পৃ.।*
১১. *আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন?, পৃ. ৩৫, গৃহীত: মুক্বাদ্দামা মুসলিম (বৈরূত: দারুল ফিক্র ১৪০৩/১৯৮৩), পৃ. ১৫।*

প্রসিদ্ধ হাদীছ গ্রন্থাবলীর মধ্যে ছড়িয়ে-ছিঁটিয়ে থাকা যঈফ ও মওযূ হাদীছগুলোও তাহক্বীক্ব করে কারণ সহ চিহ্নিত করা হয়েছে। এখন সবকিছুই দিবালোকের ন্যায় স্বচ্ছ ও পরিষ্কার। এরপরও এ যুগে এসে কেউ যদি বলে, 'হাদীছ তো হাদীছই, হাদীছ কি আবার জাল হয় নাকি'? তাদের ব্যাপারে কি মন্তব্য করা চলে তা বিবেকবান পাঠকদের উপরই ছেড়ে দিলাম।

এক্ষণে কেউ যদি ছহীহ হাদীছকে উপেক্ষা করে জাল-যঈফ হাদীছ অনুযায়ী আমল করে, তবে সেটা হবে আমলের ক্ষেত্রে সীমালংঘন। কেননা আমলের ক্ষেত্রে একমাত্র অনুসরণীয় হচ্ছেন মুহাম্মাদ (ছাঃ)। তাঁর দেখানো-শিখানো বা সমর্থিত পদ্ধতি ছহীহ হাদীছে পাওয়া সত্ত্বেও নিজেদের আচরিত মাযহাব, মতবাদ ও তরীকাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যদি জাল হাদীছ বা ভিত্তিহীন কোন আমল করা হয়, তবে এই আমল দ্বারা আর যাই হোক নাজাত পাওয়া সম্ভব নয়। আল্লাহ বলেন, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا- الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، 'বল, আমরা কি তোমাদেরকে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত আমলকারীদের সম্পর্কে খবর দিব? যাদের সকল প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে বিফলে গেছে। অথচ তারা ভেবেছে যে, তারা সৎকর্ম করছে' *(কাহফ ১৮/১০৩-১০৪)*। জাল হাদীছের ভিত্তিতে আমলকারীদের জন্য অত্র আয়াতটি প্রণিধানযোগ্য। এই জাতীয় আমলই ক্ষতিগ্রস্ত আমল। এটিই আমলের ক্ষেত্রে সীমালংঘন।

(গ) ভিত্তিহীন আমল : সমাজে এমন অনেক আমল চালু আছে, ছহীহ হাদীছে তো দূরের কথা জাল-যঈফ হাদীছেও যার কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। যেমন- ছালাতের শুরুতে আরবীতে নিয়ত পাঠ করা। যার কোন ভিত্তি নেই। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে তাফসীর ক্লাসে আমরা প্রচলিত একটি প্রসিদ্ধ মাযহাবের অনুসারী আমাদের একজন শিক্ষককে প্রসঙ্গক্রমে আরবী নিয়তের অস্তিত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি কিছুটা রসিকতার ভঙ্গিতে বলেছিলেন, 'এটি কায়দায়ে বোগদাদীতে আছে'। অনুরূপভাবে মীলাদ-ক্বিয়াম, কুরআনখানী, চল্লিশা এরকম বহু আমলকে ধর্মীয় লেবাস পরিয়ে সমাজে চালু করা হয়েছে, যার কোন ভিত্তি নেই। এসবই আমলের ক্ষেত্রে সীমালংঘন। এরকম অস্তিত্বহীন আমলের ফলাফল শূন্য।

(ঘ) রাসূল (ছাঃ) প্রদর্শিত পদ্ধতি ব্যতীত মনগড়া পদ্ধতিতে আমল করা : মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 'রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তি প্রদানে কঠোর' *(হাশর ৫৯/৭)*। অন্যত্র তিনি বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ، 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র, আনুগত্য কর রাসূলের ও তোমাদের নেতৃবৃন্দের। অতঃপর যদি কোন বিষয়ে তোমরা বিতণ্ডা কর, তাহ'লে বিষয়টি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও' *(নিসা ৪/৫৯)*।

উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। শেষোক্ত আয়াতে সমস্যাসঙ্কুল পরিস্থিতিতে সমাধানের সুন্দর পথ দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ আমলের ক্ষেত্রে হোক বা মু'আমালাতের ক্ষেত্রে হোক, যদি কোন বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দেয় তখন এর সমাধান নিতে হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট থেকে তথা এলাহী বিধান থেকে। কোন পীর, মুরব্বী, বুযুর্গ, ইমাম বা নেতার কাছ থেকে নয়। নয় কোন মাযহাব, মতবাদ, ইজম বা তরীকার কাছ থেকে। কেননা রাসূল (ছাঃ) হচ্ছেন আমাদের পথপ্রদর্শক। তিনি আসমানী নির্দেশনা ব্যতীত কোন কথা বলতেন না *(নাজম ৫৩/৩-৪)*। তিনি উম্মাতকে আসমানী বার্তা শুনিয়েছেন, ইলমে শরী'আত শিক্ষা দিয়েছেন, ইবাদতের যথাযথ প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। যেমনটি কুরআন মাজীদে ঘোষিত হয়েছে, هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، 'তিনিই সেই সত্তা যিনি নিরক্ষরদের মধ্যে তাদের মধ্য থেকেই একজনকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন। যিনি তাদের নিকটে তাঁর আয়াত সমূহ পাঠ করেন ও তাদের পবিত্র করেন। আর তাদেরকে কিতাব ও সুন্নাহ শিক্ষা দেন' *(জুম'আ ৬২/২)*।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, كُلُّ أُمَّتِى يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ أَبَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَأْبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِى دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ أَبَى- 'আমার সকল উম্মতই জান্নাতে প্রবেশ করবে, তবে যে 'আবা' বা অসম্মত সে ব্যতীত। ছাহাবীগণ বললেন, কে অসম্মত হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)? তিনি বললেন, যে আমার অনুসরণ করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে আমার অবাধ্যতা করবে, সেই 'আবা' বা অসম্মত'।[১২] অন্যত্র তিনি বলেন, مَنْ أَطَاعَنِى فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ عَصَى اللهَ 'যে আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহ্রই আনুগত্য করল। আর যে আমার অবাধ্যতা করল, সে আল্লাহ্রই অবাধ্যতা করল'।[১৩] সুতরাং ইবাদতের পরতে পরতে তাঁর যথাযথ অনুসরণ অত্যাবশ্যক। তাঁর তরীকা ব্যতীত অন্য তরীকায় ইবাদত করলে তা কবুল হবে না। তাইতো তিনি ছালাতের ক্ষেত্রে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলে দিয়েছেন, صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِى أُصَلِّى

১২. *বুখারী হা/৭২৮০; মিশকাত হা/১৪৫।*
১৩. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৬১।*

‘তোমরা ছালাত আদায় কর সেভাবে, যেভাবে আমাকে ছালাত আদায় করতে দেখেছ’।[১৪] হজ্জের বিধান জানার নির্দেশ দিয়ে তিনি বলেন, خُذُوا عَنِّى مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّى لاَ أَدْرِى لَعَلِّى أَنْ لاَ أَحُجَّ بَعْدَ حَجَّتِى هَذِهِ، ‘তোমরা আমার নিকট থেকে হজ্জের নিময়-কানূন শিখে নাও। কারণ এ বছরের পর হয়তবা আমার পক্ষে আর হজ্জ করা সম্ভব হবে না’।[১৫]

এভাবে প্রতিটি ইবাদতে তাঁর অনুসরণ অনিবার্য। ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত থেকে শুরু করে বৈষয়িক যে কোন বিষয়ে তাঁর নিকট থেকেই ফায়ছালা নিতে হবে। তিনি যে পদ্ধতিতে, যে সময়ে ও যে পরিমাণে করেছেন, হুবহু সেভাবে করতে হবে। নেকীর প্রত্যাশায় অতিরিক্ত করলে সেটি বিদ‘আত হবে। তিনি করেননি, করতে বলেননি এমন কোন আমল আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। আয়েশা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ‘যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করল, যাতে আমার কোন নির্দেশনা নেই, তা প্রত্যাখ্যাত’।[১৬]

ইবাদত সঠিক হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র ‘কায়ফিয়াত’ বা পদ্ধতির ভিন্নতার কারণেও ইবাদত বাতিল হয়ে যায়। রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর কিছুদিন পরে মসজিদে নববীতে কয়েকজন ছাহাবী গোলাকার হয়ে বসে হাতে কাঁকর নিয়ে একজনের নেতৃত্বে ১০০ বার ‘আল্লাহু আকবার’ ১০০ বার ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ ১০০ বার ‘সুবহানাল্লাহ’ এই তাসবীহগুলো সমস্বরে পাঠ করছিলেন। এই খবর জলীলুল ক্বদর ছাহাবী আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ)-কে জানানো হ’লে তিনি তাদের নিকটে গেলেন এবং এসব কি করা হচ্ছে জানতে চাইলেন। তারা বলল, আমরা কাঁকর দিয়ে তাসবীহ, তাহলীল, তাকবীর গণনা করছি। তখন ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বললেন, وَيْحَكُمْ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، مَا أَسْرَعَ هَلَكَتَكُمْ هَؤُلَاءِ صَحَابَةُ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَافِرُونَ، وَهَذِهِ ثِيَابُهُ لَمْ تَبْلَ، وَآنِيَتُهُ لَمْ تُكْسَرْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّكُمْ لَعَلَى مِلَّةٍ هِيَ أَهْدَى مِنْ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مُفْتَتِحُو بَابِ ضَلَالَةٍ، ‘হতভাগা হে উম্মতে মুহাম্মাদী! এত দ্রুত তোমাদের ধ্বংস এসে গেল! এখনো নবীর ছাহাবীগণ বিপুল সংখ্যায় জীবিত আছেন। তাঁর পোষাকগুলি এখনো পুরাতন হয়নি। তাঁর ব্যবহৃত আসবাবপত্র এখনো ভেঙ্গে যায়নি। আল্লাহ্র কসম করে বলছি, তোমরা কি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ধর্মের চেয়েও ভাল কোন ধর্মের ওপরে আছ? নাকি তোমরা ভ্রষ্টতার দরজা খুলে দিলে?’ হালকায়ে যিকরে বসা লোকেরা তখন বলল, وَاللهِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا أَرَدْنَا إِلَّا الْخَيْرَ، ‘হে আবূ আব্দুর রহমান (আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ) এর দ্বারা আমরা কল্যাণ বৈ কিছুই কামনা করি না। তখন আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ বললেন, وَكَمْ مِنْ مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَنْ يُصِيبَهُ، ‘বহু নেকীর প্রত্যাশী মানুষ আছে, যারা তা পায় না’। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، ‘নিশ্চয়ই একদল মানুষ, যারা কুরআন পাঠ করবে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না’।[১৭]

আবু মূসা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা কোন এক সফরে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। লোকেরা উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর পাঠ করছিল। রাসূল (ছাঃ) তখন বললেন, أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، إِنَّكُمْ لَيْسَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا، وَهُوَ مَعَكُمْ قَالَ وَأَنَا خَلْفَهُ، وَأَنَا أَقُولُ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، فَقَالَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ: أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ، فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: قُلْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، ‘হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের জীবনের উপর সদয় হও। কেননা তোমরা তো কোন বধির অথবা অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকছ না। নিশ্চয়ই তোমরা ডাকছ সর্বশ্রোতা, নিকটবর্তী সত্তাকে, যিনি তোমাদের সাথেই আছেন। আবু মূসা (রাঃ) বলেন, আমি তাঁর (সওয়ারীর) পিছনে ছিলাম। তখন আমি বলছিলাম, ‘লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’। রাসূল (ছাঃ) তখন বললেন, হে আব্দুল্লাহ বিন কায়স (আবূ মূসা)! আমি কি তোমাকে জান্নাতের গুপ্ত ধনসমূহের মধ্যে কোন একটি গুপ্তধনের কথা জানিয়ে দিব? আমি বললাম, অবশ্যই হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! অতঃপর তিনি বললেন, তুমি বল, ‘লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’।[১৮]

অথচ বাংলাদেশের যিকরের হাল-হকিকত যে কতটা ভয়াবহ, কতটা গর্হিত, এর অঙ্গভঙ্গি যে কতটা ব্যঙ্গাত্মক তা পাঠক মাত্রই অবগত আছেন। দেশের মাযারে-ওরসে, খানকা-দরগায়, বড় বড় পীর ও ইসলামী দলের হালাকা ও ওয়ায মাহফিলে চলে যিকরের নামে চরম স্বেচ্ছাচারিতা। গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে, অঙ্গ দুলিয়ে, লম্ফ-ঝম্প করে, খুঁটির মাথায় উঠে লাফিয়ে পড়ে, ডিগবাজি খেয়ে উন্মাদনা প্রকাশের মাধ্যমে যে যিকর বাংলাদেশে চলছে তা স্রেফ ভণ্ডামী ছাড়া কিছুই নয়। কুরআন-হাদীছের সাথে এ ধরনের যিকরের দূরতম সম্পর্ক নেই। তাছাড়া যিকরের শব্দ ও বাক্যও নিজেদের তৈরী করা। যা সম্পূর্ণ অর্থহীন। আবার অনেক মসজিদে দেখা যায় ফজর ছালাতের পর গোল হয়ে বসে কিছু

১৪. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৮৩।*
১৫. *আহমাদ হা/১৪৭৯৩; ছহীহুল জামে‘ হা/৭৮৮২।*
১৬. *বুখারী হা/২০; মুসলিম হা/১৭১৮।*
১৭. *সুনানুদ দারেমী হা/২০৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২০০৫ সনদ জাইয়িদ।*
১৮. *বুখারী হা/৪২০৫, ৬৩৮৪, ৬৬১০; মুসলিম হা/২৭০৪ মিশকাত হা/২৩০৩।*

মুছল্লী সশব্দে সমস্বরে যিকির করে থাকে। উক্ত যিকিরের শব্দগুলোও বানোয়াট। এ ধরনের যিকির সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অথচ যিকরের পদ্ধতি সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ডাক বিনীতভাবে ও সঙ্গোপনে। তিনি সীমালংঘনকারীদের পসন্দ করেন না' *(আ'রাফ ৭/৫৫)*। তিনি আরো বলেন, وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ 'তুমি তোমার প্রতিপালকের যিকির কর, মনে মনে বিনয় ও ভয়-ভীতি সহকারে নীরবে সকাল-সন্ধ্যায়। তুমি গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না' *(আ'রাফ ৭/২০৫)*। উক্ত যিকির-পন্থীরা শেষে লম্বা এক মুনাজাত করে বিদায় নেয়। এটাও একটি বিদ'আতী আমল। শরী'আতে এর কোন ভিত্তি নেই।

(ঙ) সঠিক সময়ে আমল না করা : ইবাদত যেমন তাওক্বীফী, তেমনি এর স্থান এবং সময়ও তাওক্বীফী। অর্থাৎ কিতাব ও সুন্নাহ দ্বারা নির্ধারিত। ইবাদতে যেমন কমবেশী করার কোন সুযোগ নেই, তেমনি এর স্থান ও সময়ের ক্ষেত্রেও আগপিছ বা কমবেশী করা যাবে না। যে ইবাদত যে সময়ের সাথে সম্পর্কিত সেটি সে সময়েই করতে হবে। এক্ষেত্রেও যদি আমরা কুরআন-সুন্নাহ্র দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে নিজেদের মন মত সময় নির্ধারণ করে নেই তাহ'লে এটিও সীমালংঘন হিসাবে গণ্য হবে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, চাঁদ উঠার আগেই রামাযানের ছিয়াম পালন শুরু করা ও ঈদ করা, ঈদের ছালাতের আগে খুৎবা দেওয়া ও পরে ছালাত আদায় করা, নিয়মিত সূর্য ডোবার সাথে সাথে ইফতার না করে সময়ক্ষেপণ করা তথা ৩/৪ মিনিট অপেক্ষা করা, নিয়মিত আখের ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা, যিলহজ্জ মাসে হজ্জ না করে অন্য মাসে করা, আরাফার ময়দানে ৯ যিলহজ্জ অবস্থান না করে আগের দিন বা পরের দিন অবস্থান করা, মসজিদে ই'তেকাফ না করে বাড়ীতে করা, রামাযানের শেষ দশকে ই'তেকাফ না করে প্রথম দশকে করা, শেষ দশকের বেজোড় রাতে লায়লাতুল ক্বদর না তালাশ করে মাঝের দশকে তালাশ করা ইত্যাদি বহু ইবাদত রয়েছে সময়ের সাথে সম্পৃক্ত। কাজেই শরী'আত কর্তৃক নির্ধারিত সময়েই সুনির্দিষ্ট আমল করতে হবে। ইবাদতের রকমফের, সময়, পরিমাণ ইত্যাদি কোন কিছু পরিবর্তন করার ক্ষমতা কারো নেই। অতএব পরিশ্রম করে নেকীর কাজ করে নেকী থেকে মাহরূম হ'লে এরচেয়ে বড় হতভাগা আর কে হ'তে পারে। অতএব আসুন! আমরা আমলের ক্ষেত্রে সীমালংঘন থেকে বেঁচে থাকি। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন-আমীন!

[ক্রমশঃ]

(সম্পাদকীয়র বাকী অংশ)

নববীর স্থায়ী মুওয়াযযিন হওয়ার শ্রেষ্ঠতম গৌরবের অধিকারী হলেন। খেলাফতের বায়'আত অনুষ্ঠানের ভাষণে ১ম খলীফা আবুবকর (রাঃ) বলেন, 'তোমাদের মধ্যকার দুর্বল ব্যক্তি আমার নিকট অধিক শক্তিশালী, যতক্ষণ না আমি তার অধিকার তাকে ফিরিয়ে দিতে পারি। আর তোমাদের মধ্যকার সবল ব্যক্তি আমার নিকটে অধিক দুর্বল, যতক্ষণ না আমি তার নিকট থেকে দুর্বলের প্রাপ্য হক আদায় করতে পারি' *(ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ৬/৩০১)*। মৃত্যুকালে কপর্দকহীন আবুবকর নিজের কাফনের জন্য কন্যা আয়েশাকে বললেন, আমার পরনের কাপড় দিয়ে আমার কাফনের ব্যবস্থা করো। কেননা জীবিত ব্যক্তিরাই নতুন কাপড়ের অধিক হকদার' *(বুখারী হা/১৩৮৭)*। ওমর (রাঃ)-এর যুগে অর্থনৈতিক সাম্য ও সমৃদ্ধি এতদূর পৌঁছেছিল যে, যাকাত নেওয়ার মত কোন হকদার পাওয়া যেত না। খেলাফতে রাশেদাহ্র ছত্রে ছত্রে এমন অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। এমনকি পরবর্তীকালে খেলাফতের ক্ষয়িষ্ণু আমলেও এমন বহু নযীর রয়েছে, আধুনিক বিশ্ব যা কল্পনাও করতে পারে না।

প্রশ্ন হ'ল, মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষার এই অভূতপূর্ব প্রেরণার মূল উৎস কি ছিল? জওয়াব একটাই। আর সেটা হ'ল, বিশ্বাসের পরিবর্তন। আগে মানুষ নিজেকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী মনে করত। ফলে সে স্বেচ্ছাচারী ছিল। এখন সে আল্লাহকে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী মনে করে। আগে সে নিজের রচিত বিধানকে চূড়ান্ত ভাবত। এখন সে আল্লাহ্র বিধানকে চূড়ান্ত সত্যের অভ্রান্ত মানদণ্ড বলে বিশ্বাস করে। আগে সে দুনিয়াকেই সবকিছু মনে করত। এখন সে আখেরাতকে সবকিছু মনে করে। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন ও আখেরাতে মুক্তিলাভের উদগ্র বাসনা তাকে অন্যের অধিকার রক্ষায় সচেতন ও ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। ১৫ হিজরীর রজব মাসে অনুষ্ঠিত ফিলিস্তীনের নিকটবর্তী ইয়ারমূক যুদ্ধের ময়দানে আহত মৃত্যুপথযাত্রী তৃষ্ণার্ত মুসলিম সৈনিক কাতরকণ্ঠে 'পানি' 'পানি' বলে কাতরাচ্ছে। পানি আনা হ'লে পাশ থেকে একই শব্দ ভেসে এল তার কানে। তাই নিজে না খেয়ে ইঙ্গিত করলেন, ঐ ওকে দাও! সেখানে গেলে পাশ থেকে একই শব্দ ভেসে এল। তখন তিনি নিজে না খেয়ে ইঙ্গিত করলেন, ঐ ওকে দাও! সেখানে গেলে দেখা গেল তিনি শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করে আখেরাতে পাড়ি জমিয়েছেন। দ্রুত ফিরে এসে দ্বিতীয় জন, অতঃপর প্রথম জন, কাউকে আর জীবিত পাওয়া গেল না। পানি হাতে দাঁড়িয়ে রইলেন নির্বাক সাক্বী! *(আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৭/১১)*। এ দৃশ্য কি পৃথিবী অন্য কারো কাছে দেখেছে?

কেবল মানবাধিকার নয়, একটা নিকৃষ্ট প্রাণী কুকুরের তৃষ্ণা মেটানোর অধিকার রক্ষার জন্য মৃত্যুঝুঁকি নিয়ে একজন বেশ্যা নারী মরুভূমির গভীর কূয়ায় নেমে নিজের চামড়ার মোযা ভরে পানি এনে তাকে খাইয়ে বাঁচালো এবং একারণে সে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমাপ্রাপ্ত হ'ল। (এ কথা শুনে) ছাহাবীগণ আরয করলেন, পশু-পাখির সাথে উত্তম আচরণের মধ্যেও কি আমাদের জন্য ছওয়াব রয়েছে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ। প্রত্যেক তাজা প্রাণের সাথে উত্তম আচরণের বিনিময়ে ছওয়াব রয়েছে' *(বুখারী হা/৩৩২১; মিশকাত হা/১৯০২)*। এ অভাবনীয় দৃশ্যও মানুষ দেখেছে। একটাই বিশ্বাস সেখানে কাজ করেছে। আর তা হ'ল তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত বিশ্বাস। সে আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী দুনিয়াকে সুন্দরভাবে আবাদ করে আখেরাতে মুক্তির জন্য। সে দুনিয়াপূজারী নয়, আখেরাতই তার লক্ষ্য। উক্ত বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে ধারণ ও তা যথার্থভাবে বাস্তবায়ন ব্যতীত মানবাধিকার রক্ষার সত্যিকারের কোন উপায় আছে কি? আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন! *(স.স.)*।

হেদায়াত লাভের উপায়

-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

ভূমিকা : মানবতার হেদায়াতের জন্য মহান আল্লাহ যুগে যুগে নবী-রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন। যাতে মানুষ পথভ্রষ্ট হয়ে পরকালে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত না হয়। সেই সাথে দিশারী হিসাবে বিভিন্ন সময় ইলাহী গ্রন্থ এসেছে মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য। মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল প্রদর্শিত সেই হেদায়াতের পথে চললে পরকালীন জীবনে নাজাত লাভ করবে। পক্ষান্তরে হেদায়াতের রাস্তা থেকে বিচ্যুত হ'লে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। তাই হেদায়াত লাভের পথ-পন্থা জানা মানুষের জন্য যরূরী। এ নিবন্ধে হেদায়াত লাভের উপায় আলোচনা করা হ'ল।-

হেদায়াত অর্থ : হেদায়াত (هِدَايَة) আরবী শব্দ। অর্থ পথ প্রদর্শন, পথের সন্ধান, নির্দেশনা, পরিচালনা ইত্যাদি। এর ইংরেজী প্রতিশব্দ হচ্ছে, Way of salvation, straight way, conversion ইত্যাদি। হেদায়াত শব্দটি ভাল ও মন্দ দু'টি অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، 'আর আমরা কি তাকে (ভাল ও মন্দ) দু'টি পথই দেখাইনি? *(বালাদ ৯০/১০)*। অন্যত্র তিনি বলেন, إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَّإِمَّا كَفُورًا، 'আমরা তাকে সুপথ প্রদর্শন করেছি। এক্ষণে সে কৃতজ্ঞ হৌক কিংবা অকৃতজ্ঞ হৌক' *(দাহর ৭৬/৩)*। এখানে 'হেদায়াত' অর্থ সুপথ প্রদর্শন ও তার তাওফীক লাভ করা। যেমন আল্লাহ তদীয় রাসূলকে বলেন, وَإِنَّكَ لَتَهْدِيْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ، 'নিশ্চয়ই তুমি সরল পথ প্রদর্শন করে থাক' *(শূরা ৪২/৫২)*। অনুরূপভাবে জান্নাতবাসীরা আল্লাহকে বলবে, الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلاَ أَنْ هَدَانَا اللهُ، 'যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে এর পথ প্রদর্শন করেছেন। আর আল্লাহ আমাদের হেদায়াত না করলে আমরা হেদায়াতপ্রাপ্ত হ'তাম না'... *(আ'রাফ ৭/৪৩)*।

পারিভাষিক অর্থ : হেদায়াতের পারিভাষিক অর্থ প্রসঙ্গে আল-জুরজানী বলেন, الدلالة على ما يوصل الى المطلوب وقد يقال هى سلوك طريق يوصل الى المطلوب. 'এমন পথনির্দেশ যা উদ্দিষ্ট স্থলে পৌঁছে দেয়। আর এটাও বলা হয় যে, তা হ'ল এমন রাস্তা অবলম্বন করা যা গন্তব্যে পৌঁছে দেয়'।[১]

হেদায়াতের প্রকারভেদ : হেদায়াত দু'প্রকার। যথা- ১. ইলমের হেদায়াত। যেমন আল্লাহ কুরআনকে هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ 'মুত্তাক্বীদের জন্য হেদায়াত' *(বাক্বারাহ ২/২)* এবং هُدًى لِّلنَّاسِ 'মানবজাতির জন্য হেদায়াত' *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)* বলেছেন। এ বিষয়ে জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহর হেদায়াত প্রয়োজন।

২. ইলম অনুযায়ী আমল করার তাওফীক লাভের হেদায়াত। কারণ ইসলামই যে সরল পথ, এ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা এবং তদনুযায়ী আমল করা, উভয়টির জন্যই আল্লাহর হেদায়াত প্রয়োজন। যেমন আল্লাহ বলেন, وَأَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُوْنِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُوْنَ، 'অতঃপর ছামূদ জাতি। তাদেরকে আমরা পথপ্রদর্শন করেছিলাম। কিন্তু তারা সৎপথের বিপরীতে ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করল। ফলে তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ লাঞ্ছনাকর শাস্তি তাদের গ্রেফতার করে' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/১৭)*। এমনিভাবে যুগে যুগে কাফের ও মুনাফিক লোকেরা ভ্রান্তপথ অবলম্বন করেছে এবং এখনও করে চলেছে। আমরা যেন তাদের মত না করি, সেজন্য আল্লাহর নিকটে হেদায়াত প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে।

হেদায়াত-এর স্তরসমূহ : هداية শব্দটি নবী-রাসূল, অলী ও সাধারণ উম্মত এমনকি সকল সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেননা প্রত্যেকের জন্য স্তর বিশেষে হেদায়াতের প্রয়োজন রয়েছে। যেমন-

১. হেদায়াতের প্রথম স্তরে রয়েছে সমস্ত সৃষ্টি তথা জড়পদার্থ, উদ্ভিদ, প্রাণীজগত ইত্যাদি। এদের মধ্যে প্রয়োজনীয় বুদ্ধি ও অনুভূতির অস্তিত্ব রয়েছে। এরা সকলেই আল্লাহর হেদায়াত অনুযায়ী স্ব স্ব নিয়মে আল্লাহর গুণগান করে থাকে। যেমন আল্লাহ বলেন, أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ، 'তুমি কি জানো না যে, আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে, সবকিছুই আল্লাহর গুণগান করে থাকে? বিশেষ করে পক্ষীকুল যারা সারিবদ্ধভাবে উড়ে বেড়ায়। প্রত্যেকেই স্ব স্ব দো'আ ও তাসবীহ সম্পর্কে জ্ঞাত। আল্লাহ তাদের কর্ম সম্পর্কে সম্যক অবগত' *(নূর ২৪/৪১)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, الَّذِيْ أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى، 'যিনি প্রত্যেক বস্তুর বিশেষ আকৃতি দান করেছেন। অতঃপর তার উপযোগী হেদায়াত প্রদান করেছেন' *(ত্বোয়াহা ২০/৫০)*। এজন্যেই পশু-পক্ষী প্রত্যেকে আল্লাহ প্রদত্ত বোধশক্তি অনুযায়ী চলাফেরা করে। কখনও অবাধ্যতা করে না।

২. হেদায়াতের দ্বিতীয় স্তরে রয়েছে জিন ও মানব জাতি, যারা অন্যান্য সৃষ্টি অপেক্ষা তীক্ষ্ণ মেধা ও উচ্চ জ্ঞানসম্পন্ন। আল্লাহর পক্ষ হ'তে নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে তাদের নিকটে হেদায়াত পাঠানো হয়েছে। কেউ তা গ্রহণ করে ধন্য হয়েছে। আবার কেউ প্রত্যাখ্যান করে হতভাগা হয়েছে।

৩. হেদায়াতের তৃতীয় স্তর হ'ল মুমিন-মুত্তাক্বীদের জন্য, যাতে তারা অধিকতর নেক বান্দা হওয়ার তাওফীক লাভ করেন। আল্লাহর দেওয়া তাওফীক অনুযায়ী এই স্তর বিন্যাস

১. *জুরজানী, আত-তা'রীফাত, পৃঃ ১১২।*

হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহপাক বলেন, تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ‘এই রাসূলগণ! আমরা তাদের একে অপরের উপর মর্যাদা দিয়েছি। তাদের মধ্যে কারো সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন এবং কারো মর্যাদা উচ্চতর করেছেন’ (*বাক্বারাহ ২/২৫৩*)। এই তৃতীয় স্তরই মানুষের প্রকৃত উন্নতির ক্ষেত্র। এই স্তরের মানুষেরা অধিকতর হেদায়াত লাভের জন্য সর্বদা আল্লাহ্র রহমত ও তাওফীক লাভে সচেষ্ট থাকেন। প্রতিনিয়ত এই প্রচেষ্টাই মানুষকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় অভিষিক্ত করে। এমনকি এক সময় সে ফেরেশতাদের চাইতে উন্নত মর্যাদায় আসীন হয়। নবী-রাসূলগণ এই স্তরে আছেন। যেকারণে মি‘রাজ রজনীতে জিব্রীলকে ছেড়ে রাসূল (ছাঃ) শেষ মুহূর্তে একাকী আল্লাহ্র দীদার লাভে সক্ষম হন। অতএব মানুষ যেখানে যে অবস্থায় থাকুক না কেন, সর্বদা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে প্রদত্ত আল্লাহ্র হেদায়াত সমূহ অনুসরণে ছিরাতে মুস্তাক্বীম ধরে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এগিয়ে যাবে তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র পানে জান্নাত লাভের বাসনা নিয়ে।

উল্লেখ্য যে, উঁচু-নীচু সকল পর্যায়ের মানুষেরই সর্বদা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র হেদায়াত প্রয়োজন। সকল স্তরের ও সকল পর্যায়ের মানুষের জন্য ছিরাতে মুস্তাক্বীম-এর হেদায়াত সর্বদা যরূরী। সেই হেদায়াত প্রার্থনার জন্য আল্লাহ স্বীয় বান্দাকে শিক্ষা দিয়েছেন।

হেদায়াত লাভের উপায়

হেদায়াত লাভের নানা উপায় মহান আল্লাহ স্বীয় কিতাব কুরআনে এবং তদীয় রাসূল (ছাঃ) স্বীয় হাদীছে উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে কতিপয় উপায় নিম্নে উল্লেখ করা হ’ল।-

১. ঈমান আনয়ন করা : প্রকৃত ঈমানদার লোকেরা হেদায়াত লাভে ধন্য হবে। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيْهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيْمَانِهِمْ، ‘নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের পালনকর্তা তাদের পথ প্রদর্শন করেন তাদের ঈমানের মাধ্যমে’ (*ইউনুস ১০/৯*)। অন্যত্র তিনি বলেন, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ، ‘বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহকে বিশ্বাস করে, তিনি তার হৃদয়কে সুপথে পরিচালিত করেন। আর আল্লাহ সকল বিষয়ে বিজ্ঞ’ (*তাগাবুন ৬৪/১১*)।

আর ঈমানের সাথে শিরক মিশ্রিত না করার নাম হচ্ছে প্রকৃত মুমিন। বস্তুত তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়। আল্লাহ বলেন, الَّذِيْنَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُوْنَ، ‘যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানের সাথে শিরককে মিশ্রিত করেনি, তাদের জন্যই রয়েছে (জাহান্নাম থেকে) নিরাপত্তা এবং তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত’ (*আন‘আম ৬/৮২*)। পক্ষান্তরে কেউ ঈমানহীন হ’লে সে হেদায়াতের আলোকিত পথ থেকে ভ্রষ্টতার অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হবে।

২. অন্তরের প্রশস্ততা : ইসলাম গ্রহণ ও তার শিক্ষা লাভের জন্য হৃদয়ের প্রশস্ততা আবশ্যক। অন্তর প্রশস্ত হওয়ার অন্যতম উপায় হ’ল শিরক বিমুক্ত তাওহীদে বিশ্বাস। সুতরাং তাওহীদপন্থী ব্যক্তির অন্তর আল্লাহ প্রশস্ত করেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, فَمَنْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، ‘অতএব আল্লাহ যাকে সুপথ প্রদর্শন করতে চান, তিনি তার বক্ষকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করতে চান, তার বক্ষকে সংকীর্ণ ও সংকুচিত করে দেন’ (*আন‘আম ৬/১২৫*)। বস্তুতঃ তাওহীদ হচ্ছে হেদায়াতের চাবি। আর নেক আমল ও আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা হচ্ছে ঐ চাবির দাঁত। সুতরাং যে ব্যক্তি সকল প্রকার ইবাদত সম্পাদন করে এবং আল্লাহ্র আনুগত্যের সকল দিক অনুসরণ করেন তার অন্তর প্রশস্ত হয়। অপরদিকে যে ব্যক্তি প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং হারামে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকে, চোখ থাকতেও দুনিয়াতে সে অন্ধ এবং তার হৃদয় হয় সংকুচিত। যেরূপ মহান আল্লাহ উপরোক্ত আয়াতে বলেছেন।

২. সর্বদা আল্লাহ্র যিকর করা : সর্বদা আল্লাহ্র যিকর করলে বান্দার অন্তর আল্লাহ্র সাথে সংযুক্ত থাকে। বান্দার সাথে আল্লাহ্র সুসম্পর্ক তৈরী হয়। ফলে তার অন্তর প্রশান্ত হয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, الَّذِيْنَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ، ‘যারা আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহকে স্মরণ করলে যাদের অন্তরে প্রশান্তি আসে। মনে রেখ, আল্লাহ্র স্মরণেই কেবল হৃদয় প্রশান্ত হয়’ (*রা‘দ ১৩/২৮*)। তিনি আরো বলেন, فَاذْكُرُوْنِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوْنِ، ‘অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমি তোমাদের স্মরণ করব। আর তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, অকৃতজ্ঞ হয়ো না’ (*বাক্বারাহ ২/১৫২*)। আর যিকরের মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিল হয়। যাতে হেদায়াতের আলোকোজ্জ্বল রাজপথে অবিচল থাকা যায়।

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, يَقُولُ اللهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً. ‘আল্লাহ ঘোষণা করেন, আমি আমার বান্দার প্রতি ঐরূপ, যেরূপ বান্দা আমার প্রতি ধারণা রাখে। আমি বান্দার সঙ্গে থাকি যখন সে আমাকে স্মরণ করে। যদি সে মনে মনে আমাকে স্মরণ করে, আমিও তাকে নিজে স্মরণ করি। আর যদি সে জন-সমাবেশে আমাকে স্মরণ করে, তবে আমিও তাদের চেয়ে উত্তম

সমাবেশে তাকে স্মরণ করি। যদি সে আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে আসে, তবে আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই, যদি সে আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয়; আমি তার দিকে দু'হাত এগিয়ে যাই। আর সে যদি আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই'।[২] অন্যদিকে যে ব্যক্তি আল্লাহ্র যিকর থেকে গাফেল থাকে কিংবা আল্লাহ্র যিকরে অলসতা করে আল্লাহ শয়তানকে তার সাথী করে দেন। তিনি বলেন, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، 'যে ব্যক্তি দয়াময়ের স্মরণ থেকে বিমুখ হয়, আমরা তার জন্য এক শয়তানকে নিযুক্ত করি। যে তার সাথী হয়' *(যুখরুফ ৪৩/৩৬)*।

৩. কুরআন তেলাওয়াত করা : অর্থ বুঝে বিনয়-নম্রতা ও একাগ্রতার সাথে কুরআন তেলাওয়াত করার গুরুত্ব ও ফযীলত অপরিসীম। কেননা কুরআন মানবতার জন্য হেদায়াতের আলোকবর্তিকা। যার মাধ্যমে সঠিক পথের দিশা পাওয়া যায়। আল্লাহ বলেন, إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، 'নিশ্চয়ই এই কুরআন এমন পথের নির্দেশনা দেয়, যা সবচাইতে সরল' *(বনী ইসরাঈল ১৭/৯)*। তিনি আরো বলেন, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، 'আর আমরা কুরআন নাযিল করি, যা বিশ্বাসীদের জন্য আরোগ্য ও রহমত স্বরূপ। কিন্তু পাপীদের জন্য তা কেবল ক্ষতিই বৃদ্ধি করে' *(বনী ইসরাঈল ১৭/৮২)*।

মহান আল্লাহ কুরআনকে হেদায়াত বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ 'এই কিতাব (কুরআন) মানবজাতির জন্য স্পষ্ট বর্ণনা এবং আল্লাহভীরুদের জন্য পথপ্রদর্শক ও উপদেশবাণী' *(আলে ইমরান ৩/১৩৮)*। এ কুরআনেই হেদায়াতের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা রয়েছে। আল্লাহ বলেন, شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، 'রামাযান হ'ল সেই মাস, যাতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। যা মানুষের জন্য সুপথ প্রদর্শক ও সুপথের স্পষ্ট ব্যাখ্যা এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী' *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*। সুতরাং হেদায়াত কুরআনেই তালাশ করতে হবে, অন্যত্র নয়। হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, مَنْ أَرَادَ الْهِدَايَةَ فَعَلَيْهِ بِهَذَا الْقُرْآنِ، فَإِنَّهُ منجاةٌ لَهُ وَهِدَايَةٌ، وَلَا هِدَايَةَ فِيمَا سِوَاهُ، 'যে ব্যক্তি সুপথ পেতে চায়, তার জন্য অপরিহার্য হ'ল এই কুরআন। কেননা এটিই হ'ল তার জন্য নাজাত ও হেদায়াতের পথ। এর বাইরে কোন সুপথ নেই'।[৩]

৪. আল্লাহ্র সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা : আল্লাহ্র সৃষ্টি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা, ভূ-মণ্ডল ও নভোমণ্ডলের প্রতি লক্ষ্য করা এবং সমগ্র বিশ্ব ও সৌরজগৎ সম্পর্কে গবেষণা করলে সে অবশ্যই আল্লাহর প্রতি বিনীত ও অনুগত হয়ে হেদায়াতের পথে ফিরে আসবে। আল্লাহ বলেন, إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، 'নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিবসের আগমন-নির্গমনে জ্ঞানীদের জন্য (আল্লাহ্র) নিদর্শন সমূহ নিহিত রয়েছে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আসমান ও যমীনের সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করে এবং বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি এগুলিকে অনর্থক সৃষ্টি করোনি। মহা পবিত্র তুমি। অতএব তুমি আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও! *(আলে ইমরান ৩/১৯০-৯১)*। আয়েশা (রাঃ) বলেন, অত্র আয়াত নাযিল হ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতে দাঁড়িয়ে যান। এমন সময় বেলাল আসেন আযান দিতে। তিনি দেখেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কাঁদছেন। বেলাল জিজ্ঞেস করলেন আপনি কাঁদছেন কেন? অথচ আল্লাহ আপনার পূর্বাপর সব গোনাহ মাফ করে দিয়েছেন! তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, হে বেলাল!، أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا، 'আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না? অথচ আজ রাতে আমার প্রতি অত্র আয়াতটি তিনি নাযিল করেছেন। আয়াতটি পাঠ করে তিনি বললেন, وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا، 'দুর্ভোগ ঐ ব্যক্তির জন্য যে এটি পাঠ করে অথচ এতে চিন্তা-গবেষণা করে না'।[৪] অতএব আল্লাহ্র সৃষ্টিতো বটেই, কেউ যদি কেবল নিজের দৈহিক গঠন ও আকার-আকৃতি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে তাহ'লে সে আল্লাহ্র এই সুনিপুন সৃষ্টিকৌশল দেখে বিমোহিত হবে, তার ঈমান বেড়ে যাবে। ফলে হেদায়াত লাভ করার জন্য সে তৎপর হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، 'আর দৃঢ় বিশ্বাসীদের জন্য পৃথিবীতে রয়েছে নিদর্শনসমূহ। এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও। অথচ তোমরা কি তা অনুধাবন করবে না'? *(যারিয়াত ৫১/২১)*

৫. সৎকর্মশীল ও উত্তম ব্যক্তিদের সাথী হওয়া : বহু মানুষ স্বীয় সাথী ও বন্ধুর কারণে হেদায়াত লাভ করে। তাই মুত্তাক্বী-পরহেযগার সৎকর্মশীল ব্যক্তিকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা কর্তব্য। আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، 'মানুষ তার বন্ধুর রীতিনীতির (দ্বীন-ধর্মের) অনুসারী হয়। কাজেই তোমাদের প্রত্যেকেই যেন লক্ষ্য করে, সে কার

২. *বুখারী হা/৭৫০৫, ৭৫৩৭; মুসলিম হা/১৬৭৫।*
৩. *তাফসীর ইবনে কাছীর, ৮/৩৪০, সূরা তাকভীর ২৮নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্র.।*
৪. *ইবনু হিব্বান হা/৬২০; ছহীহাহ হা/৬৮; ছহীহুত তারগীব হা/১৪৬৮।*

সঙ্গে বন্ধুত্ব করছে'।[৫] মানবজীবনে সৎ ও অসৎ বন্ধুর প্রভাব অতি ব্যাপক। এজন্য রাসূল (ছাঃ) সৎ বন্ধুকে আতরওয়ালা ও অসৎ বন্ধুকে হাফরওয়ালার সাথে তুলনা করেছেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً. 'সৎসঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর দৃষ্টান্ত হ'ল, কস্তুরীওয়ালা ও কামারের হাপরের ন্যায়। কস্তুরীওয়ালা হয়তো তোমাকে কিছু দান করবে কিংবা তার নিকট হ'তে তুমি কিছু ক্রয় করবে কিংবা তার নিকট হ'তে তুমি সুগন্ধি পাবে। আর কামারের হাপর হয়তো তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে কিংবা তুমি তার নিকট হ'তে দুর্গন্ধ পাবে'।[৬] পার্থিব জীবনের অসৎ বন্ধুরা ক্বিয়ামত দিবসে শত্রুতে পরিণত হবে। আল্লাহ বলেন, الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ 'বন্ধুরা সেদিন পরস্পরে শত্রু হবে মুত্তাক্বীরা ব্যতীত' *(যুখরুফ ৪৩/৬৭)*। অতএব পার্থিব জীবনের সকল বন্ধু-সহচর, সঙ্গী-সাথী যেন মুত্তাক্বী হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৬. দো'আ করা : দো'আ মুমিনের এক শক্তিশালী হাতিয়ার। মুমিন সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র কাছে দো'আ করবে। আল্লাহ বলেন, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ 'আর তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাক। আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। নিশ্চয়ই যারা আমার ইবাদত থেকে অহংকার করে। তারা সত্বর জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত অবস্থায়' *(গাফির/মুমিন ৪০/৬০)*। হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ বলেন, يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ 'হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের প্রত্যেকেই পথভ্রষ্ট। কিন্তু আমি যাকে পথ দেখাই (সে-ই পথের সন্ধান পায়)। সুতরাং তোমরা আমার নিকট পথের সন্ধান কামনা কর, তাহ'লে আমি তোমাদেরকে পথের সন্ধান দেব'।[৭] সুতরাং আল্লাহ্র কাছে হেদায়াতের জন্য দো'আ করতে হবে। যেমন আমরা ছালাতে সূরা ফাতিহায় পড়ি, اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ 'আপনি আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন'! *(ফাতিহা ১/৬)*। অন্যত্র আল্লাহ আমাদের শিখিয়েছেন, رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ '(তারা প্রার্থনা করে বলে) হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে সুপথ প্রদর্শনের পর আমাদের অন্তর সমূহকে বক্র করো না। আর তুমি আমাদেরকে তোমার পক্ষ হতে বিশেষ অনুগ্রহ প্রদান কর। নিশ্চয়ই তুমি সর্বাধিক দানকারী' *(আলে ইমরান ৩/৮)*।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ: اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 'আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) রাতে যখন উঠতেন, তখন তিনি তাঁর ছালাত আরম্ভ করতেন, হে আল্লাহ! জিবরীল, মীকাঈল ও ইসরাফীলের প্রতিপালক আসমানসমূহ ও যমীনের স্রষ্টা, অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞাতা আপনিই মীমাংসা করবেন আপনার বান্দাদের মাঝে সে বিষয়ে যাতে তারা মতবিরোধ করছিল। আপনি আমাকে হেদায়াত ও সঠিক পথ প্রদর্শন করুন, সত্য ন্যায়ের বিপরীত বিষয়ে আপনার হুকুমে, আপনিই হেদায়াত করেন যাকে ইচ্ছা সরল পথের দিকে'।[৮]

অনুরূপভাবে আমরা বিতর ছালাতের দো'আ কুনূতে হেদায়াতের জন্য দো'আ করে থাকি। হাসান ইবনু আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে কয়েকটি বাক্য শিখিয়ে দিয়েছেন। এগুলো আমি বিতরের ছালাতে পাঠ করে থাকি, اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ، *'আল্ল-হুম্মাহদিনী ফীমান হাদাইতা ওয়া 'আ-ফিনী ফীমান 'আ-ফাইতা, ওয়াতা ওয়াল্লানী ফীমান তাওয়াল্লাইতা, ওয়াবা-রিক লী ফীমা-আ'ত্বইতা, ওয়াক্বিনী শাররা মা- ক্বাযাইতা, ফাইন্নাকা তাক্বযী ওয়ালা- ইউক্বযা- 'আলাইকা, ওয়া ইন্নাহূ লা- ইয়াযিল্লু মাওঁ ওয়ালাইতা, তাবা-রাকতা রব্বানা- ওয়া তা'আ-লাইতা'*। অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে হেদায়াত দান করো সেসব মানুষের সঙ্গে যাদের তুমি হেদায়াত দান করেছ (নবী-রাসূলগণ)। তুমি আমাকে দুনিয়ার বিপদাপদ থেকে হেফাযত করো ঐসব লোকের সঙ্গে যাদেরকে তুমি হেফাযত করেছ। যাদের তুমি অভিভাবক হয়েছ, তাদের মাঝে আমারও অভিভাবক হও। তুমি আমাকে যা দান করেছ (জীবন, জ্ঞান সম্পদ, ধন ও নেক আমল), এতে বরকত দান কর। আর আমাকে তুমি রক্ষা কর ঐসব অনিষ্ট হ'তে যা আমার তাক্বদীরে লিখা হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই তুমি যা চাও তাই আদেশ কর। তোমাকে কেউ আদেশ করতে পারে না। তুমি যাকে ভালোবাস তাকে কেউ অপমানিত করতে পারে না। হে আমার রব! তুমি বরকতে পরিপূর্ণ। তুমি অতি উচ্চমর্যাদা

৫. আবু দাঊদ হা/৪৮৩৩; তিরমিযী হা/২৩৭৮; ছহীহাহ হা/৯২৭।
৬. বুখারী হা/৫৫৩৪, ২১০১; মুসলিম হা/২৬২৮।
৭. মুসলিম হা/২৫৭৭; মিশকাত হা/২৩২৬।
৮. মুসলিম হা/৭৭০।

সম্পন্ন’।[৯] এভাবে হেদায়াতের জন্য প্রতিনিয়ত দো‘আ করা কর্তব্য। যেভাবে রাসূল (ছাঃ) দো‘আ করতেন। তিনি বলতেন, اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى، ‘হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট হেদায়াত, তাক্বওয়া, চরিত্রের নির্মলতা ও আত্মনির্ভরশীলতা প্রার্থনা করছি’।[১০]

৭. হেদায়াত লাভের প্রচেষ্টা চালানো : যে কোন বস্তু, পদমর্যাদা, জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে উন্নতি-অগ্রগতি লাভ করতে হ’লে চেষ্টা-সাধনার কোন বিকল্প নেই। কেননা চেষ্টা ব্যতীত কোন কিছু লাভ করা যায় না। আল্লাহ বলেন, وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ‘আর মানুষ কিছুই পায় না তার চেষ্টা ব্যতীত’ *(নাজম ৫৩/৩৯)*। তদ্রূপ হেদায়াত লাভের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (ছাঃ) প্রদর্শিত পথে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। আল্লাহ বলেন, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ‘আর যারা আমাদের পথে প্রচেষ্টা চালায়, তাদেরকে আমরা আমাদের পথ সমূহের দিকে পরিচালিত করি। আর আল্লাহ অবশ্যই সৎকর্মশীলদের সাথে থাকেন’ *(আনকাবূত ২৯/৬৯)*।

৮. আল্লাহকে আঁকড়ে ধরা : আল্লাহকে তথা তাঁর বিধানকে আঁকড়ে ধরার মাধ্যমে হেদায়াতের আলোকোদ্ভাসিত পথে থাকার দৃঢ়তা অর্জন করা যায়। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ‘বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে, সে ব্যক্তি অবশ্যই সরল পথে পরিচালিত হবে’ *(আলে ইমরান ৩/১০১)*। এ আয়াতে আল্লাহকে আঁকড়ে ধরার অর্থ হ’ল আল্লাহর বিধানকে আঁকড়ে ধরা। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে বলেন, يَا غُلَامُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ، احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، ‘হে বৎস! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিচ্ছি- তুমি আল্লাহর বিধানসমূহ যথাযথভাবে মেনে চল আল্লাহ তোমাকে হেফাযতে রাখবেন। আল্লাহর বিধান পালন কর, তবে তুমি আল্লাহকে তোমার সম্মুখে পাবে’।[১১]

৯. আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য করা : আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য ব্যতিরেকে ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ ও সফলতা লাভ করা সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে হেদায়াত লাভের অন্যতম উপায় হ’ল আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ করা। আল্লাহ বলেন, قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ‘বল, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর ও রাসূলের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহ’লে তার দায়িত্বের জন্য তিনি দায়ী এবং তোমাদের দায়িত্বের জন্য তোমরা দায়ী। আর যদি তোমরা তার আনুগত্য কর তাহ’লে তোমরা সুপথ প্রাপ্ত হবে। বস্তুতঃ রাসূলের উপর দায়িত্ব হ’ল কেবল সুস্পষ্টভাবে (আল্লাহর বাণী) পৌঁছে দেওয়া’ *(নূর ২৪/৫৪)*।

মানুষকে মহান আল্লাহ তাঁর ও তদীয় রাসূলের আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। যারা এই আদেশ-উপদেশ মেনে চলবে মূলতঃ তারা হেদায়াত লাভ করবে। আল্লাহ বলেন, وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، ‘তবে তাদেরকে যেসব বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, সেগুলি যদি তারা করত, তাহ’লে সেটাই তাদের জন্য উত্তম ও অধিক দৃঢ়তর বিষয় হ’ত। আর তখন আমরা আমাদের পক্ষ থেকে অবশ্যই তাদেরকে বড় পুরস্কারে ভূষিত করতাম। এবং তাদেরকে আমরা অবশ্যই সরল পথ প্রদর্শন করতাম’ *(নিসা ৪/৬৬-৬৮)*।

১০. নবী-রাসূল ও ছাহাবী-তাবেঈগণের জীবনচরিত অধ্যয়ন করা : নবী-রাসূল, ছাহাবী-তাবেঈ ও অন্যান্য সৎকর্মশীল বান্দাদের জীবনচরিত অধ্যয়ন করলে হেদায়াত লাভ করা সহজ হয়। আল্লাহ বলেন, وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، ‘বিগত রাসূলগণের বৃত্তান্ত সমূহ থেকে আমরা তোমার কাছে বিবৃত করলাম। যার দ্বারা আমরা তোমার চিত্তকে দৃঢ় করতে চাই’ *(হূদ ১১/১২০)*। অন্যত্র তিনি বলেন, لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ‘নিশ্চয়ই নবীদের কাহিনীতে জ্ঞানীদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ রয়েছে’ *(ইউসুফ ১২/১১১)*।

এতদ্ব্যতীত হেদায়াত প্রাপ্তির জন্য কুরআন-হাদীছ ও ইসলামী বই-পুস্তক অধ্যয়ন করা, দ্বীনী ইলমের বৈঠকে অংশগ্রহণ করা, হেদায়াতপ্রাপ্তদের সাহচর্য লাভ করা, অধিক হারে নেক আমল করা, মৃত্যু ও আখেরাত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা এবং জান্নাত লাভের উপায় ও জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণের জন্য চেষ্টা করা আবশ্যক।

পরিশেষে বলব, পার্থিব জীবনে উন্নতি-অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি লাভের জন্য যেমন চেষ্টা করতে হয়, তেমনি পরকালীন জীবনে সফলতা ও হেদায়াত লাভের জন্যও সর্বাত্মক চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। আর এক্ষেত্রে সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা অবশ্যই কুরআন-হাদীছে বর্ণিত নির্দেশনা মোতাবেক হ’তে হবে। অন্যথা সফলতা লাভ করা সম্ভব নয়। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেদায়াত লাভ করার এবং পরকালীন জীবনে জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাতে প্রবেশের তাওফীক দান করুন-আমীন!

৯. *তিরমিযী হা/৪৬৪; আবূ দাঊদ হা/১৪২৫; নাসাঈ হা/১৭৪৫, ইবনু মাজাহ হা/১১৭৮; ইরওয়া হা/৪২৯।*
১০. *মুসলিম হা/২৭২১; তিরমিযী হা/৩৪৮৯; ইবনু মাজাহ হা/৩৮৩২; মিশকাত হা/২৪৮৪।*
১১. *তিরমিযী হা/২৫১৬; মিশকাত হা/৫৩০২; ছহীহাহ হা/২৩৮২।*

মহামনীষীদের পিছনে মায়েদের ভূমিকা

-মূল (আরবী) : ইউসুফ বিন যাবনুল্লাহ আল-'আতীর

-অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

(৪র্থ কিস্তি)

শহীদ জননী খানসা (রাঃ)

শহীদ জননী খানসা (রাঃ)-এর আসল নাম তামাযুর। খানসা ছিল তার উপাধি। তার পিতার নাম আমর বিন শুরাইদ। নজদ বা বর্তমান আরবের মধ্য অঞ্চলে বনু সুলাইম গোত্রে ৫৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ইসলামের ইতিহাসে খানসা সবচেয়ে প্রভাবশালী নারী কবি। শোকগাথা রচনার জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন। কবিতার জগতের লোকেরা এতে ঐক্যমত পোষণ করেন যে, তার থেকে উত্তম কোন মহিলা কবি ইতিপূর্বে কখনো আরবী কবিতার জগতে আবির্ভূত হয়নি।

৬২৯ খৃষ্টাব্দে তার গোত্র বনু সুলাইমের লোকদের সাথে তিনি নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে আসেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। লোকদের আলোচনা হ'তে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে কবিতা শুনাতে বলতেন। তার কবিতা তাঁর খুব পসন্দ ছিল। তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কবিতা শুনাতেন, আর তিনি হাতের ইশারায় বলতেন, খানসা, চালিয়ে যাও।[১] ইসলাম গ্রহণের পর তার কাব্যপ্রতিভা তিনি ইসলামের সেবায় নিয়োজিত করেন। ইসলাম নিয়ে যেসব কবি ব্যঙ্গাত্মক কবিতা রচনা করতেন তিনি কবিতা দিয়েই সেগুলোর জবাব দিতেন।

জাহেলী যুগে তাঁর দুই ভাই ছাখার ও মু'আবিয়া নিহত হ'লে তা তার অন্তরে ভীষণভাবে আঘাত করে। তিনি চরম দুঃখিত হন। বছরের পর বছর তিনি তাদের বিচ্ছেদে কান্নাকাটি করেন। আর সেই বেদনা তার কবিতায় রূপায়িত হয়। এতে তিনি এতটাই বাড়াবাড়ি করেন যে, তার কবিতার পাণ্ডুলিপি শোকগাথায় ভরে ফেলেন। ভাই ছাখারের শোকগাথায় তিনি বলেছেন,

يُذكِّرني طلوعُ الشمس صَخراً + وأندُبُه لكل غُروبِ شمسِ

'ভোরের সূর্যোদয় আমাকে ছাখারের কথা মনে করিয়ে দেয় আর আমি প্রত্যেক সূর্যাস্তের সময় তার কথা স্মরণ করি।

ولولا كثرة الباكين حولي + على إخوانهم لقتلتُ نفسي

'আমার মত ভাই হারাদের আধিক্য যদি আমার পাশে বেশী দেখা না দিত, তাহ'লে আমি আমার ভাইয়ের বিরহে নিজেই নিজেকে হত্যা করতাম'।

তিনি তাকে নিয়ে আরও বলেছেন,

وإنَّ صخراً لمقدامٌ إذَا ركبوا + وإنَّ صخراً إذَا لعقّار.

'ছাখার নিশ্চয়ই আমাদের অভিভাবক, আমাদের নেতা। যখন লোকেরা ক্ষুধার্ত তখন ছাখার উট যবেহ করে দেয়'।

صخراً لتأتمّ الهداة بهِ + كأنَّه علمٌ في رأسهِ نار.

'ছাখার এমন মানুষ যে, পথিকেরা তার সাহায্যে পথ পেয়ে যায়। যেন সে একটা পতাকা, যার মাথায় আগুন জ্বলছে'।

مثلَ الرّدينيِّ لمْ تنفذْ شبيبته + كأنَّه تحتَ طيِّ البردِ أسوار.

'রুদাইনির মতো তার যৌবন ফুরিয়ে যায়নি। যেন সে শিলাবৃষ্টির ভাঁজে চাপা পড়া প্রাচীরের সমষ্টি'।

জাহেলী যুগে তার দুই ভাইয়ের হত্যাকাণ্ডের পর তার অবস্থা এমনই দাঁড়িয়েছিল যে, দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে শুধুই কান্না করা, দুঃখ করা আর মর্ছিয়া গাওয়া। কাঁদতে কাঁদতে তার দু'চোখের পানি শুকিয়ে গিয়েছিল। নির্ঘুম দিবস রজনীতে তার দু'চোখের পাতা এক হ'ত না। কিন্তু ইসলামের আলো অন্তরে প্রবেশ করা মাত্রই তার অবস্থা আমূল বদলে যায়। জাহেলিয়াতের লেশ মাত্রও আর তার মধ্যে থাকেনি।

তিনি পারস্যের জিহাদে অংশ নেন এবং কাদেসিয়ার মতো ভয়াবহ যুদ্ধে তিনি তার চার পুত্রসহ সরাসরি উপস্থিত ছিলেন। ময়দানে নামার আগে তিনি সবাইকে একত্র করে নিম্নের চিরস্মরণীয় কথাগুলো বলেন এবং তাদের অন্তরে ঈমানের স্ফুলিঙ্গ ও ইয়াক্বীনের নূর জ্বালিয়ে দেন।

তিনি বলেন, বাছাধনরা আমার! তোমরা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ ও হিজরত করেছ। যেই আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই তাঁর কসম, তোমরা সবাই একই পুরুষের ঔরসজাত পুত্র, যেমন তোমরা একই মায়ের গর্ভজাত পুত্র। আমি তোমাদের পিতার সাথে কোনরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। তোমাদের মামাদেরও অপমান-অপদস্থ করিনি। আমার বিয়ে শিশুকালে অপরিপক্ক বয়সেও হয়নি এবং আমি তোমাদের বংশেও কালিমা লেপন করিনি। কাফের-মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কি যে ব্যাপক প্রতিদান আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন তা তো তোমরা জান। জেনে রেখ, ক্ষণস্থায়ী আবাস থেকে চিরস্থায়ী আবাস শ্রেয়। মহান আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ধৈর্যধারণ কর ও ধৈর্যের প্রতিযোগিতা কর এবং সদা প্রস্তুত থাক। আর আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পার' *(আলে ইমরান ৩/২০০)*। আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের জন্য যে সফলতা ও নে'মতে ভরা জান্নাতের ব্যবস্থা রেখেছেন তোমরা সে কথাও জান। সুতরাং আগামী ভোরে আল্লাহ চাহেন তো তোমরা ছহীহ সালামতে জেগে উঠে শত্রুর বিরুদ্ধে সচেতন মনে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। আর যখন তোমরা দেখবে যুদ্ধ তুমুল আকার ধারণ করছে এবং আগুন হয়ে উঠছে তখন তোমরা খেয়াল করবে কোন জায়গায় যুদ্ধ প্রচণ্ড রূপ নিচ্ছে। তোমরা সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং শত্রুপক্ষের নেতাদের নিশানা করবে, যখন কিনা শত্রু বাহিনীর পাঁচ ব্যূহ একসঙ্গে জ্বলে উঠবে।

১. *আল-ইছাবাহ ফী তামঈযিছ ছাহাবা ১৩/৩৩৪।*

চতুর্থ দিন ভোরবেলায় যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। এক পর্যায়ে ঘোরতর যুদ্ধ শুরু হ'লে তার চার পুত্র রণাঙ্গন পানে এগিয়ে গেলেন এবং মৃত্যুর ভয় উপেক্ষা করে শত্রু পক্ষের উপর একের পর এক আঘাত হানতে লাগলেন। এক পর্যায়ে তারা সবাই শাহাদাতের পেয়ালা পান করলেন।

তাদের শাহাদাতের খবর যখন মা খানসার কাছে পৌঁছল তিনি কোন অস্থিরতা প্রকাশ করেননি। এর আগে তিনিই তো তাদের যুদ্ধে যেতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। বরং তিনি বলেছিলেন, সকল প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি তাদের নিহত হওয়ার মধ্য দিয়ে আমাকে গৌরবান্বিত করেছেন। আমার রবের নিকট আমি আশা করি, তিনি তাঁর রহমতের আবাসে আমাকে তাদের সাথে মিলিত করবেন।

কাদেসিয়ার ঘটনা ঘটেছিল হিজরী চতুর্দশ বর্ষ মোতাবেক ৬৩৬ খৃষ্টাব্দে। আমীরুল মুমিনীন ওমর বিন খাত্ত্বাব (রাঃ) সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে পারসিকদের হাত থেকে ইরাক মুক্ত করার জন্য সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। আল্লাহ্র নামে আল্লাহ্র পথে এ বাহিনী রওয়ানা দিয়ে ইরাকের কাদেসিয়া প্রান্তরে উপনীত হন। সেখানে উভয় বাহিনী পরস্পরের মুখোমুখি হয়। মুসলিম বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ ছিলেন সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাছ, আর পারসিক বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন রুস্তম। মুসলিমদের সৈন্যসংখ্যা কত ছিল তা নিয়ে ঐতিহাসিকগণ মতানৈক্য করেছেন। প্রসিদ্ধ মতে তাদের সংখ্যা ছিল ত্রিশ হাযার। পারসিক বাহিনীর সংখ্যা নিয়েও একইভাবে কথা রয়েছে। নিম্নে ষাট হাযার থেকে নিয়ে ঊর্ধ্বে এক লাখ বিশ হাযার। অধিকন্তু পারসিক বাহিনীর হাতে এমন সব অস্ত্র-শস্ত্র ছিল, যা ব্যবহার তো দূরে থাক সেগুলোর সাথে ইতিপূর্বে মুসলিমদের পরিচয়ও ঘটেনি। তাদের বাহিনীতে বেশ কিছু হাতি ছিল। কেউ বলেছেন ত্রিশ, কারো মতে সত্তর।

যুদ্ধের প্রথম দিন মুসলমানদের উপর খুব কঠিন হয়ে পড়েছিল। হাতীদের বিকট চীৎকারে মুসলিমদের ঘোড়াগুলো ভয়ে পালিয়ে যেতে থাকে। তাদের অনেক সৈন্য নিহত হয়।

খানসা (রাঃ) কাদেসিয়ার যুদ্ধে নারীদের সাথে অংশ নিয়েছিলেন। নারীদের কাজ ছিল সেনাদলের সেবা-যত্ন করা, খানা পাকানো, পানি পান করানো এবং তাদের নানা প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখা। যুদ্ধক্ষেত্রে আহত ও নিহত সৈনিকদের মুসলিম সেনাদলের ডেরায় বয়ে আনার কাজও তারা করছিলেন। প্রথম দিনে হাতীর কারণে যুদ্ধে যে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল তাতে মুসলিম বাহিনী খুব পেরেশান হয়ে পড়ে। ফলে সেনা প্রধান সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাছ (রাঃ) কিভাবে হাতীকে পরাস্ত করা যায় তাঁর কৌশল নির্ণয় করতে প্রবীণ মুসলিম নেতৃবৃন্দকে এক জায়গায় আহ্বান জানান। তারা দু'টি কৌশলে এগোনোর সিদ্ধান্ত নেন।

এক- কিছু তীরন্দায হাতীর উপর আরোহীদেরকে তাদের বর্শার নিশানা করবে। তখন তারা নিজেদের রক্ষার্থে বর্শা প্রতিহত করতে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। এর ফাঁকে অন্য কিছু মুসলিম সৈনিক হাতীর পিঠে বাঁধা হাওদার রশি কেটে দেবে, যাতে করে হাতীর উপরস্থ আরোহীরা গড়িয়ে নিচে পড়ে যাবে। এ কৌশলে হাতীগুলো উচ্চ রবে চিৎকার করবে এবং ডানে বামে ছুটাছুটি করবে। তারা আর তীর নিক্ষেপে সক্ষম হবে না।

দুই- কিছু উটকে হাতী রূপে সাজান। যা দেখে হাতীর বহর মুসলিম বাহিনীর দিকে অগ্রসর হবে না। তিন দিন কেটে গেল। যুদ্ধে জয়ের পাল্লা একবার মুসলিমদের দিকে হেলে তো আরেকবার পারসিকদের দিকে।

চতুর্থদিন খানসা (রাঃ) তার চার ছেলেকে জমা করেন এবং তাদেরকে পূর্বে উল্লিখিত কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করেন। তুমুল যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী জয় লাভ করে। কিন্তু খানসা (রাঃ)-এর চার ছেলেই শাহাদাত বরণ করেন। যুদ্ধে পারসিক সেনাপতি রুস্তমও নিহত হয়। তার সেনাদলও পালিয়ে যায়। তারা এমনভাবে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় যে, পিছন ফিরে তাকানোর ফুরসৎও তাদের মেলেনি।

একইদিনে চার ছেলের শাহাদত বরণে খানসা (রাঃ)-এর মানসিক অবস্থা এবং ইসলামপূর্বকালে তার দুই ভাইয়ের নিহত হওয়ার পরে তার মানসিক অবস্থা নিয়ে কেউ যদি চিন্তা-ভাবনা করে তাহ'লে তার বিশ্বাসই হবে না যে, ইনিই সেই মহিলা যিনি দীর্ঘকাল ধরে তার দুই ভাইয়ের হত্যার শোকে একসময় মর্ছিয়া গেয়েছেন আর কান্নাকাটি করেছেন।

ঈমান আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্টি এবং তার ফায়ছালার প্রতি সর্বান্তঃকরণে সন্তোষ প্রকাশ তো একেই বলে। তিনি মা, কিন্তু অন্য মায়েদের থেকে ব্যতিক্রম। এমন মা, যিনি বীর বাহাদুর তৈরী করে গেছেন। এমন মা, যিনি ইসলামের গৌরব ও ইয্যতের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

মহান আল্লাহ খানাসার উপর রহমত করুন। রহমত করুন তার চার ছেলের উপর। রহমত করুন আমীরুল মুমিনীন ওমর বিন খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর উপর, যিনি এই মহীয়সী বৃদ্ধার আত্মত্যাগ ও দ্বীন রক্ষায় ঝুঁকিপূর্ণ বীরত্ব প্রকাশের দরুন দ্রুতই তার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এবং রাষ্ট্রীয় ভাতা প্রদানের মাধ্যমে তাকে সরফরায করেছেন। তিনি তার মৃত্যু অবধি চার পুত্রের ভাতা তাঁর নামে জারী করে দেন।

২৪ হিজরী মোতাবেক ৬৪৫ খৃষ্টাব্দে আমীরুল মুমিনীন ওছমান (রাঃ)-এর খিলাফতের শুরুর দিকে বাদিয়া অঞ্চলে এই মহিয়সী নারী কবি ও চার শহীদের গর্বিত জননী ইহজগত ত্যাগ করে তার মালিকের সান্নিধ্যে গমন করেন।

রাবী'আ বিন আবু আব্দুর রহমান ফাররুখ রায় (রহঃ)-এর মা

মদীনা মুনাওয়ারা নগরীর বিখ্যাত আলেম রাবী'আ বিন আবু আবদুর রহমান তায়মী (রহঃ) ছিলেন বিখ্যাত ইমাম ও হাদীছ বিশারদ ইমাম মালিক বিন আনাস (রহঃ)-এর শিক্ষক। 'রাবী'আ রায়' নামে তিনি খ্যাত। আবু ওছমান মাদানী (রহঃ)

ছিলেন ইসলাম গ্রহণ সূত্রে তার ওলী বা অভিভাবক।

এই মনীষীর মা ছিলেন সেই বিখ্যাত মায়েদের অন্যতম, যারা তাদের সন্তানকে শিক্ষিত করতে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিলেন। তার নাম ছিল সুহায়লা, স্বামীর নাম ফাররুখ, যার কুনিয়াত বা উপনাম ছিল আবু আব্দুর রহমান। উমাইয়া শাসনামলে তার স্বামী ফাররুখ সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। তার কর্মস্থল ছিল খোরাসান অঞ্চলে। খোরাসান বর্তমান আফগানিস্তানের অন্তর্গত ছিল। যদিও এ নামে বর্তমান ইরানে একটি প্রদেশ রয়েছে। তিনি যখন মদীনা থেকে খোবাসানের পথে যাত্রা করেন তখন রাবী'আ ছিলেন মাতৃগর্ভে। সন্তান যাতে ভালোভাবে প্রতিপালিত হ'তে পারে এবং তার শিক্ষাদীক্ষা উত্তমভাবে সম্পন্ন হয় সেজন্য তার স্বামী তার হাতে ত্রিশ হাযার দীনার রেখে যান।

২৭ বছর পর তিনি বাড়ী ফিরে আসেন। প্রথমেই তিনি মসজিদে নববীতে যান। সেখানে তখন এক বিরাট জমায়েতে শিক্ষা দানের কাজ চলছিল। সে পাঠে মালিক, হাসান ও মদীনার নামীদামী লোকেরা উপস্থিত ছিলেন। তা দেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ মজলিস কার? লোকেরা বলল, রাবী'আ বিন আবু আব্দুর রহমানের। সেখান থেকে তিনি বাড়ি ফিরে এলেন। বহুদিন পর স্বামী-স্ত্রীর সাক্ষাৎ ঘটল। তিনি স্ত্রীকে বললেন, আমি তোমার ছেলেকে শিক্ষা-দীক্ষার এত উঁচু আসনে দেখে এসেছি যে, অন্য কাউকে আমি এত বড় যোগ্যতার আসনে কখনও দেখিনি।

তার স্ত্রী তাকে বললেন, তোমার কাছে কোনটা ভালো লাগছে ত্রিশ হাযার দীনার, না যে অবস্থানে ছেলে উপনীত হয়েছে সেই অবস্থান? উত্তরে তিনি বললেন, না, আল্লাহ্র কসম, বরং এ অবস্থান। স্ত্রী বললেন, আমি সকল সম্পদ ছেলের পিছনে ব্যয় করেছি। শুনে তার স্বামী বললেন, আল্লাহ্র কসম, তুমি সম্পদ পানিতে ফেলনি।

বিশুদ্ধ মতে ইমাম রাবী'আ (রহঃ) ১৩৬ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

[ক্রমশঃ]

আল-ইহরাম হজ্জ কাফেলা

(বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ পালনের একটি নির্ভরযোগ্য কাফেলা)

পরিচালনায় : মাওলানা মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম, এম.এম. (এম.এ)

মোবাইল : ০১৭১১১৬১২৮৩, ০১৯১৫৭২৩১৮২

ব্যবস্থাপনায়

শুভ এয়ার ট্রাভেলস এ্যান্ড ট্যুরস ও আলী এয়ার ট্রাভেলস এ্যান্ড ট্যুরস

সরকার অনুমোদিত ট্রাভেলস ও হজ্জ-ওমরাহ এজেন্ট। লাইসেন্স নং যথাক্রমে ১৯৫ ও ৬৪৯

হজ্জের নিবন্ধন ও ওমরাহর বুকিং-এর জন্য আজই যোগাযোগ করুন

হেড অফিস : ২৯২ ইনার সার্কুলার রোড, শতাব্দী সেন্টার (লিফটে-৫) রুম নং ৫/জ ফকিরাপুল। ঢাকা-১০০০

খুলনা অফিস : ৩ কে.ডি.এ এভিনিউ (৫ম তলা) খুলনা ৯১০০ (শিববাড়ি মোড়ের নিকটে) মোবা : ০১৭১৬০৭৯৫০৭

তাক্বওয়া হজ্জ কাফেলা

মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করাই আমাদের লক্ষ্য

হজ্জ ও ওমরাহ-এর জন্য বুকিং চলছে

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ :

- ❖ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী হজ্জ ও ওমরাহ সম্পাদন।
- ❖ হজ্জে যাওয়ার আগে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ❖ সার্বক্ষণিক গাইড ও দেশীয় খাবারের ব্যবস্থা এবং কাছাকাছি আবাসন ব্যবস্থার নিশ্চয়তা।
- ❖ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে হজ্জ-ওমরাহ পালনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

- ❖ হজ্জ-এর প্রাক-নিবন্ধন চলমান
- ❖ প্রতি মাসেই ওমরাহ প্যাকেজ

কার্যালয় সমূহ :

প্রধান কার্যালয়	নীলফামারী অফিস	রাজশাহী অফিস	রংপুর যোগাযোগ
মুছত্বফা সরকার ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাক্বওয়া হজ্জ কাফেলা আল-আমীন ফার্মেসী সেন্ট্রাল রোড, রংপুর। ০১৭৮৮-০৫১২০৮ ০১৮৬০-৮৪১৫৯৬।	**মাওলানা আতীকুর রহমান ইছলাহী** ডালপট্টি, নীলফামারী। ০১৭৫০-২৪৫৬৫৬।	**নাদীম বিন সিরাজ** সুলতানাবাদ, নিউ মার্কেট, রাজশাহী, ০১৭৪২-৮৬৯৮৮৮।	**রেযাউল করীম** দারুস সুন্নাহ শপ, হাজী লেন, সেন্ট্রাল রোড, রংপুর, ০১৭৪০-৪৯০১৯৯

আলেমের গুরুত্ব ও মর্যাদা

-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ*

দ্বীন সম্পর্কে বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ হ'লেন আলেম। যারা দ্বীনের সংরক্ষণ, দ্বীনী ইলম বিতরণ ও প্রচার-প্রসারের খেদমত আঞ্জাম দিয়ে থাকেন। ফলে ইহকালে যেমন তারা নন্দিত ও বরিত হন, তেমনি পরকালে জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যমে সম্মানিত ও সফলতা লাভে ধন্য হবেন। কুরআন-হাদীছে তাদের গুরুত্ব ও মর্যাদা সবিস্তার আলোচিত হয়েছে। আলোচ্য নিবন্ধে তা উপস্থাপন করা হ'ল।-

(১) প্রত্যেক মানুষ আলেমের মুখাপেক্ষী : পৃথিবীর সকল মানুষকে কখনও না কখনও আলেমের মুখাপেক্ষী হ'তে হয়। আমল বাস্তবায়নের জন্য আলেমদের থেকে জ্ঞান লাভ করা যরূরী। তাইতো মহান আল্লাহ বলেন, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، 'যদি তোমরা না জানো, তাহ'লে জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস কর' *(নাহল ১৬/৪৩; আম্বিয়া ২১/৭)*।

উপরোক্ত আয়াতে আলেমদেরকে জিজ্ঞেস করার নির্দেশ এসেছে। ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'আহলুয যিকর' হ'ল 'আহলুল কুরআন'। কেউ কেউ বলেন, আহলু যিকর হ'ল জ্ঞানীগণ।[১] আব্দুর রহমান আস-সা'দী (রহঃ) বলেন, 'এই আয়াতে জ্ঞানীদের প্রশংসা করা হয়েছে। কেননা তাদের কাছে জিজ্ঞেস করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।[২] আলেমদেরকে জিজ্ঞেস না করে অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করলে দুনিয়া ও আখেরাতে বিপদ হ'তে পারে। যেমন পূর্বযুগে ৯৯ জনকে হত্যাকারী ব্যক্তির ঘটনা। এজন্য আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন, مثل العلماء فى الناس كمثل النجوم فى السماء يهدى بها، 'মানুষের মধ্যে আলেমদের উদাহরণ আকাশের নক্ষত্রের মত। যার দ্বারা পথের দিশা লাভ করা যায়'।[৩]

(২) আল্লাহ আলেমের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিয়েছেন : আল্লাহ দ্বীনী ইলমের অধিকারীকে দুনিয়া ও আখেরাতে মর্যাদাবান করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দান করবেন' *(মুজাদালা ৫৮/১১)*। প্রকৃত আলেম তারা যারা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের জ্ঞানে বিজ্ঞ। আর এই জ্ঞান তাদেরকে সম্মানিত করে। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ 'আল্লাহ তা'আলা এ কিতাব কুরআনের মাধ্যমে কোন কোন জাতিকে উন্নতি দান করেন। আবার অন্যদেরকে করেন অবনত'।[৪] আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, مَدَحَ اللهُ الْعُلَمَاءَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ، 'আল্লাহ এই আয়াতে আলেমদের প্রশংসা করেছেন'।[৫] ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, إن العلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة ما لا يرفعه الملك ولا المال ولا غيرهما، فالعلم يزيد الشريف شرفاً ويرفع العبد المملوك حتى يجلسه مجالس الملوك، 'নিশ্চয়ই ইলম তার অধিকারীকে দুনিয়া ও আখেরাতে মর্যাদাবান করে, যা রাজত্ব, সম্পদ বা অন্য কিছু করতে পারে না। আর ইলম মর্যাদাবানের মর্যাদা বাড়িয়ে দেয় এবং মালিকানাধীন দাসকে উঁচু করে তোলে যতক্ষণ না সে রাজাদের পরিষদে বসে'।[৬]

দুনিয়া ও আখেরাতে দ্বীনী জ্ঞানে পারদর্শিরাই সম্মানিত হবেন। আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! মানুষের মাঝে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, তাদের মধ্যে যে সর্বাধিক মুত্তাকী। তখন তারা বলল, আমরা তো আপনাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করিনি। তিনি বললেন, তাহ'লে আল্লাহ্‌র নবী ইউসুফ, যিনি আল্লাহ্‌র নবীর পুত্র, আল্লাহ্‌র নবীর পৌত্র এবং আল্লাহ্‌র খলীল-এর প্রপৌত্র। তারা বলল, আমরা আপনাকে এ ব্যাপারেও জিজ্ঞেস করিনি। তিনি বললেন, তাহ'লে কি তোমরা আরবের মূল্যবান গোত্রসমূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছ? خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوْا، 'জাহেলী যুগে তাদের মধ্যে যারা সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিলেন, ইসলামেও তাঁরা সর্বোত্তম ব্যক্তি যদি তাঁরা ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞানার্জন করেন'।[৭]

ইসলামে আবেদ অপেক্ষা আলেমের মর্যাদা অধিক। আবূ উমামাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوْتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِي النَّاسِ الْخَيْرَ، 'আলেমের মর্যাদা আবেদের উপর ঠিক তদ্রূপ, যেরূপ আমার ফযীলত তোমাদের উপর। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন, তাঁর ফেরেশতাকুল, আসমান-যমীনের সকল বাসিন্দা এমনকি গর্তের পিপড়া এবং (পানির মধ্যে) মাছ পর্যন্ত মানবমণ্ডলীর শিক্ষাগুরুদের জন্য

** তুলাগাঁও, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।*

১. কুরতুবী, আল-জামে' লি আহকামিল কুরআন ১০/১১৪, সূরা নাহল ৪৩নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ।

২. তাফসীরে সা'দী, সূরা নাহল ৪৩নং আয়াতের তাফসীর দ্রঃ।

৩. আখলাকুল ওলামা, পৃ. ৪২; নাযরাতুন নাঈম ৭/২৯৭৮।

৪. মুসলিম হা/৮১৭; ইবনু মাজাহ হা/২১৮; ছহীহাহ হা/২২৩৯।

৫. আল-জামে' লিল আহকামিল কুরআন ১৭/২৮৫, সূরা মুজাদালা ১১নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ।

৬. ফাযলুল ইলম ওয়াল ওলামা, পৃ: ৮৬।

৭. বুখারী হা/৩৩৫৩; মুসলিম হা/২৩৭৮।

কল্যাণ কামনা ও নেক দো'আ করে থাকে'।[৮] আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, আবেদ বা ইবাদতকারী ব্যক্তির উপর আলেমের মর্যাদা হ'ল যেমন সমস্ত তারকার উপর পূর্ণিমার চাঁদের মর্যাদা'।[৯]

হাসান বছরী (রহঃ) হ'তে মুরসালরূপে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে বনী ইসরাঈলের দু'জন লোক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'ল। তাদের একজন ছিলেন আলেম, যিনি ওয়াক্তিয়া ফরয ছালাত আদায় করার পর বসে বসে মানুষকে তা'লীম দিতেন। আর দ্বিতীয়জন দিনে ছিয়াম পালন করতেন এবং রাত জেগে ইবাদত করতেন। রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, এ দু'ব্যক্তির মধ্যে মর্যাদার দিক দিয়ে উত্তম কে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ফরয ছালাত আদায় করার পর যে ব্যক্তি মানুষকে তা'লীম দেয়, সে দিনে ছিয়াম পালনকারী ও রাতে ইবাদাতকারী অপেক্ষা অধিক মর্যাদাবান। যেমন তোমাদের একজন সাধারণ মানুষের উপরে আমার মর্যাদা।[১০] আলী (রাঃ) বলেন, العالم أفضل من الصائم القائم المجاهد، 'একজন আলেম ছিয়াম পালনকারী, তাহাজ্জুদ আদায়কারী ও মুজাহিদের চেয়েও উত্তম'।[১১]

(৩) আলেমের জন্য সবার দো'আ রয়েছে : আলেমদের জন্য আসমান ও যমীনের সবাই আল্লাহ্র কাছে দো'আ করেন। আবূদ্দারদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, وَإِنَّ العَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ حَتَّى الحِيتَانُ فِي المَاءِ، 'নিশ্চয়ই আলেম ব্যক্তির জন্য আকাশ-পৃথিবীর সকল বাসিন্দা এমনকি পানির মাছ পর্যন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে'।[১২] আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الخَلْقُ كُلُّهُمْ يُصَلُّونَ على مُعَلِّمِ الخير حتى نينانِ البَحْرِ، 'সৃষ্টির সবকিছুই দ্বীন শিক্ষা দানকারীর জন্য দো'আ করে থাকে, এমনকি সমুদ্রের মাছও তাদের জন্য দো'আ করে'।[১৩]

(৪) আলেমের সাথে ঈর্ষা করা যায় : হিংসা করা মহাপাপ *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৩৭)*[১৪] হ'লেও দু'টি ক্ষেত্রে ঈর্ষা করা জায়েয। ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ : رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً، فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، 'কেবল দু'জন ব্যক্তি ঈর্ষার পাত্র। ১. সেই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং তাকে তা সৎপথে ব্যয় করার সামর্থ্যও দিয়েছেন। ২. সেই লোক, যাকে আল্লাহ জ্ঞান-বুদ্ধি দান করেছেন, যার দ্বারা সে বিচার-ফায়ছালা করে থাকে ও তা অপরকে শিক্ষা দেয়'।[১৫]

(৫) জ্ঞানীরাই আল্লাহ্র একত্বের সাক্ষ্য দান করেন : আল্লাহ সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়ার পূর্বে যরূরী বিষয় হ'ল তাঁর সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৯)*। যারা আল্লাহ সম্পর্কে যতবেশী জ্ঞানী তারা ততবেশী আল্লাহকে ভয় করে।[১৬] আর যারা জ্ঞানী তারাই মহান আল্লাহ্র একত্বের সাক্ষ্য দিয়ে থাকেন। মহান আল্লাহ বলেন, شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، 'আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আর ফেরেশতামণ্ডলী ও ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি মহা পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়' *(আলে ইমরান ৩/১৮)*। ইমাম কুরতবী (রহঃ) বলেন, هَذِهِ الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى فَضْلِ الْعِلْمِ وَشَرَفِ الْعُلَمَاءِ وَفَضْلِهِمْ، 'এই আয়াত ইলম ও আলেমদের সম্মান-মর্যাদার প্রমাণ বহন করে।[১৭] হাফেয ইবনে কাছীর (রহঃ) বলেন, এ আয়াত দ্বারা আলেমদের মর্যাদা সাব্যস্ত হয়েছে'।[১৮] ইবনুল কাইয়িম (রহঃ) বলেন, এই আয়াত দ্বারা ইলম ও আলেমের ফযীলত বিভিন্নভাবে ফুটে উঠে- ১. মানুষের মধ্যে কেবলমাত্র আলেমের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন। ২. আল্লাহ্র সাক্ষ্যের সাথে আলেমের সাক্ষ্যকে যুক্ত করেছেন। ৩. ফেরেশতাদের সাক্ষ্যের সাথে আলেমদের সাক্ষ্যকে যুক্ত করেছেন। ৪. পরস্পর সাক্ষ্য সংযুক্তিই আলেমদের প্রশংসা ও ন্যায়পরায়ণতার প্রমাণ। কেননা আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির মধ্যে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ছাড়া কারো সাক্ষ্য গ্রহণ করেন না।[১৯]

(৬) আলেমগণ নবীদের উত্তরাধিকারী : আবূদ্দারদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, فَضْلُ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ كَفَضْلِ القَمَرِ عَلَى سَائِرِ الكَوَاكِبِ وَإِنَّ العُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَاراً وَلاَ دِرْهَماً وَإِنَّمَا وَرَّثُوا العِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ 'আবেদের উপর আলেমের ফযীলত ঠিক তেমন, যেমন সমস্ত নক্ষত্রপুঞ্জের উপর পূর্ণিমার চাঁদের ফযীলত। আলেমগণ নবীদের উত্তরাধিকারী। আর এ কথা সুনিশ্চিত যে, নবীগণ কোন স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রার কাউকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে যাননি; বরং তাঁরা ইলমের (দ্বীনী জ্ঞানের) উত্তরাধিকারী বানিয়ে গেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তা অর্জন করল, সে

---

৮. তিরমিযী হা/২৬৮৫; ছহীহুত তারগীব হা/৭৭।
৯. আবূদাঊদ হা/৩৬৪১; ছহীহুল জামে' হা/৪২১২।
১০. দারেমী হা/৩৪০, মিশকাত হা/২৫০। আলবানী, সনদ হাসান।
১১. ফাহারিস লিসানুল আরব ১/৩২০; নাজরাতুন নাঈম ৭/২৯৭৬।
১২. আবূদাঊদ হা/৩৬৪৩, তিরমিযী ২৬৮২, ছহীহুত তারগীব হা/৬৭।
১৩. ছহীহুল জামে' হা/৩৩৪৩; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৮৫২।
১৪. বুখারী হা/৪৯১৮।
১৫. বুখারী হা/৭৩, ১৪০৯; মুসলিম হা/১৯৩৩।
১৬. বুখারী হা/৪৬২১।
১৭. কুরতুবী ৪/৪৪; আলে ইমরান ১৮নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ।
১৮. ইবনে কাছীর ১/৪৬২।
১৯. ইবনুল ক্বাইয়িম (৬৯১-৭৫১), ফাযলুল ইলম ওয়াল ওলামা (বৈরূত: আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১ম প্রকাশ ১৪২২/২০০১ খ্রি:), পৃ: ২৩।

পূর্ণাংশই লাভ করল'।[২০] অন্যত্র এসেছে যে, দ্বীনী ইলম হচ্ছে রাসূল (ছাঃ)-এর মীরাছ বা উত্তরাধিকারী সম্পদ।[২১]

(৭) আলেমরাই আল্লাহকে সর্বাধিক ভয় করে : আলেমগণ যেহেতু আল্লাহ্র কর্তৃত্ব, বড়ত্ব ও মহত্ত সম্পর্কে অন্যদের তুলনায় অধিক অবগত সেহেতু আলেমরাই আল্লাহকে অধিক ভয় করে। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ 'আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে কেবল আলেমরাই আল্লাহকে ভয় করে' *(ফাতির ৩৫/২৮)*। আল্লাহ্র ক্ষমতা, আল্লাহ্র কর্তৃত্ব সম্পর্কে জানা থাকলে আল্লাহকে ভয় করা যায়। আল্লাহ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বেশী জ্ঞাত ছিলেন, সেজন্য তিনি আল্লাহকে বেশী ভয় করতেন। তিনি ছিলেন সর্বাধিক মুত্তাকী।[২২] আর উম্মাত সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে তবে তোমরা খুব কম হাসতে এবং বেশী কাঁদতে'।[২৩]

হাফেয ইবনে কাছীর (রহঃ) বলেন, প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি যত বেশী আল্লাহ সম্বন্ধে জানবে সে তত বেশী আল্লাহ্র প্রভাবে প্রভাবিত হবে এবং তার অন্তরে তাঁর ভয় তত বেশী জাগ্রত হবে। যে জানবে যে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান সে পদে পদে তাঁকে ভয় করতে থাকবে। আল্লাহ সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান তার অন্তরে স্থান পাবে। সে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। তাঁর কৃত হালালকে হালাল ও হারামকে হারাম জানবে। তাঁর বাণীর প্রতি বিশ্বাস রাখবে এবং তাঁর বাণী রক্ষা করতে চেষ্টা করবে। তাঁর সাথে সাক্ষাৎকে সে সত্য বলে মেনে নিবে। আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে ভীতি পর্দা স্বরূপ দাঁড়িয়ে থাকে। আল্লাহ্র নাফরমানীর মাখখানে এটা বাধা হয়ে যায়।[২৪]

(৮) আলেম ব্যক্তিই ছালাতের ইমাম হবে : ছালাতে ইমাম হওয়া একটি সম্মানের বিষয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সহ ছাহাবীগণের যোগ্য ব্যক্তিবর্গ ইমামতি করেছেন। আর ইমাম হওয়ার জন্য দ্বীনী জ্ঞানে পারদর্শিরাই বেশী হক্বদার। আবু মাসঊদ আনছারী (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، 'যে ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াতে বেশী পারদর্শী সে লোকদের ইমামতি করবে। যদি কুরআন পাঠে সবাই সমান হয়, তাহ'লে যে ব্যক্তি বেশী হাদীছ জানে'।[২৫]

(৯) প্রকৃত আলেমরাই কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা বুঝতে সক্ষম : মহান আল্লাহ মানবতার হেদায়াতের জন্য কুরআন নাযিল করেছেন। কিন্তু এ কুরআন সবাই অনুধাবন করতে পারে না। কেবল আলেমগণই সঠিকভাবে কুরআন অনুধাবন করতে সক্ষম। মহান আল্লাহ বলেন,

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ،

'তিনিই তোমার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছেন। যার মধ্যে কিছু আয়াত রয়েছে 'মুহকাম' বা সুস্পষ্ট অর্থবোধক। আর এগুলিই হ'ল কিতাবের মূল। আর কিছু আয়াত রয়েছে 'মুতাশাবিহ' বা অস্পষ্ট অর্থবোধক। অতঃপর যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে, তারা অস্পষ্ট আয়াতগুলির পিছে পড়ে ফিৎনা সৃষ্টির জন্য এবং তাদের মনমত ব্যাখ্যা দেবার জন্য। অথচ এগুলির সঠিক ব্যাখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। আর গভীর জ্ঞানীরা বলে, আমরা এগুলিতে বিশ্বাস স্থাপন করলাম। সবকিছুই আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে এসেছে। বস্তুত জ্ঞানীরা ব্যতীত কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না' *(আলে ইমরান ৩/৭)*।

(১০) জ্ঞানীদের জন্য কুরআন নিদর্শন : মহান আল্লাহ বলেন, بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ، 'বরং যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তাদের অন্তরে এটি (কুরআন) স্পষ্ট নিদর্শন। বস্তুত যালেমরা ব্যতীত কেউ আমাদের আয়াত সমূহকে অস্বীকার করে না' *(আনকাবূত ২৯/৪৯)*। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, مدح سبحانه أهل العلم، وأثنى عليهم، وشرّفهم بأن جعل كتابه آيات بينات في صدورهم، وهذه خاصية ومنقبه لهم دون غيرهم، 'আল্লাহ তা'আলা জ্ঞানীদের প্রশংসা করেছেন, তাদের প্রশংসা করেছেন এবং তাঁর কিতাবকে তাদের বুকের মধ্যে স্পষ্ট আয়াত হিসাবে স্থাপন করে তাদের সম্মান করেছেন। এটি তাদের জন্য একটি বৈশিষ্ট্য এবং একটি গুণ, অন্যদের নয়'।[২৬]

(১১) আলেম ও জাহেল সমান নয় : আলেম ও জাহেলের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ، 'তুমি বল, যারা বিজ্ঞ এবং যারা অজ্ঞ, তারা কি সমান? বস্তুত জ্ঞানীরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে থাকে' *(যুমার ৩৯/৯)*। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ 'বস্তুত অন্ধ ও চক্ষুস্মান কখনো সমান নয়। আর সমান নয় অন্ধকার ও আলো। আর সমান নয় ছায়া ও রৌদ্র। আর সমান নয় জীবিত ও মৃতগণ' *(ফাতির ৩৫/১৯-২২)*। ইমাম কুরতুবী (রহ.) বলেন, অন্ধ ও দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি বলতে আলেম

---

২০. আবু দাঊদ হা/৩৬৪৩; তিরমিযী হা/২৬৮২; ছহীহুত তারগীব ৬৭।
২১. ছহীহুত তারগীব হা/৮২; তাবারানী, মু'জামুল আওসাত ২/১১৪।
২২. বুখারী হা/৫০৬৩।
২৩. বুখারী হা/৪৬২১।
২৪. তাফসীর ইবনু কাছীর, সূরা ফাতির ২৮নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ।
২৫. মুসলিম হা/৬৭৩; আবু দাঊদ হা/৫৮২; তিরমিযী হা/২৩৫।
২৬. মিফতাহু দারিস সা'আদাহ ১/২২৩।

www.at-tahreek.com

এবং জাহেলকে বুঝানো হয়েছে।[২৭]

(১২) আলেমদের অধিকার রক্ষা করার নির্দেশ : উবাদাহ বিন ছামেত (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَيْسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيرَنَا وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ، 'সে ব্যক্তি আমার উম্মতের দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি আমাদের বড়দেরকে সম্মান করে না, ছোটদেরকে স্নেহ করে না এবং আলেমের অধিকার সম্পর্কে জ্ঞান রাখে না'।[২৮]

(১৩) আলেমরাই বিবেকসম্পন্ন হয়ে থাকেন : আল্লাহ বলেন, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، 'এসব দৃষ্টান্ত আমরা বর্ণনা করি মানুষের জন্য। অথচ তা কেউ অনুধাবন করে না, জ্ঞানীরা ব্যতীত' *(আনকাবূত ২৯/৪৩)*। আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে তাদেরকেই আলেম বলেছেন, যারা আল্লাহ ও রাসূল বর্ণিত দৃষ্টান্তসমূহ বুঝে। আমর ইবনে মুররা বলেন, আমি যখন এমন কোন আয়াতে পৌঁছি, যা আমার বোধগম্য নয়, তখন মনে খুব দুঃখ পাই। কেননা আল্লাহ বলেন, 'এ সকল উদাহরণ আমি মানুষের জন্য দেই, কেবলমাত্র জ্ঞানীরাই তা বুঝে'।[২৯]

(১৪) আলেম না থাকা ফিৎনার কারণ : আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, 'তোমাদের তখন কি অবস্থা হবে, যখন তোমাদেরকে ফিৎনা-ফাসাদ গ্রাস করে ফেলবে? প্রশ্ন করা হ'ল, এমনটি কখন ঘটবে? তিনি বললেন, إِذَا قَلَّتْ أُمَنَاؤُكُمْ وَكَثُرَتْ أُمَرَاؤُكُمْ وَقَلَّتْ فُقَهَاؤُكُمْ وَكَثُرَتْ قُرَّاؤُكُمْ وَتُفِقِّهَ لِغَيْرِ الدِّينِ وَالْتُمِسَتِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ، 'যখন তোমাদের মধ্যে আমানতদার কমে যাবে ও নেতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। বিজ্ঞ আলেমের সংখ্যা কম হবে ও ক্বারী (কুরআন পাঠকারীর) সংখ্যা বেশী হবে। দ্বীন ছাড়া ভিন্ন উদ্দেশ্যে জ্ঞান অন্বেষণ করা হবে এবং আখেরাতের আমল দ্বারা পার্থিব কল্যাণ অনুসন্ধান করা হবে'।[৩০]

(১৫) আলেম চলে যাওয়ার মাধ্যমে ইলম চলে যাবে : আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعاً يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِماً اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوساً جُهَّالاً فَسُئِلُوا فَأَفْتَوا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، 'নিঃসন্দেহে আল্লাহ মানুষের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ইলম তুলে নিবেন না; বরং আলেমগণকে উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে ইলম তুলে নিবেন (অর্থাৎ আলেম দুনিয়া থেকে শেষ হয়ে যাবে)। অবশেষে যখন কোন আলেম অবশিষ্ট থাকবে না, তখন জনগণ মূর্খ ব্যক্তিদেরকে নেতা বানিয়ে নিবে এবং তাদেরকে ফৎওয়া জিজ্ঞেস করা হবে। আর তারা না জেনে ফৎওয়া দিবে। ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট করবে'।[৩১]

উমাইয়া খলীফা ওমর বিন আব্দুল আযীয (মৃত ১০১ হিঃ) শাসকদেরকে লক্ষ্য করে চিঠি লিখলেন, انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. 'রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ যেখানে যা পাওয়া যায় তা লিখে ফেল। কেননা আমি ইলমের বিলুপ্তি ও আলেমের গত হয়ে যাওয়ার আশংকা করছি'।[৩২]

অতএব আসুন! আমরা দ্বীনী ইলম শিক্ষা লাভ করি। সে অনুযায়ী আমল করি। নিজেদের সার্বিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী ঢেলে সাজাই। আল্লাহকৃত হালালকে হালাল ও হারামকে হারাম জেনে সে অনুযায়ী জীবন যাপন করে আখেরাতে সম্মানিত হওয়ার কোশেশ করি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন-আমীন!

---

২৭. *তাফসীরে কুরতুবী ফাতির ১৯নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্র.।*
২৮. *আহমাদ হা/২২৭৫৫; ছহীহুত তারগীব হা/৯৫।*
২৯. *ইবনে কাছীর, কুরআনুল কারীম (বঙ্গানুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর) (মদীনা: বাদশাহ্ ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ কমপ্লেক্স), ২/২০৬৮।*
৩০. *ইবনে আবী শায়বাহ হা/৩৭১৫৬; ছহীহুত তারগীব হা/১১১।*
৩১. *বুখারী হা/৭৩০৭; মুসলিম হা/৬৯৭১।*
৩২. *ফাতহুল বারী ১/১৪০; আহলেহাদীছ আন্দোলন উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ পৃ: ৪৯।*

ডিলারশীপ ও পাইকারী ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

খুচরা মূল্য :

- কালোজিরা ফুলের মৌসুমের মধু-৫০০ গ্রাম ৫৯০/-
- বরই ফুলের প্রাকৃতিক মধু-৫০০ গ্রাম ৫৯০/-
- প্রাকৃতিক বিভিন্ন ফুলের মিক্স মধু-৫০০ গ্রাম ৫৫০/-
- বিভিন্ন ফুলের মিক্স মধু-৫০০ গ্রাম ৩৪০/-
- সরিষা ও লিচু ফুলের মিক্স মধু-৫০০ গ্রাম ২৯৫/-
- শক্তি প্লাস আরোগ্য কালোজিরা তেল ৭৫ মিলি. ১৭০/-
- শক্তি প্লাস শান্তির দূত জয়তুন তেল ৭৫ মিলি. ১৭০/-

যোগাযোগ : প্রত্যাশা এন্টারপ্রাইজ, প্রসাদপুর বাজার, মান্দা, নওগাঁ। মোবাইল : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত বই সমূহ ও মাসিক আত-তাহরীক-এর প্রাপ্তিস্থান

রাজশাহী	: **হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় কেন্দ্র**, নওদাপাড়া, ০১৭৭০-৮০০৯০০; ওয়াহীদিয়া লাইব্রেরী, রাণীবাজার ০১৭৩৭-১৫২০৩৬; হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, হেতেম খাঁ ছোট মসজিদ ০১৭৫১-৪৫৪৫৭৯ হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, তাহেরপুর ০১৭৩৮-৬৭৩৮৭০।
ঢাকা	: **প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স**, বাংলা বাজার ০১৭৮৪-০১২৯৬৪; আনোয়ার হোসেন, আনোয়ার বুক ডিপো, ৫০, বাংলাবাজার ০১৯২৪-৭৩৩৮১৫; মীযানুর রহমান, মুহাম্মাদপুর ০১৭৩৬-৭০০২০২; আনীসুর রহমান, মাদারটেক ০১৭১৮-৭৫৫৩৫৫; বাবু টেলিকম, মিরপুর ০১৭১৩-২০৩৩৯৬; মাহমূদুল হাসান, সততা লাইব্রেরী, ধামরাই ০১৭২৪৪৮৪২৩৪; তাসলীম পাবলিকেশন্স, কাঁটাবন ০১৯১৯-৯৬২৯১৯; হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, জিরানী, সাভার ০১৬০৮-০৮৮১২৮।
ময়মনসিংহ	: আবুল কালাম ০১৭৬৭-৪৬৮৮০৫। **মুন্সিগঞ্জ :** সুজন মাহমুদ, মাওয়া ০১৯২৬-১৬২৩০১। **মানিকগঞ্জ :** ইঞ্জিনিয়ার মনিরুল ইসলাম ০১৭৭২-৮৬৭৮৯৮। **নরসিংদী :** আব্দুল্লাহ ইসহাক, মাধবদী, ০১৯৩২০৭২৪৯২।
কুমিল্লা	: মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ, ইকরা লাইব্রেরী, বুড়িচং ০১৫৫৭-০০০৩৭৭; কামাল আহমাদ, লাকসাম ০১৮১২০৪৩৬৭১; ইসলামী জ্ঞানের আলো লাইব্রেরী ০১৬৭৬-৭৪৭৫৩২; বিসমিল্লাহ লাইব্রেরী ০১৬৮০-৩৫৫১৯০।
কুষ্টিয়া	: শহিদুল ইসলাম, আব্দুল্লাহ হার্ডওয়ার, কন্দর পদিয়া, ই.বি. কুষ্টিয়া ০১৭৪৫-০৩২৪০৭।
খুলনা	: আব্দুল মুকীত, খুলনা, ০১৯২০-৪৬০১৩১; মাসউদুর রহমান ০১৯১৮-৯১৬৮৮১; সালেহা লাইব্রেরী ০১৭১১-২১৭২৮৮।
গাযীপুর	: বেলাল হোসাইন, তাওহীদ লাইব্রেরী, গাযীপুর, ০১৯১৩-০৭০৩৮৪; আব্দুছ ছামাদ শিকদার, ইসলামিয়া লাইব্রেরী, আনসার একাডেমী, গাযীপুর ০১৮২৫-৭৯১৮৭১; বাদশা মিয়া, ০১৭১৩-২৬৯৮৬০; মুহাম্মাদ এনামুল হক, সুমাইয়া লাইব্রেরী, মাওনা চৌরাস্তা ০১৯২২-১৫৭৫৭৩; ছাব্বির বই বিতান, টঙ্গী ০১৮৬৪৭৮১১১৭; ছিদ্দীক বই বিতান, আমান টেক্স সংলগ্ন ০১৯২৫-৪১৮২২০; খাইরুল ইসলাম, আমান টেক্স, বৈরাগীর চালা, গাযীপুর ০১৭২৯-৫৯৫১৬৬; হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, বোর্ড বাজার ০১৭৫৪-৩৯৪১৯১। **গোপালগঞ্জ :** খন্দকার অহীদুল ইসলাম, ব্যাংকপাড়া ০১৭২৫-৩৮৪১৭৫।
গাইবান্ধা	: হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার, গোলাপবাগ টিএণ্ডটি সংলগ্ন, গোবিন্দগঞ্জ ০১৭৩৭-৮৯৭০১১; ০১৭৩১-৪৮৫৭১৯; ডাঃ মোঃ হারূণুর রশীদ, আত-ত্বাকওয়া লাইব্রেরী, ০১৭২০-৫১১১৬৫; মোঃ আব্দুল আউয়াল, ইসলামিয়া লাইব্রেরী, সাঘাটা ০১৭২৫-৬৩৮৬০৮।
চট্টগ্রাম	: হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম শাখা ০১৭১৫-৮৮০৮৬৬।
চাঁপাই নবাবগঞ্জ	: হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার, শিবতলা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ০১৭৩০-৯২৫৭৬৬; হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, কানসাট ০১৭৪০-৮৫৬৬০৯; ডাক-বাংলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, রহনপুর ০১৭৩৮-৫৪৬৫১৭। রূহুল আমীন, আল-ইখলাছ স্টোর, বিশ্বরোড মোড়, হোসেন পাম্পের পাশে ০১৭৮৭-০৯০৭৪৭।
চুয়াডাঙ্গা	: সাঈদুর রহমান, জয়রামপুর, দামুড়হুদা ০১৯১৮-২১৬৫৮৫।
জামালপুর	: আনীসুর রহমান, আরিফ ফার্মেসী এণ্ড ইসলামিয়া লাইব্রেরী, সরিষাবাড়ী, জামালপুর ০১৯১৬-৭৬৯৭৩৪।
জয়পুরহাট	: হালাল সলিউশন, জয়পুরহাট সদর ০১৯৮০-৬৪৬০৬০; আল-আমীন, বটতলী বাজার, ক্ষেতলাল ০১৭৫৮-০৯৮৫৮০।
ঝিনাইদহ	: আসাদুল্লাহ, কিতাব ঘর ০১৭৫৩-৬৫২৮৬১; আল-আমীন টুপি ঘর, অগ্রণী ব্যাংকের নীচে, আহলেহাদীছ মসজিদের উত্তর পাশে, ডাকবাংলা বাজার ০১৯৩৯-৭৩৫৫১৮।
ঠাকুরগাঁও	: আব্দুল বারী, মীম লাইব্রেরী ০১৭১৭-০০৪১১৬; মুহাম্মাদ আবুবকর, মাকতাবাতুল হুদা ০১৭৬০-৫৮৮১০৯; যিয়াউর রহমান, আল-ফুরকান লাইব্রেরী, হরিপুর ০১৭৩৩-৬৬৬৯৩৪।
দিনাজপুর	: হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, বিরামপুর শাখা, দিনাজপুর ০১৭৮০-৬৫০১১১; ছাদিক হোসেন, মদীনা লাইব্রেরী, রাণীর বন্দর, ০১৭২৩-৮৯০৯১২; মুছাদ্দিক বিল্লাহ, যুবসংঘ লাইব্রেরী, পার্বতীপুর ০১৭২৩-৮৮৯৯১১; সাজ্জাদ হোসেন তুহিন ০১৭৪০-৫৬২৭২১; মীযানুর রহমান, তামীম বই ঘর, রাণীগঞ্জ, ঘোড়াঘাট ০১৭৩৭-৬০৭৪৮৮; আরাফাত ইসলাম ০১৭৫০-২৯০০৫৯; আল-আমীন লাইব্রেরী, খোলাহাটী ক্যান্টনমেন্ট সংলগ্ন, পার্বতীপুর, দিনাজপুর ০১৭৩৫-৪৭৪০৭২; হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার ও বই বিক্রয় কেন্দ্র, লালবাগ, সদর দিনাজপুর ০১৭৭৪-০২৪৯২৬; বাংলাহিলি হিলফুল ফুযুল মাদ্রাসা, হাকিমপুর ০১৯৮১-১২৮১২৪।
নওগাঁ	: আফযাল হোসাইন ০১৭১০-০৬০৪৭১; আতাউর রহমান, হামিদিয়া লাইব্রেরী ০১৭৬৫-৬৪৮১২৩; শাহজালাল লাইব্রেরী, ০১৭৪১-৩৮৮৮৯৪; মাদরাসা লাইব্রেরী ০১৭৭০-৬৩২৮৩২। আব্দুল আযীয, রহমানিয়া লাইব্রেরী, আনন্দনগর আহলেহাদীছ মসজিদ সংলগ্ন ০১৭৭২-৮৫৫৭৮৬।
নীলফামারী	: আব্দুস সালাম, বিদ্যা বুক হাউস ০১৭২৮৩৪৬৩১৩; এডুকেশন সেন্টার অব ইসলাম, ডিমলা ০১৭৮৩-৮৫৫৭৩২।
পাবনা	: রেযাউল করীম খোকন, রূপালী কনফেকশনারী ০১৭১৪-২৩১৩৬২; শীরীন বিশ্বাস ০১৯১৫-৭৫২৭১১; আব্দুল লতীফ, ০১৭৬১৭০৬৯৪১; হাসান আলী, আত-তাক্বওয়া জামে মসজিদ, চরমিরকামারী, ঈশ্বরদী, পাবনা ০১৭১৮-১২০৩১৫।
পটুয়াখালী	: ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলাম, নতুন বাসষ্ট্যাণ্ডের দক্ষিণে ০১৭৫৮-৯৩৯৪৩৭।
পঞ্চগড়	: আব্দুল ওয়াজেদ, ঝিলিমিলি কসমেটিক্স, ফুলতলা বাজার ০১৭১৩-৬৮৭৫৮০।
ফরিদপুর	: দেলোয়ার হোসাইন কোর্ট কম্পাউন্ড ০১৭১৩-৫৯৮৪৭৬। **মাগুরা :** ইলিয়াস, ০১৯২৮-৭০৭৬৪৩।
বগুড়া	: শাহীন লাইব্রেরী ০১৭৪১-৩৪৫৫৯৮; মামূন, আদর্শ লাইব্রেরী ০১৭১৮-৪০৮২৬৯; শরীফুল ইসলাম, সেনানিবাস ০১৪০৪-৫৩৫৫৯১; মদীনা অক্সফোর্ড লাইব্রেরী ০১৭১৬-৫৩৬৫৪৯।
মেহেরপুর	: জোনাকী লাইব্রেরী ০১৭১০১১৮৫১৪; রবীউল ইসলাম, মুজীব নগর বুকস্টল, বড় বাজার ০১৭৫৬-৬২৭০৩১।
যশোর	: মুহসিন, হেলাল বুক ডিপো, দড়াটানা ০১৯৭২-৩২৪৭৮২।
রংপুর	: রেযাউল করীম, **দারুসসুন্নাহ লাইব্রেরী**, সেন্ট্রাল রোড, ০১৭৪০-৪৯০১৯৯; হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, মুসলিমপাড়া শাখা ০১৭৩৭-৫৩১৯৮২, মতিউর রহমান, পীরগঞ্জ, ০১৭২৩-৩১৩৭৫৮; আর রহমান লাইব্রেরী শঠিবাড়ী ০১৮১০-০১০৮৭৮।
লালমণিরহাট	: শাহ আলম, ফাহমিদা লাইব্রেরী, মহিষখোচা ০১৯১৬-৪৯১৭৯৮; ছালেহা লাইব্রেরী ০১৭১১-২১৭২৮৮; তাজ লাইব্রেরী ০১৭২৪-৮৪৩২৮৩।
সিরাজগঞ্জ	: সত্যের আলো লাইব্রেরী, জামতৈল পূর্ব বাজার, কামারখন্দ ০১৭১৬-৯৬৯৭৯৬।
সিলেট	: ই,সি,এস, লাইব্রেরী, সিলেট ০১৭১২-৬৬৮৩৪৫; শহীদুল ইসলাম, আত-তাকওয়া মসজিদ ০১৭৬১-৯৮২৫৯৭।
সাতক্ষীরা	: হাবীবুর রহমান ০১৭৪০-৬২৬০৫৭; মাগফূর রহমান বাবলু, বাঁকাল ০১৭১৬-১৫০৯৫৩; আব্দুস সালাম, মল্লিক লাইব্রেরী, কলারোয়া ০১৭৪৮-৯১০৮২৫। **বাগেরহাট :** শেখ জার্জিস আহমাদ ০১৭১৩-৯০৫৩১৬।

গোপন ইবাদত : গুরুত্ব ও তাৎপর্য

-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ

ভূমিকা :

মহান আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদত করার জন্য। পার্থিব জীবনে আল্লাহ্র দাসত্ব করাই মানবজীবনের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। এটাই দুনিয়া-আখেরাতে মুক্তি ও শান্তি লাভের অনন্য উপায়। বান্দা যখন আল্লাহ্র নৈকট্য লাভে সমর্থ হয়, তখন তার নাজাতের পথ সুগম হয়। আর আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলের বড় মাধ্যম হ'ল- গোপন ইবাদত। যার আমলনামায় গোপন ইবাদতের পরিমাণ বেশী থাকে, আল্লাহ্র রেযামন্দি ও জান্নাত লাভে সে তত বেশী অগ্রগামী হয়। সেজন্য আমাদের প্রত্যেকের জীবনে এমন কিছু গোপন আমল থাকা উচিত, যে আমলের ব্যাপারে পৃথিবীর কোন মানুষ জানতে পারবে না; জানবেন কেবল আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

গোপন ইবাদতের পরিচয় :

ইবাদত (العبادة) শব্দের অর্থ হ'ল- দাসত্ব, উপাসনা, বন্দেগী, গোলামী। আল্লাহ্র ইবাদত করার অর্থ হ'ল- আল্লাহ্র দাসত্ব করা, তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা, চূড়ান্ত বিনয়ের সাথে তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা, সর্বোচ্চ পর্যায়ের বিনম্র হয়ে তাঁর সামনে নিজেকে তুচ্ছ করে উপস্থাপন করা, আল্লাহ্র নির্দেশিত ও রাসূল (ছাঃ) প্রদর্শিত পদ্ধতি অনুযায়ী তাঁর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য তালাশ করা ইত্যাদি। ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) বলেন, العبادة هي اسم جامع لكلّ ما يحبّه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، 'ইবাদত একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। আল্লাহ পসন্দ করেন ও সন্তুষ্ট হন- এমন সব প্রকাশ্য ও গোপনীয় কথা ও কাজ ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত'।[১] এই সংজ্ঞার মাধ্যমে বোঝা যায় যে, ইবাদত দুই রকম হ'তে পারে: প্রকাশ্য ও গোপনীয়।

যে ইবাদত সম্পাদনকালে মানুষের দৃষ্টিগোচর হয়, সেটা প্রকাশ্য ইবাদত। আর যেটা নির্জনে সবার অগোচরে আদায় করা হয়, সেটা গোপন ইবাদত। গোপন ইবাদতের সংজ্ঞা দিয়ে ড. বদর আব্দুল হামীদ হামীসাহ বলেন, عبادة السر هي العبادة التي تكون خالصة لله تعالى وحده، بعيدة كل البعد عن الرياء والسمعة، 'গোপন ইবাদত হচ্ছে সেই ইবাদত, যা একনিষ্ঠভাবে একমাত্র আল্লাহ্র জন্য সম্পাদন করা হয় এবং শ্রুতি ও লৌকিকতা থেকে দূরে থেকে অন্যসব বান্দার অন্তরালে গিয়ে আদায় করা হয়'।[২]

ড. আব্দুর রহমান আল-'আক্বল বলেন, 'নেক আমল সমূহের মাঝে গোপন ইবাদত কেবল বান্দা ও তাঁর রবের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে। আর এধরনের ইবাদতের মর্যাদা সুমহান। কারণ এতে আল্লাহ্র প্রতি বান্দার একনিষ্ঠতা ও সততা ফুটে উঠে। বান্দা রিয়া, শ্রুতি ও খ্যাতি লাভের উচ্চাকাঙ্ক্ষা থেকে দূরে থাকতে পারে'।[৩]

জুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাঃ) বলেন, مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَبِيئَةٌ مِنْ عَمَلٍ صَالِحٍ، فَلْيَفْعَلْ، 'কেউ যদি কোন গোপন নেক আমল করতে সক্ষম হয়, তবে সে যেন তা করে'।[৪] ইবনে দাঊদ আল-খুরাইবী (রহঃ) বলেন, كَانُوا يستحبون أَن يَكُون للرجل خبيئة من عمل صَالِح لا تعلم بِهِ زوجته، ولا غيرها، 'সালাফগণ প্রত্যেকে চাইতেন যে, তার যেন এমন কোন গোপন নেক আমল থাকে, যে সম্পর্কে না জানবে তার স্ত্রী, না অন্য কেউ'।[৫]

আক্বীল ইবনে মা'ক্বিল বলেন, আমি আমার চাচা ওয়াহ্হাব ইবনে মুনাব্বিহ (রহঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'হে বৎস! গোপনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র ইবাদত কর। তাহ'লে আল্লাহ প্রকাশ্যে তোমার কর্মকে সত্যে পরিণত করবেন। কারণ যে গোপনে নেক আমল করে এবং সেই নেক আমল তার এবং আল্লাহ্র মাঝে থাকে, তাহ'লে সে পন্থা গ্রহণ করতে পেরেছে এবং গন্তব্যে পৌঁছতে পেরেছে। আর যে ব্যক্তি তার নেক আমল গোপন করে, যে আমলের ব্যাপারে আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না, তবে তার আমল সম্পর্কে তিনিই জেনেছেন- যিনি জানলে যথেষ্ট, যাঁর কাছে তার আমল সংরক্ষিত থাকবে এবং যিনি তার প্রতিদান বিনষ্ট করবেন না। আল্লাহ্র জন্য কৃত গোপন নেক আমল নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে না'।[৬] শুমাইত্ব ইবনে আজলান (রহঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ تَعَالَى وَسَمَ الدُّنْيَا بِالْوَحْشَةِ، لِيَكُونَ أُنْسَ الْمُطِيعِينَ بِهِ، 'মহান আল্লাহ দুনিয়ার সাথে নির্জনতাকে যুক্ত করে দিয়েছেন, যাতে অনুগত বান্দারা নির্জনতায় তাঁর সান্নিধ্য গ্রহণ করতে পারে'।[৭]

আমরা কোন ইবাদত গোপনে করব?

গোপন ইবাদতে আত্মনিয়োগ করার আগে এটা জানা যরূরী যে, কোন ইবাদত গোপনে করা শরী'আত সম্মত এবং কোন ইবাদত প্রকাশ্যে করাই শরী'আতের বিধান। এ ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে যে কেউ গোপন ইবাদতের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করতে পারে। গোপন ইবাদতের মূলনীতি হ'ল- ঐচ্ছিক, নফল, সুন্নাত, মুস্তাহাব প্রভৃতি আমলগুলো গোপনে করা। তবে ফরয ও ওয়াজিব আমল প্রকাশ্যে করতে হবে। অনুরূপভাবে যে ইবাদতগুলো ইসলামের শি'আর বা নিদর্শন হিসাবে চিহ্নিত সেগুলো প্রকাশ্যে আদায় করাই শরী'আতের নির্দেশ।

---

১. *ইবনু তায়মিয়াহ, আল-'উবূদিইয়াহ, পৃঃ ০৮।*
২. *ড. বদর আব্দুল হামীদ হামীসাহ, আছ-ছাওম ও ইবাদাতুস সির্র, পৃঃ ১।*
৩. *ড. আব্দুর রহমান আল-'আক্বল, আত-তাবারীহ, পৃঃ ৯৩।*
৪. *মুসনাদে ইবনিল জা'দ, পৃ. ১১৩; আবূদাঊদ, আয-যুহদ, পৃঃ ১১৯।*
৫. *হাফেয জামালুদ্দীন মিয্যী, তাহযীবুল কামাল, ১৪/৪৬৪; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৯/৩৪৯।*
৬. *আবূ নু'আইম আস্ফাহানী, হিলয়াতুল আওলিয়া ৪/৬৯।*
৭. *ইবনু আবীদ্দুনইয়া, আল-'উযলাতু ওয়াল ইনফিরাদ, পৃঃ ৪৫।*

الْأَصْلُ فِي الْأَعْمَالِ الْفَرْضِيَّةِ الْجَهْرُ، وَالْأَصْلُ فِي الْأَعْمَالِ النَّفْلِيَّةِ السِّرُّ، ইবনুল আরাবী (রহঃ) বলেন, 'আমল সম্পাদনের মূলনীতি হ'ল ফরয আমল সমূহ প্রকাশ্যে সম্পাদিত হবে। আর নফল আমল গোপনীয় হবে'।[৮] যেমন- পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছালাত জামা'আতে প্রকাশ্যে আদায় করতে হবে এবং নফল ছালাতসমূহ গোপনে আদায় করা উত্তম হবে। অনুরূপভাবে যাকাত প্রকাশ্যে আদায় করা হবে এবং নফল দান-ছাদাক্বাহ গোপনে আদায় করা উত্তম হবে। কারণ কেউ যদি মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় না করে এবং বায়তুল মালে যাকাত প্রদান না করে; তবে তাকে ছালাত পরিত্যাগকারী ও যাকাত অনাদায়কারী মনে করা হ'তে পারে এবং তাকে ফাসেক বা পাপিষ্ঠ ভাবার সম্ভাবনা থাকবে। তবে নফল ইবাদতের ক্ষেত্রে আমল গোপন করাই উত্তম এবং এর ফযীলতও অনেক বেশী। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, صَلَاةُ الرَّجُلِ تَطَوُّعًا حَيْثُ لَا يَرَاهُ النَّاسُ تَعْدِلُ صَلَاتَهُ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ، 'কোন ব্যক্তি যদি এমনভাবে নফল ছালাত আদায় করে যে, সেটা মানুষ দেখতে পায়নি, তবে তার সেই ছালাত মানুষের সামনে পঁচিশবার আদায় করার মতো মর্যাদাপূর্ণ'।[৯]

অন্যত্র তিনি (ছাঃ) বলেছেন, صَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، 'হে লোক সকল! তোমরা নিজেদের বাড়ীতে (নফল) ছালাত আদায় কর। কেননা মানুষের জন্য সবচেয়ে উত্তম ছালাত হ'ল যা সে তার ঘরে আদায় করে, তবে ফরয ছালাত ব্যতীত'।[১০] অত্র হাদীছের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেসব নফল ও সুন্নাত ছালাত বাড়িতে আদায় করতে বলেছেন, যেগুলো আদায়ের জন্য জামা'আতে যোগদান করা বা মসজিদে যাওয়া শর্ত নয়। যেমন তাহাজ্জুদের ছালাত, চাশতের ছালাত ইত্যাদি। কিন্তু যে ছালাতগুলো ইসলামের শি'আর বা নিদর্শন, সেগুলো প্রাকশ্যে আদায় করাই বিধেয়। যেমন পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছালাত, ঈদায়েনের ছালাত, ছালাতুল কুসূফ ও ইস্তিসক্বার ছালাত প্রভৃতি।[১১]

এই মাসআলার ক্ষেত্রে কুরআনের একটি আয়াত প্রাসঙ্গিক। যেমন- আল্লাহ বলেন, إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ– 'যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান কর, তবে তা কতই না উত্তম! আর যদি তা গোপনে কর ও অভাবীদের প্রদান কর, তবে তোমাদের জন্য সেটা আরো উত্তম। (এর দ্বারা) তিনি তোমাদের কিছু পাপ মোচন করে দিবেন। আর তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ তার খবর রাখেন' *(বাক্বারাহ ২/২৭১)*।

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, 'অত্র আয়াত নাযিল হয়েছে নফল ছাদাক্বাহ্র ব্যাপারে। কেননা নফল ইবাদতের ক্ষেত্রে আমল প্রকাশ করার চেয়ে গোপন করার ফযীলত বেশী। এটা শুধু দান-ছাদাক্বার ক্ষেত্রে নয়; বরং অন্যান্য নফল ইবাদতের ক্ষেত্রেও এই বিধান প্রযোজ্য। কারণ গোপনে যে ইবাদত করা হয় সেটা রিয়া মুক্ত ও খুলূছিয়াতপূর্ণ হয়ে থাকে। তবে ফরয ইবাদতের ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য নয়; বরং সেটা প্রকাশ্যে আদায় করাই উত্তম'।[১২] হাফেয ইবনে কাছীর (রহঃ) বলেন, 'তবে প্রকাশ্যে আমল করার মধ্যে যদি অধিক কল্যাণ ও উপকারের সম্ভাবনা থাকে এবং মানুষের উপকৃত হওয়ার ব্যাপরটি নিশ্চিত থাকে, তাহ'লে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমল প্রকাশ্যে করাই উত্তম হবে'।[১৩] যেমন কেউ যদি গোপনে আল্লাহ্র পথে দান করে, তবে সেটা উৎকৃষ্ট ইবাদত। কিন্তু অবস্থা যদি এমন হয় যে, সে প্রকাশ্যে দান করলে তার দেখাদেখি আরো মানুষ দানে উৎসাহিত হ'তে পারে, তবে সেই ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে দান করাই উত্তম। অর্থাৎ কখনো নফল ইবাদত প্রকাশ্যে করাও উত্তম হ'তে পারে।

أن في إسرار الأعمال فائدة لإخلاص والنجاة من الرياء، وفي الإظهار فائدة الاقتداء، وترغيب الناس في الخير. ومن الأعمال ما لا يمكن الإسرار به كالحج والجهاد. والمظهر للعمل ينبغي أن يراقب قلبه، حتى لا يكون فيه حب الرياء الخفي، بل ينوي الاقتداء به، ولا ينبغي للضعيف أن يخدع نفسه بذلك، যেমন ইবনু কুদামা (রহঃ) বলেন, 'আমল গোপন করার মাধ্যমে ইখলাছ ও রিয়া থেকে মুক্তি লাভের উপকার পাওয়া যায়। অপরদিকে প্রকাশ্য আমলেরও ফায়েদা হ'ল- তা অনুসরণ করা হয় এবং মানুষ সৎকাজে উৎসাহিত হয়। কিন্তু এমন কিছু আমল আছে, যেগুলো গোপন করা সম্ভব নয়। যেমন- হজ্জ ও জিহাদ। তবে প্রকাশ্যে আমলকারীকে নিজের মনের নিয়ন্ত্রণে সতর্ক থাকতে হবে। যাতে লৌকিকতা বা প্রদর্শনেচ্ছা মনে জাগ্রত না হয়। বরং উক্ত প্রকাশ্য আমলের মাধ্যমে তিনি (শরী'আতের নির্দেশ) অনুসরণের নিয়ত করবেন। সেজন্য দুর্বলমনা লোকদের প্রকাশ্য আমলের মাধ্যমে নিজেকে ধোঁকায় ফেলা মোটেও উচিত নয়'।[১৪] অর্থাৎ যারা দুর্বল ঈমানের অধিকারী তাদের জন্য নফল ইবাদত গোপনে করাই উত্তম।

ওলামায়ে কেরাম বিষয়টিকে স্পষ্ট করে বুঝানোর জন্য বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন- আমল প্রকাশ্য ও গোপন করার বেশ কিছু অবস্থা আছে, এই অবস্থা অনুযায়ী ইবাদতকারীকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অবস্থাগুলো সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত হ'ল।-[১৫]

---

৮. আবূ বকর ইবনুল আরাবী, আহকামুল কুরআন ২/৩১৪।
৯. ছহীহুল জামে' হা/৩৮২১, সনদ ছহীহ।
১০. বুখারী হা/৭২৯০; মুসলিম হা/৭৮১; মিশকাত হা/১২৯৫ ।
১১. ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী, মির'আতুল মাফাতীহ, ৪/৩১৩।
১২. তাফসীরে কুরতুবী ৩/৩৩২।
১৩. তাফসীরে ইবনে কাছীর ১/৭০১।
১৪. ইবনু কুদামা মাক্বাদেসী, মুখতাছার মিনহাজুল ক্বাছেদীন, পৃঃ ২৬২।
১৫. মুহাম্মাদ নাছরুদ্দীন 'উওয়াইযাহ, ফাছলুল খিত্বাব ফিয যুহদি ওয়ার রাক্বায়েক্ব, ২/৫৫; আব্দুল আযীয আত্ব-তারীফী, আত-তাফসীর ওয়াল বায়ান লি আহকামিল কুরআন, ৩/১৩১০-১৩১১।

www.at-tahreek.com

১ম অবস্থা : সুন্নাত ও নফল আমল গোপনে করা সম্ভব হ'লে গোপনে করবে এবং এটাই উত্তম। যেমন- তাহাজ্জুদ ছালাত, চাশতের ছালাত, দান করা, কুরআন তেলাওয়াত করা, যিক্র করা, আল্লাহ্র কাছে দো'আ করা, তওবা-ইস্তিগফার, কারো ঋণ পরিশোধ করা, নফল ছিয়াম পালন করা, অন্তরে আল্লাহভীতি বজায় রাখা, মন থেকে হিংসা-অহংকার দূর করা ইত্যাদি।

২য় অবস্থা : শারঈ বিধান অনুযায়ী যে আমল প্রকাশ্যে করার কথা, তবে সেটা প্রকাশ্যেই করতে হবে। যেমন- জুম'আর ছালাত, মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের জন্য জামা'আতে হাযির থাকা, জিহাদে অংশগ্রহণ করা, হজ্জ করা, তাওয়াফ করা, সাফা-মারওয়া সাঈ করা, জামরাতে পাথর নিক্ষেপ করা, ঈদের ছালাতে হাযির হওয়া, ঈদায়েনের তাকবীর পাঠ করা, চাঁদ দেখে রামাযানের ছিয়াম রাখা ও ছাড়া, কুরবানী করা, ইলমি মসলিসে উপস্থিত হওয়া, দাওয়াতী কাজ করা, সত্য কথা জোরে-শোরে বলা, ছালাতের জন্য আযান ও ইক্বামত দেওয়া, শিক্ষা দেওয়ার জন্য তেলাওয়াত করা, মানুষের মাঝে দ্বীনী জ্ঞান বিতরণ করা প্রভৃতি। ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহঃ) বলেন, اهْرُبُوا مِنَ النَّاسِ كَهَرَبِكُمْ مِنَ السَّبُعِ الضَّارِي، وَلَا تَخَلَّفُوا عَنِ الْجُمُعَةِ، وَالْجَمَاعَةِ، 'হিংস্র পশু থেকে যেভাবে পালাও, একইভাবে মানুষের কাছ থেকে পালিয়ে যাও। তবে জুম'আ ও জামা'আতে ছালাত আদায় করা থেকে পিছনে থেকো না'।[১৬]

৩য় অবস্থা : আমলটি প্রকাশ্যে করা যায়, আবার গোপনেও করা যায়। সেক্ষেত্রে প্রকাশ্যে করতে যার অন্তরে রিয়া বা লোক দেখানোর ভাব জাগ্রত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে, তার জন্য আমলটি গোপনে করা সুন্নাত হবে। আর যে মনে করবে আমলটি প্রকাশ করলে অন্য লোকেরা তার অনুকরণ করে শিখবে, তাকে দেখে সেই আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ হবে বা আমলের পদ্ধতি জানবে, তবে তার জন্য সেই আমলটি প্রকাশ্যে করা সুন্নাত হবে। যেমন কোন আলেম জনসম্মুখে নফল ছালাত আদায় করল বা তেলাওয়াতের সেজদা দিল- এতে উপস্থিত আম জনতা নফল ছালাতের পদ্ধতি, রাক'আত সংখ্যা, বিধান সম্পর্কে জানতে পারল। অনুরূপভাবে কেউ একজন কোন মহতী কাজে দান করল, ফলে তার দেখাদেখি আরো অনেক মানুষ দান করল। এরকম আরো অনেক আমল আছে, যা অবস্থা ও নিয়ত ভেদে প্রকাশ্যে করা যায়। তবে যাদের ঈমান দুর্বল তাদের এই সুযোগ গ্রহণ না করাই উত্তম।

গোপন ইবাদতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

আল্লাহ্র রেযামন্দি হাছিলে গোপন ইবাদত শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে। কেননা যারা প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহ্র একনিষ্ঠ বান্দা, কেবল তারাই গোপন নেকআমলে আত্মনিয়োগ করতে পারে। নিজেকে আল্লাহ্র প্রিয় বান্দা হিসাবে গড়ে তোলার জন্য গোপন ইবাদতে অভ্যস্ত হওয়া অবশ্যক। আর এই আবশ্যকীয় কাজটি তখনই করা সহজ হয়, যখন এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীতা সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান অর্জিত হয়। নিম্নে গোপন ইবাদতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হ'ল।-

(১) একনিষ্ঠ ঈমানের পরিচায়ক :

বান্দা যখন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে- তার প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সবধরণের কর্মকাণ্ড ও নড়াচড়া আল্লাহ পর্যবেক্ষণ করছেন, তখন তার বাহ্যিক ইবাদতের ন্যায় গোপন আমলগুলোও সুনিপুণ হবে। কারণ এমনটা কখনো হয় না যে, কোন বান্দা গোপন ইবাদতে খুবই সক্রিয় থাকে; কিন্তু প্রকাশ্য ইবাদত-বন্দেগীতে গাফেলতি ও অলসতা করে। সাধারণত কারো ক্ষেত্রে এরকম হওয়া অসম্ভব। আর মুনাফিক্বরা যেখানে প্রকাশ্য ও ফরয ইবাদতেই অলসতা করে, সেখানে তাদের জন্য গোপন ইবাদতে আত্মনিয়োগ করা তো আকাশ কুসুম কল্পনা। সেজন্য একনিষ্ঠ ঈমানের একটি বড় আলামত হ'ল গোপন ইবাদত করতে পারা। বান্দার গোপন নেক আমল যখন বেড়ে যায়, তখন তিনি ঈমানের সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হ'তে পারেন। আর ঈমানের সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে- ইহ্সান। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، 'ইহসান হচ্ছে তুমি এমনভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করবে যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ; যদি তাকে দেখতে না পাও তবে বিশ্বাস রাখবে- তিনি তোমাকে দেখছেন'।[১৭] এই অনুভূতি নিয়ে আল্লাহ্র আনুগত্য করা যেমন সর্বোচ্চ পর্যায়ের ইবাদত, ঠিক তেমনি গোপনে তাঁর অবাধ্যতা ও পাপাচার থেকে বিরত থাকাও অনেক উঁচু দরের ইবাদত।

এজন্য ছাহবায়ে কেরাম গোপনে আল্লাহ্র ইবাদতে যত সক্রিয় ছিলেন, তেমনি গোপনে পাপে লিপ্ত হওয়া থেকে যোজন যোজন দূরে থাকতেন। তারা গোপন ইবাদতকে ঈমান ও নেফাক্বীর মধ্যে পার্থক্যকারী মনে করতেন। অর্থাৎ তারা বিশ্বাস করতেন যার মধ্যে গোপন আমল আছে তিনি প্রকৃত ঈমানদার এবং তিনি মুনাফিক্বী থেকে মুক্ত। যেমন একবার এক লোক এসে হুযায়ফা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, إني أخشى أن أكون منافقا، 'আমি নিজের জন্য মুনাফিক্ব হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছি'। তখন হুযায়ফা (রাঃ) বললেন,؟أتصلي إذا خلوت؟ وتستغفر إذا أذنبت 'তুমি কী নির্জনে গেলে (নফল) ছালাত আদায় কর? পাপ করে ফেললে ক্ষমা প্রার্থনা কর? লোকটা হ্যাঁ সূচক উত্তর দিল। তখন তিনি বললেন, اذهب فما جعلك الله منافقا، 'যাও! আল্লাহ তোমাকে মুনাফিক্ব বানাবেন না'।[১৮] আব্দুল আযীয আত্ব-ত্বারীফী বলেন, 'মানুষের যদি গোপন ইবাদতের কোন অংশ না থাকে, তবে তার ইবাদতের প্রকাশ্য দিকটা ধ্বংসের মুখে পতিত হয়। তাই তো অনেককে দেখা যায়, তারা প্রকাশ্যে আল্লাহ্র জন্য ইবাদত করে; কিন্তু তাদের গোপন

১৬. *হাফেয যাহাবী, তারীখুল ইসলাম ৪/২৯৮।*

১৭. *বুখারী হা/৫০; মুসলিম হা/০৮।*

১৮. *ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক্ব, ৬১/২৫১।*

www.at-tahreek.com

ইবাদত ত্রুটিপূর্ণ ও ক্ষণস্থায়ী হয়'।[১৯] সুতরাং গোপন আমল বান্দার খাঁটি ঈমানের পরিচয় বহন করে এবং নিফাক্বীর কদর্যতা থেকে পবিত্র হওয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করে।

(২) আল্লাহ্র নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জন :

হৃদয় যমীনে ঈমান ও তাক্বওয়ার শিকড় যত শক্তিশালী হয়, নেক আমলের বৃক্ষ ততবেশী ফলবতী হয়। কারণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ইবাদতগুলোর ভিত্তি হ'ল হৃদয়ে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে গোপন ইবাদত যার যত সুন্দর হয়, তার বাহ্যিক আমলগুলো ততই পরিপাটি হয়। এজন্য মহান আল্লাহ গোপন ইবাদত অত্যধিক পসন্দ করেন। তিনি বান্দাকে সঙ্গোপনে দো'আ-প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়ে বলেন, ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ডাক বিনীতভাবে ও চুপে চুপে। নিশ্চয়ই তিনি সীমালংঘন কারীদের ভালবাসেন না' *(আ'রাফ ৭/৫৫)*। তিনি তাঁর সন্তোষভাজন নবী ও বান্দা যাকারিয়া (আঃ)-এর প্রশংসা করে বলেন, إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا 'যখন সে তার প্রতিপালককে আহ্বান করেছিল চুপে চুপে' *(মারয়াম ১৯/৩)*। মুফাসসিরগণ বলেন, 'যাকারিয়া (আঃ) চুপিসারে দো'আ করেছিলেন এজন্য যে, এটা আল্লাহ্র কাছে অধিক পসন্দনীয়'।[২০]

শুধু দো'আ নয়, অন্যান্য ইবাদতের ক্ষেত্রেও আল্লাহ্র মুখলিছ বান্দাগণ তাদের নেক আমল গোপন করতে অনেক আগ্রহী থাকেন। তারা প্রশংসা ও সুনাম কুড়ানোর জন্য আল্লাহ্র দাসত্ব করেন না। তাই তারা কামনা করেন- তার ও তার রবের মধ্যকার সম্পর্কটা সবার কাছে গোপন থাকুক। আর আল্লাহও বান্দার মনের এই অনুভূতি ভালোবাসেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ، الْغَنِيَّ، الْخَفِيَّ، 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সেই বান্দাকে ভালোবাসেন, যে মুত্তাকী, মানুষ থেকে অমুখাপেক্ষী এবং গোপনে আল্লাহ্র ইবাদতকারী'।[২১] অপর বর্ণনায় তিনি বলেন, إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي فِتَنٌ خَيْرُ النَّاسِ فِيهَا الْغَنِيُّ الْخَفِيُّ التَّقِيُّ، 'আমার পরে নানাবিধ ফিৎনার আবির্ভাব হবে, তখন সেসব মানুষ কল্যাণের মধ্যে থাকবে যারা সৃষ্টিকুল থেকে অমুখাপেক্ষী, নির্জনে ইবাদতকারী এবং পরহেযগার'।[২২] শায়খ ইবনে উছায়মীন (রহঃ) বলেন, গোপনে ইবাদতকারী সেই ব্যক্তি, যে নিজেকে যাহির করে না এবং ইবাদতের কারণে মানুষের কাছে তার ভাবমূর্তি ফুটে উঠুক এটাও কামনা করে না।[২৩]

গোপন ইবাদত সমূহের মাঝে সবচেয়ে ফযীলতপূর্ণ আমল হ'ল রাত্রিকালীন তাহাজ্জুদ। সালাফগণ বলেন, পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের আহ্বানকারী বা মুওয়ায্যিন হ'ল মানুষ। আর তাহাজ্জুদ ছালাতের আহ্বানকারী স্বয়ং রাব্বুল আলামীন। কেননা এসময় তিনি দুনিয়ার আকাশে নেমে এসে তার বান্দাদের ডাকতে থাকেন এবং বলতে থাকেন, مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟ 'কে আছে, আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দিব। কে আমার কাছে চাইবে, আমি তাকে প্রদান করব? কে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আমি তাকে ক্ষমা করব?'[২৪]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنَ العَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الآخِرِ، فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ، 'মহান রব শেষ রাতে তাঁর বান্দার সবচেয়ে বেশী নিকটবর্তী হন। অতএব যারা এ সময় আল্লাহ্র যিকর করে, তুমি পারলে তাদের দলভুক্ত হয়ে যাও'।[২৫] তিনি আরো বলেন, أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ– 'ফরয ছালাতের পরে সবচেয়ে ফযীলতপূর্ণ ছালাত হ'ল রাতের ছালাত'।[২৬] তাহাজ্জুদের এত ফযীলত হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হ'ল এই ইবাদত অধিক গোপনীয়তার সাথে আদায় করা হয়। যেমন ড. ছালেহ আল-ফাওযান (হাফি.) বলেন, فالتطوع المطلق أفضله قيام الليل؛ لأنه أبلغ في الإسرار، وأقرب إلى الإخلاص، ولأنه وقت غفلة الناس، ولما فيه من إيثار الطاعة على النوم والراحة، 'সাধারণ নফল ইবাদতের মধ্যে ক্বিয়ামুল লায়লের ফযীলত বেশী। কেননা এটা সর্বাধিক গোপনীয়, ইখলাছের অধিক নিকটবর্তী এবং এটা মানুষের গাফলতির সময় আদায় করা হয়। আর এই ইবাদতের মাধ্যমে বিশ্রাম ও ঘুমের উপরে আল্লাহ্র আনুগত্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়'।[২৭] সুতরাং আল্লাহ্র নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জনের অন্যতম প্রধান মাধ্যমে হ'ল এই গোপন ইবাদত।

(৩) ইখলাছ অর্জন এবং রিয়া থেকে নিষ্কৃতি লাভ :

ইবাদতের নেকী বিনষ্ট হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ হ'ল রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা। সেজন্য ইবাদত যখন রিয়ামুক্ত হয়, তখন সেটা খাঁটি ও কবুলযোগ্য হয়। আর এজন্যই মহান আল্লাহ গোপন ইবাদতকে সবচেয়ে বেশী পসন্দ করেন। আল্লাহ বলেন, إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، 'যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান কর, তবে তা কতই না উত্তম! আর যদি তা গোপনে কর ও অভাবীদের

১৯. *আব্দুল আযীয আত্ব-তারীফী, ইস্তা'ইন বিল্লাহ, পৃ. ১১।*
২০. *তাফসীরে ইবনে কাছীর, ৫/২১১।*
২১. *মুসলিম হা/২৯৬৫; মিশকাত হা/৫২৮৪।*
২২. *মুসনাদে আবী ইয়া'লা মাওছিলী হা/৭৪৯, সনদ ছহীহ।*
২৩. *শারহু রিয়াযিছ ছালিহীন, ৩/৫১১।*
২৪. *বুখারী হা/১১৫৪; মুসলিম হা/৭৫৮; মিশকাতা হা/১২২৩।*
২৫. *তিরমিযী হা/৩৫৭৯; নাসাঈ হা/৫৭২; মিশকাত হা/১২২৯, সনদ ছহীহ।*
২৬. *মুসলিম হা/১১৬৩; মিশকাত হা/২০৩৯।*
২৭. *ড. ছালেহ আল-ফাওযান, আল-মুলাখ্খাছুল ফিক্বহী, ১/১৮৪।*

www.at-tahreek.com

প্রদান কর, তবে তোমাদের জন্য সেটাই উত্তম। (এর দ্বারা) তিনি তোমাদের কিছু পাপ মোচন করে দিবেন। আর তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ তার খবর রাখেন' *(বাক্বারাহ ২/২৭১)*। হাফেয ইবনে কাছীর (রহঃ) বলেন, 'অত্র আয়াতে দলীল রয়েছে যে, প্রকাশ্যে ছাদাক্বাহ করার চেয়ে গোপনে ছাদাক্বাহ করা অধিকতর উত্তম। কেননা গোপন আমলের মাধ্যমে রিয়া বা লৌকিকতা থেকে অধিক নিরাপদ থাকা যায়'।[২৮]

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ডাক বিনীতভাবে ও চুপে চুপে। নিশ্চয়ই তিনি সীমালংঘনকারীদের ভালবাসেন না' *(আ'রাফ ৭/৫৫)*। অত্র আয়াতে লৌকিকতা বা প্রদর্শনেচ্ছা থেকে মুক্ত থাকাতে আল্লাহ্র জন্য একনিষ্ঠ হয়ে এবং সংগোপনে প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে।[২৯] মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানক্বীতী (রহঃ) বলেন, إنما كان الإخفاء أفضل من الإظهار؛ لأنه أقرب إلى الإخلاص، وأبعد من الرياء، 'ইবাদত প্রকাশ করার চেয়ে গোপন করাই উত্তম। কেননা এটা ইখলাছের অধিক নিকটবর্তী এবং রিয়া বা লৌকিকতা থেকে অধিক দূরবর্তী'।[৩০] ফুযাইল ইবনে ইয়ায (রহঃ) বলেন, خَيْرُ الْعَمَلِ أَخْفَاهُ، أَمْنَعُهُ مِنَ الشَّيْطَانِ وَأَبْعَدُهُ مِنَ الرِّيَاءِ، 'সর্বোত্তম আমল হচ্ছে গোপন আমল। এটা শয়তান থেকে সবচেয়ে বেশী নিরাপদে রাখে এবং রিয়া থেকে বেশী দূরে রাখে'।[৩১]

হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, 'আমি এমন সব মানুষের সময়কাল পেয়েছি, যাদের কেউ একান্ত আমল গোপন করতে না পারলে তবেই তা প্রকাশ করতেন। তারা জানতেন, শয়তান থেকে সর্বাধিক সুরক্ষিত আমল হ'ল গোপন আমল। তাদের কারও কাছে মেহমান থাকলে তারা গৃহের পিছনে গিয়ে নফল ছালাত আদায় করতেন, যা মেহমান কোনভাবেই টের পেত না'।[৩২] সুতরাং ইবাদত যত গোপনে করা হবে, সেটা ততই রিয়ামুক্ত ও শয়তানের প্রভাবমুক্ত হবে। ফলে আমলটি খুলূছিয়াতের সাথে সম্পাদিত হবে এবং দ্রুত আল্লাহ্র কাছে কবূল হবে।

(৪) আল্লাহ্র ক্রোধ প্রশমন :

বান্দা যখন আল্লাহ্র অবাধ্যতা করে, তাঁর নির্দেশ লঙ্ঘন করে, শরী'আত কর্তৃক নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হয়, তখন আল্লাহ সেই বান্দার প্রতি ভীষণ রাগান্বিত হন। পার্থিব জীবনে পিতা তার সন্তানের প্রতি রাগান্বিত হ'লে সেই সন্তানের জীবন দুর্বিসহ হয়ে পড়ে। অফিসের বস যদি তার কর্মচারীর উপরে ক্ষিপ্ত হয়, তবে তার চাকরী নিয়ে টানাটানি পড়ে যায়। সেখানে আমাদের সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা মহান আল্লাহ যদি আমাদের প্রতি রেগে যান, তবে আমাদের জীবনটা আরো কত দুর্বিসহ হয়ে পড়বে তা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য ব্যাপার। আল্লাহ্র বিরাগভাজন ব্যক্তির সার্বিক জীবন থেকে বরকত ও রহমত উঠে যায়। সেজন্য জীবনের সর্বশক্তি দিয়ে আল্লাহ্কে রাযী-খুশি করা বান্দার জন্য আবশ্যক। আর আল্লাহ্র রাগ ও ক্রোধকে ঠাণ্ডা করার একটি শক্তিশালী মাধ্যম হ'ল গোপন ইবাদত। বিশেষ করে গোপন ছাদাক্বাহ।

আল্লাহ বলেন, الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، 'যারা তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে রাত্রে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে, তাদের জন্য উত্তম পারিতোষিক রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকটে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তান্বিত হবে না' *(বাক্বারাহ ২/২৭৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ، وَفِعْلُ الْمَعْرُوفِ يَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ، 'গোপন ছাদাক্বাহ প্রতিপালকের রাগকে প্রশমিত করে। আত্মীয়তার সম্পর্ক বয়স বৃদ্ধি করে। আর নেকীর কাজ পাপের অনিষ্টকারিতা থেকে রক্ষা করে'।[৩৩] ছান'আনী (রহঃ) বলেন, 'বান্দা যখন গুনাহের মাধ্যমে আল্লাহ্র ক্রোধের শিকার হয়, তখন গোপন দান-ছাদাক্বাহ সেই ক্রোধ প্রশমিত করে দেয়'।[৩৪] সুতরাং আমাদের উচিত বেশী বেশী গোপন ইবাদতে অভ্যস্ত হওয়া, যাতে আল্লাহ আমাদের উপর সর্বাবস্থায় রাযী-খুশি থাকেন।

(৫) আত্মমুগ্ধতা থেকে নিরাপদ :

আত্মমুগ্ধতা হ'ল নিজের নেক আমলে আত্মতুষ্ট হয়ে নিজেকে অনেক নেককার মনে করা এবং অন্যের আমলকে তুচ্ছ মনে করা। হাদীছের ভাষায় এটাকে বলা হয় 'উজ্ব'। এই উজ্ব বা আত্মমুগ্ধতা অন্তরের একটি গোপন ব্যাধি। এই রোগ মুমিন বান্দার জন্য ক্যান্সারের মত ভয়ংকর। তবে যারা গোপন ইবাদতে অভ্যস্ত হ'তে পারে, এই দুরারোগ্য ব্যাধি তাদের হৃদয়ে অবস্থান করতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ، 'প্রকাশ্যে কুরআন পাঠকারী প্রকাশ্যে দানকারীর সমতুল্য এবং গোপনে কুরআন পাঠকারী গোপনে দানকারীর সমতুল্য'।[৩৫] ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন, 'আলেমগণের মতে, হাদীছের তাৎপর্য হ'ল- ব্যক্তি যেন (ইবাদতের সময়) আত্মমুগ্ধতা থেকে নিরাপদ থাকে। কেননা যে ব্যক্তি গোপনে আমল করে তার ইবাদতে আত্মমুগ্ধ হওয়ার আশংকা থাকেনা,

২৮. *তাফসীরে ইবনে কাছীর ১/৭০১।*
২৯. *তাফসীরে সা'দী, পৃঃ ২৯১।*
৩০. *আযওয়াউল বায়ান, ৩/৩৫৯।*
৩১. *বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, ৯/১৯৩।*
৩২. *আহমাদ ইবনে হাম্বল, কিতাবুয যুহদ, পৃঃ ২১২।*
৩৩. *বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৩১৬৮; ছহীহুল জামে' হা/৩৭৬০, সনদ ছহীহ। রাবী আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ)।*
৩৪. *ছান'আনী, আত-তানবীর শারহু জামি'ইছ ছাগীর ৬/৫৮০।*
৩৫. *আবূদাঊদ হা/১৩৩৩; তিরমিযী হা/২৯১৯, সনদ ছহীহ।*

www.at-tahreek.com

যতটা আশংকা থাকে প্রকাশ্য ইবাদতের ক্ষেত্রে'।[৩৬]

(৬) অন্তরের পরিশুদ্ধিতা :

সঙ্গোপনে ইবাদতের অমলিন মুহূর্তে হৃদয় জুড়ে যে প্রশান্তি বিরাজ করে, লোকচক্ষুর অন্তরালে গিয়ে নিজের আকুতি ও প্রার্থনা আল্লাহ্র সামনে উপস্থাপন করে যে তৃপ্তি পাওয়া যায়, কারো সামনে ইবাদত করার সময় সেটা পাওয়া যায় না। গোপন আমলের প্রভাব হৃদয়ের যত গভীরে প্রোথিত হয়, অন্যান্য স্বাভাবিক আমল সেইভাবে মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে না। সেকারণ বান্দা যখন গোপন আমলে নিজেকে সোপর্দ করে দেয় তখন তার হৃদয় থেকে শিরক ও নিফাক বের হয়ে যায়। আল্লাহ্র ভালোভাসায় তার হৃদয় পূর্ণ হয় এবং সেখানে তৈরী হয় জীবনের সর্বশক্তি দিয়ে আল্লাহ্র বিধান বাস্তবায়নের এলাহী দ্যোতনা। ফলে তিনি হয়ে ওঠেন 'ক্বলবে সালীম' বা পরিশুদ্ধ হৃদয়ের অধিকারী। যারা বুকের পিঞ্জরে 'ক্বলবে সালীম' গঠন করতে পারেন- পার্থিব বিপদাপদ, রোগ-শোক, দুশ্চিন্তা-টেনশনে তারা কখনো বিচলিত হন না। হাশরের ময়দানে সবাই যখন দিশেহারা হয়ে যাবে, তখন তারা আল্লাহ্র সামনে উপস্থিত হবে প্রশান্ত চিত্তে। ঐ শুনুন এলাহী ঘোষণা- يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، إِلَّا مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ– 'যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না, কেবল যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে আল্লাহ্র নিকটে আসবে, সে ব্যতীত। (সেদিন) জান্নাতকে আল্লাহভীরুদের নিকটবর্তী করা হবে' *(শু'আরা ২৬/৮৮-৯০)*।

আয়াতটির দিকে একটু লক্ষ্য করে দেখুন! মহান আল্লাহ পরিশুদ্ধ হৃদয়ের অধিকারীকে মুত্তাক্বী হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন এবং তাদের সম্মানে জান্নাতকে তাদের নিকটবর্তী করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অর্থাৎ তারা জান্নাতে যাওয়ার আগেই জান্নাতকে তাদের কাছে নিয়ে আসা হবে। পরিশুদ্ধ হৃদয়ের অধিকারী হওয়ায় পরকালীন সম্মান তো আছেই, দুনিয়াবী জীবনেও রয়েছে এর অবর্ণনীয় মর্যাদা। আর পরিশুদ্ধ হৃদয়ের অধিকারী তারাই হ'তে পারেন, যারা অন্তরের ইবাদত ও গোপন ইবাদতে বেশী তৎপর থাকেন। তাদের কথা ও কাজে কখনো বৈপরিত্ব থাকে না। মুহাম্মাদ ইবনে আবূ আয়েশা (রহঃ) বলেন, 'তুমি মানুষের সামনে দু'মুখো এবং দু'কথার হয়ো না। তুমি মানুষের সামনে প্রকাশ করবে যে, তুমি আল্লাহকে ভালোবাস এবং তারাও তোমার কথা শুনে প্রশংসা করবে; অথচ সেসময় তোমার অন্তর এ দাবীতে মিথ্যা ও পঙ্কিলতায় যুক্ত থাকবে'।[৩৭] ফুযাইল ইবনে ইয়ায (রহঃ) বলেন, مَا أَجِدُ لَذَّةَ رَاحَةٍ، وَلَا قُرَّةَ عَيْنٍ إِلَّا حِينَ أَخْلُو فِي بَيْتِي بِرَبِّي، 'ঘরের কোণে নির্জনে রবকে স্মরণ করা ছাড়া অন্য কোন কিছুতে আমি মনে প্রশান্তি ও চোখের শীতলতা অনুভব করি না'।[৩৮]

সুতরাং যারা প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে আল্লাহকে ভালোবাসে ও ভয় করে, গোপন ইবাদত তাদের কাছে হয়ে ওঠে প্রশান্তির সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম। অন্যরা যখন দুনিয়াবী স্বার্থের পিছনে ছুটতে থাকে, তারা তখন আল্লাহ্র সাথে সম্পর্কোন্নয়নে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। লোকেরা যখন টাকা-পয়সা, গাড়ি-বাড়ি, মজাদার খাবার, পার্থিব সম্মানের মাঝে তৃপ্তি ও সুখ তালাশ করে- তখন তারা নিরালায় আল্লাহ্র ইবাদতে অপার্থিব শান্তি খুঁজে পান। জান্নাতের আকাঙ্খায় ও জাহান্নামের ভয়ে তাদের চোখ দিয়ে ঝরে পড়ে অশ্রুধারা। ফলে তাদের হৃদয় যমীন সর্বদা সজীব থাকে। অন্তরজুড়ে প্রবাহিত হয় প্রশান্তির হাওয়া।

(৭) সৃষ্টিকূলের আন্তরিক ভালোবাসা ও সম্মান অর্জন :

কেউ যদি আল্লাহ্র রেযামন্দি ও নৈকট্য হাছিলের পাশাপাশি মানুষের সম্মান ও ভালোবাসা পেতে চায়, তবে তাকে গোপন ইবাদতে খুব বেশী জোর দেওয়া উচিত। কেননা মানুষের আন্তরিক ভালোবাসা ও সম্মান লাভ করা আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত, যেটা সরাসরি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আসে। আর আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন আকাশের অধিবাসী ও যমীনবাসী সবার অন্তরে এর প্রভাব পড়ে, ফেরেশতাগণ ও মানবমণ্ডলীর অন্তরে সেই বান্দা ব্যাপারে সুধারণা তৈরী হয় এবং সবাই তাকে ভালোবাসে। বিপরীতদিকে আল্লাহ যখন কাউকে ঘৃণা করেন, সৃষ্টিকূলও তাকে ঘৃণা করতে শুরু করে।[৩৯]

আমাদের সমাজে এমন অনেক পরহেযগার মানুষ আছেন, যাদের বেশ-ভুষা, টাকা-পয়সা, সামাজিক স্ট্যাটাস না থাকলেও সবাই তাদের সম্মান করে। অন্তরে তাদের জন্য এক ধরণের ভালোবাসা ও মর্যাদার অনুভূতি কাজ করে। অনেক ক্ষেত্রে বাহ্যিকভাবে হয়ত তাকে সম্মান দেওয়া হয় না; কিন্তু আমাদের মন ঠিক তাদের সম্মান করে থাকে। কোন মুসলিমের জন্য আমাদের অন্তরের এমন অনুভূতি আসার কারণ হচ্ছে তার গোপন ইবাদত। মূলতঃ তিনি তার গোপন নেক আমলের শক্তি দিয়ে আমাদের অজান্তেই আমাদের হৃদয়ে জায়গা করে নেন। যায়েদ ইবনে আসলাম (রহঃ) বলেন, مَنِ اتَّقَى اللهَ حَبَّهُ النَّاسُ وَإِنْ كَرِهُوا، 'যে আল্লাহকে ভয় করে, মানুষ তাকে অন্তর থেকে ভালোবাসে; যদিও বাহিক্যভাবে তাকে অপসন্দ করে'।[৪০]

অপরদিকে এমন অনেক মানুষ পাওয়া যাবে- যাদের লেবাস পরিপাটি, বাহ্যিকভাবে তাকে নেককার মনে হয়, তাদের কথার কারুকার্য আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করে; কিন্তু তাদের জন্য অন্তর থেকে শ্রদ্ধা কাজ করে না। আমরা হয়তো সৌজন্যতার খাতিরে তাকে সম্মান করি; কিন্তু আমাদের অন্তর তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয় না এবং তাদের ভালোবাসতে চায় না। মূলতঃ সেই বাহ্যিক দ্বীনদার মানুষের গোপন পাপের কারণে আমাদের অন্তরে এমন অনুভূতি তৈরী হয়। তাই তো আবূ হাযিম (রহঃ) বলেন, 'কোন বান্দা যদি আল্লাহ ও তার

৩৬. সুনানে তিরমিযী ৫/১৮০।
৩৭. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান ৫/৩৬০।
৩৮. বায়হাক্বী, আয-যুহদুল কাবীর, পৃঃ ১০০।
৩৯. বুখারী হা/৩২০৯; মুসলিম হা/২৬৩৭।
৪০. আবূ নু'আইম আস্ফাহানী, হিলয়াতুল আওলিয়া ৩/২২২।

মধ্যকার সম্পর্ক সুন্দর না করে, তাহ'লে আল্লাহ সেই বান্দা ও অপর মানুষের মধ্যকার সম্পর্ক সুন্দর করবেন না। সবাইকে আকৃষ্ট করার চেয়ে একজনকে আকৃষ্ট করা অনেক সহজ। যদি তুমি (নেক আমলের মাধ্যমে) সেই অদ্বিতীয় সত্তাকে আকৃষ্ট করতে পার, তবে পৃথিবীর সবাই তোমার প্রতি আকৃষ্ট হবে। আর যদি তোমার ও আল্লাহ্র মধ্যকার সম্পর্ক নষ্ট করে দাও, তাহ'লে সবাই তোমাকে ঘৃণা করবে'।[৪১]

আব্দুর রহমান ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলেন, ما رأيت رجلا ارتفع مثل مالك بن أنس، ليس له كثير صلاة ولا صيام، إلا أن تكون له سريرة، 'আমি মালেক ইবনে আনাসের মতো এত মর্যাদাবান মানুষ আর কাউকে দেখিনি। তার এতো বেশী নফল ছালাত ও ছিয়ামের আমল ছিল না, তবে যা ছিল সবই গোপন ছিল'।[৪২] ইবনুল মুবারক (রহঃ)ও ছিলেন একজন সর্বজন শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব। তার যুগে মানুষ খলীফার চেয়েও ইবনুল মুবারককে বেশী সম্মান ও শ্রদ্ধা করতো। তাঁর ছিল দিগন্তজোড়া খ্যাতি ও সুনাম। এটা ছিল ইবনুল মুবারক (রহঃ)-এর পার্থিব পুরস্কার। তিনি ছিলেন একাধারে মুহাদ্দিছ, ফক্বীহ্, আলেম, মুজতাহিদ, কবি, সাহিত্যিক, দানশীল এবং একজন সাহসী বীর মুজাহিদ। তিনি ছিলেন গোপন ইবাদতের রাজপথে এক নিভৃতচারী অগ্রপথিক। তিনি যুদ্ধের সময় মুখ ঢেকে রেখে যুদ্ধ করতেন, যেন কেউ তাকে চিনতে না পারে। তিনি ঋণগ্রস্থের ঋণ পরিশোধ করে দিতেন, অথচ ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি সেটা বুঝতে পারত না। তিনি ছিলেন নির্জনে পরিশ্রমী তাহাজ্জুদগুযার। তার ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) বলেন, ما رفع الله ابن المبارك إلا بخبيئة كانت له، 'গোপন নেক আমলের কারণেই আল্লাহ ইবনুল মুবারককে এতোটা মর্যাদামণ্ডিত করেছেন'।[৪৩]

ইমাম ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, 'আল্লাহ্র কসম! আমি এমন অনেক মানুষকে দেখেছি, যারা অনেক ছালাত আদায় করে, ছিয়াম রাখে এবং চুপচাপ থাকে, পোষাক-আচরণে বিনয়ী ভাব প্রকাশ করে; কিন্তু মানুষের অন্তর তবুও তার দিকে আকর্ষণবোধ করে না। তার ব্যাপারে মানুষের অন্তরে তেমন একটা সম্মানবোধ জাগে না।

আবার এমন অনেক মানুষকে দেখেছি, যারা অভিজাত পোষাক পরিধান করে, খুব বেশী বিনয়ীভাব প্রকাশ করে না। আবার তারা যে খুব বেশী নফল ইবাদত করে- এমনও না। কিন্তু মানুষের অন্তরগুলো তার ভালোবাসায় পাগলপারা। তার জন্য সবার অন্তরে অন্য ধরনের একটা সম্মানবোধ কাজ করে। আমি এর কারণ অনুসন্ধান করলাম এবং চিন্তা-ভাবনা করে পেলাম- গোপন আমলই এর মূল কারণ। সুতরাং যে ব্যক্তি তার গোপনীয় আমলকে পরিশুদ্ধ করে নিবে, তার শ্রেষ্ঠত্বের সুবাস চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে। অন্তরসমূহ তার সুবাসে সুরোভিত হয়ে উঠবে। আল্লাহ্র শপথ! নিজেদের অভ্যন্তরকে বিশুদ্ধ করে নাও। বাহ্যিক দিকটা যতই চাকচিক্যময় ও উজ্জ্বল হোক না কেন, ভিরতটা যদি সঠিক না হয়- তবে এগুলো কোনই কাজে আসবে না।[৪৪]

(৮) বিপদাপদে ও শত্রুর মোকাবেলায় মোক্ষম হাতিয়ার :

বিভিন্ন ধরনের বিপদাপদে আল্লাহ্র সাহায্য ও অনুগ্রহ লাভের একটি শাক্তিশালী মাধ্যম হ'ল গোপন আমল। কারণ গোপন আমলে ফযীলত বেশী এবং খুব তাড়াতাড়ি কবুল হয়। আর কবুলযোগ্য কোন আমলের ওসীলায় আল্লাহ্র কাছে দো'আ করলে, যে কোন বড় বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। যেমন পূর্ব যুগের তিনজন ব্যক্তি পাহাড়ের গুহায় আটকা পড়েছিল। সেখান থেকে বের হওয়ার কোন উপায় তাদের ছিল না। অতঃপর তারা যখন তাদের নেক আমলের মাধ্যমে আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করল, তখন আল্লাহ তাদেরকে গুহা থেকে বের করে আনেন।[৪৫] ইউনুস (আঃ) মাছের পেটে অবরুদ্ধ হয়ে কায়মনো বাক্যে আল্লাহকে ডেকেছিলেন এবং তাঁর তাসবীহ পাঠ করেছিলেন। ফলশ্রুতিতে আল্লাহ তাকে মাছের অন্ধকার পেটের ভিতর থেকে মুক্তি দান করেন। আল্লাহ বলেন, فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، 'যদি সে এ সময় আল্লাহ্র গুণগানকারী না হ'ত, তাহ'লে সে তার পেটে অবস্থান করত পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত' *(ছাফ্ফাত ৩৭/১৪৩-১৪৪)*। এসময় তিনি দো'আ পাঠ করেন, 'লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহা-নাকা ইন্নী কুনতু মিনায যোয়া-লিমীন' *(আম্বিয়া ২১/৮৭-৮৮)*, যা দো'আয়ে ইউনুস নামে প্রসিদ্ধ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, কোন মুমিন কঠিন বিপদে এই দো'আ পাঠ করলে আল্লাহ তা কবুল করেন।[৪৬]

গোপন ইবাদতের মাধ্যমেই ছাহাবায়ে কেরাম সারা বিশ্বে দুর্দমনীয় শক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন। ফলে কাফেররা তাদের নাম শুনলেই ভয়ে কাঁপত। ইয়ারমূকের যুদ্ধে রোমকরা যখন মুসলিমদের আক্রমণের সামনে নাস্তানাবুদ হয়ে পড়ছিল তখন তারা মুসলিমদের এই অজেয় শক্তির উৎস সন্ধানের জন্য একজন গুপ্তচরকে মুসলিম সেনাছাউনিতে পাঠিয়েছিল। গুপ্তচর তথ্য অনুসন্ধান করে তাদের সেনাপতির কাছে রিপোর্ট করেছিল যে, أنهم بالليل رهبان وبالنهار فرسان 'তারা (মুসলিমরা) রাতের বেলা তাহাজ্জুদগুযার এবং দিনের বেলা ঘোড়সওয়ার'।[৪৭] অর্থাৎ মুসলিমদের শক্তিমত্তার মূল উৎস ছিল তাদের তেজোদীপ্ত ঈমান এবং তাহাজ্জুদের পরিশ্রম।

---

৪১. ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছাফওয়া ২/১৫৭।
৪২. আবূ নু'আইম আস্ফাহানী, হিলয়াতুল আওলিয়া, ৬/৩২০।
৪৩. ছিফাতুছ ছাফওয়া ২/৩৩০।
৪৪. ইবনুল জাওযী, ছায়দুল খাত্বের, পৃঃ ২২০।
৪৫. বুখারী হা/২২১৫; মুসলিম হা/২৭৪৩; মিশকাত হা/৪৯৩৮।
৪৬. তিরমিযী হা/৩৫০৫; মিশকাত হা/২২৯২; সনদ ছহীহ।
৪৭. ইবনু জারীর ত্বাবারী, তারীখুত ত্বাবারী ৩/৪১৮; ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক্ব ২/৯৪।

www.at-tahreek.com

সুতরাং কোন বান্দা যদি তার গোপন আমলের মাধ্যমে আল্লাহ্র প্রিয় হয়ে যায়, তবে দুনিয়ার মানুষ তার সাথে শত্রুতা করে কুলিয়ে উঠতে পারে না। আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর শিষ্য আবূ হাযেম আল-আশজাঈ (রহঃ) বলেন, 'কোন ব্যক্তির সাথে শত্রুতা ও বিরোধ করার আগে দেখে নাও যে, তার সাথে ও আল্লাহ্র সাথে কোন গোপন কিছু আছে কি-না। যদি তার গোপন দিকটা উত্তম হয় (অর্থাৎ তার যদি গোপন ইবাদত থাকে), তবে তোমার শত্রুতার কারণে আল্লাহ তাকে অপমানিত করবেন না। আর আল্লাহ্র সাথে তার গোপন দিকটা যদি মন্দ হয় (অর্থাৎ তার গোপন পাপ থাকে), তবে সেটাই তার দুর্ভাগ্যের জন্য যথেষ্ট। যদি তুমি এর চেয়েও বেশী কিছু করতে চাও, তবে আল্লাহ্র অবাধ্যতার চাইতে বড় কোন ক্ষতি তার করতে পারবে না, যেটার মধ্যে সে ইতিমধ্যেই পতিত হয়েছে'।[৪৮]

(৯) উত্তম মৃত্যুর সম্ভাবনা :

পার্থিব জীবনে গোপন নেক আমলের সবচেয়ে বড় ফযীলত ও উপকারিতা হ'ল এর মাধ্যমে উত্তম মৃত্যুর তাওফীক্ব লাভ হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ، فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، 'কোন ব্যক্তি সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে জান্নাতীদের মতো আমল করে, অথচ সে জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আবার কোন মানুষ জনসাধারণের দৃষ্টিতে জাহান্নামীদের ন্যায় আমল করে, অথচ সে জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হবে'।[৪৯]

অত্র হাদীছের ব্যাখ্যায় ইবনু রজব হাম্বলী (রহঃ) বলেন, 'এই হাদীছে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মানুষের ভিতরের আমল তার বাহ্যিক আমলের বিপরীত হ'তে পারে। মানুষের খারাপ মৃত্যুর প্রধান কারণ হ'ল তার গোপন পাপ, যা মানুষ জানত না। হয়ত তার প্রকাশ্য দিকটা ভালো ছিল, যার কারণে তাকে জান্নাতী মনে করা হ'ত। কিন্তু মৃত্যুর আগ মুহূর্তে তার মন্দ কর্মগুলো বাহ্যিক জীবনকেও প্রভাতি করে, ফলে সে খারাপ মৃত্যুর মাধ্যমে দুনিয়া ত্যাগ করে। অপরদিকে অনেক মানুষকে বাহ্যিকভাবে জাহান্নামী মনে হ'তে পারে। কিন্তু তার যদি গোপনীয় নেক আমল ও ভালো অভ্যাস থাকে, তবে জীবনের অন্তিম মুহূর্তে সেই গোপন আমলগুলো তার উপর প্রভাব বিস্তার করে, ফলে তাকে 'হুসনুল খাতেমাহ' বা উত্তম মৃত্যু দেওয়া হয়'।[৫০] কিং সঊদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. ছুগাইয়ির বলেন, 'বান্দা যখন গোপনে নেক আমল করে, তখন আল্লাহ্র অনুগ্রহের মাধ্যমে তাকে সৎকাজের তাওফীক্ব দেওয়া হয়, সফলতা ও সম্মান প্রদান করা হয় এবং তার জন্য উত্তম মৃত্যুর সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। আর যখন সে পাপ করে এবং পাপকে নগণ্য মনে করে, তখন তাকে খারাপ মৃত্যু দেওয়া হয় এবং সে দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়'।[৫১]

(১০) আরশের ছায়া ও জান্নাত লাভের সুসংবাদ :

ক্বিয়ামতের ময়দানে মহান আল্লাহ যে সাত শ্রেণীর বান্দাকে ছায়া দান করবেন, তন্মধ্যে তিন শ্রেণীর লোক হবে গোপন আমলকারী। যেমন নবী কারীম (ছাঃ) বলেন, 'সেদিন সাত শ্রেণীর ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর (আরশের) ছায়ায় আশ্রয় দিবেন, যেদিন আল্লাহ্র ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না। ...(তন্মধ্যে অন্যতম হ'ল)- رَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ، أَخْفَى حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، সেই ব্যক্তি যাকে কোন উচ্চ বংশীয় রূপসী নারী আহ্বান জানায়, কিন্তু সে এ বলে প্রত্যাখ্যান করে যে, 'আমি আল্লাহকে ভয় করি'। আর সেই ব্যক্তি ছায়া পাবে- যে এমন গোপনে দান করে যে, তার ডান হাত কি ব্যয় করে বাম হাত সেটা জানতে পারে না। অতঃপর সে ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে, ফলে তার দু'চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয়'।[৫২]

নিভৃতচারী ইবাদগুযারদের জন্য মহান আল্লাহ জান্নাতের মধ্যে অদর্শনীয় ও অকল্পনীয় নে'মত তৈরী করে রেখেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ বলেন, أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ، وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ، 'আমি আমার সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য (জান্নাতে) এমন সব বস্তু প্রস্তুত করে রেখেছি যা কোন চোখ কখনো দেখেনি, কোন কান কখনো শোনেনি, কোন হৃদয় যা কল্পনা করেনি'। অতঃপর তোমরা চাইলে পাঠ কর বলেই তিনি অত্র আয়াত পাঠ করেন, تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ– 'যারা (রাত্রি বেলায়) শয্যাত্যাগ করে (তাহাজ্জুদের ছালাতে) তাদের প্রভুকে ডাকে ভয় ও আকাঙ্ক্ষার সাথে এবং আমরা তাদের যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে (আল্লাহ্র পথে) ব্যয় করে। অতঃপর কেউ জানে না তাদের জন্য চক্ষু শীতলকারী কি কি বস্তু লুক্কায়িত রয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ'।[৫৩]

মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে গোপন ইবাদতে অভ্যস্ত করুন এবং যাবতীয় ইবাদত-বন্দেগী কেবল তাঁর জন্য একনিষ্ঠ করার তাওফীক্ব দিন- আমীন!

---

৪৮. যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৬/১০০; আল-মাজালাসা ওয়া জাওয়াহিরুল ইলম ৩/৪৮৭।
৪৯. বুখারী হা/৪২০২; মুসলিম হা/১১২।
৫০. ইবনু রজব হাম্বলী, জামে'উল উলূম ওয়াল হিকাম ১/১৭২-১৭৩।
৫১. ড. ছুগাইয়ির ইবনে মুহাম্মাদ, ইয়ানাবী'উল মিম্বার, পৃ. ৩২৮।
৫২. বুখারী হা/৬৬০; মুসলিম হা/১০৩১; মিশকাত হা/৭০১।
৫৩. বুখারী হা/৩২৪৪; মুসলিম হা/২৮২৪; মিশকাত হা/৫৬১২।

পথশিশুদের প্রতি সামাজিক দায়িত্ব

-মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ*

প্রতিটি পরিবারের সৌন্দর্য হ'ল আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত চক্ষুশীতলকারী বিশেষ নে'মত সন্তান-সন্ততি। শিশুরা ফুলবাগানে ফুটন্ত ফুলের মত পরিবার নামক বাগানের শোভা বর্ধন করে। শিশু শব্দটি শুনলেই হৃদয়ে জেগে উঠে মায়া-মমতা, স্নেহ-ভালবাসায় জড়ানো অদৃশ্য এক বন্ধনের অনুভূতি। কিন্তু সব শিশুদের ক্ষেত্রে সবার এমন অনুভূতি জাগ্রত হয় না। পৃথিবীতে প্রতিটি মানব শিশুই নিজ নিজ পরিবারে স্বাধীন সত্তা, মানবিক এবং সামাজিক সকল অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। অথচ আমাদের সমাজ ব্যবস্থা এই অধিকারের ক্ষেত্রে শিশুদের সচ্ছল অথবা অসচ্ছল পরিবারে বেড়ে উঠা সাধারণ শিশু এবং পথ শিশু অভিধায় দু'ভাগে বিভক্ত করেছে। পথ শিশু বলতেই অবহেলায় বেড়ে ওঠা মলিন মুখের চাহনি এবং সুবিধা বঞ্চিত দারিদ্র্যক্লিষ্ট অবয়ব দৃশ্যপটে ভেসে উঠে। তাদের জন্য সমাজের মানুষের দয়ার্দ্র অনুভূতির পরিবর্তে বিরক্তির ছাপ প্রকাশ পায়। তারা ফুল বাগানের সোভা বর্ধনকারী হিসাবে নয় বরং সমাজ ও রাষ্ট্রের বোঝা হিসাবে জীবনভর অবহেলিত হ'তে থাকে। তারা পরিবার নামক ফুল বাগানে বিকশিত হয় না বরং রাস্তার দু'ধারে, ময়লার ভাগাড়ে, খাবার হোটেলে, রিকশার চালকের ছিটে অথবা কলকারখানার ভারী মেশিন হাতে যৎ সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে রাষ্ট্র যন্ত্রের উন্নয়নের চাকা অগ্রসর করে। অথচ তারা আগামী দিনের জাতির কর্ণধার। বিশ্ব মানবতার সমৃদ্ধ জীবন উন্নয়নের উদীয়মান সম্ভাবনা। যাদের হাতের ছোঁয়ায় হ'তে পারে বিশ্ব সভ্যতা বিনির্মাণ। তারা আজ পথের কাঙ্গাল, নির্যাতিত, নিগৃহীত এবং বাস্তুচ্যুত। তারা কেউ পথশিশু হয়ে জন্মগ্রহণ করেনি। সমাজ তাদের পথশিশু পরিচয় দিয়েছে। সেজন্য তাদের প্রতি সমাজের মানুষের সামাজিক দায়বদ্ধতা রয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে পথশিশুদের প্রতি সমাজের সেই দায়িত্ববোধ নিয়ে আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

সাধারণ শিশু ও পথশিশুর পরিচয় : জাতিসংঘে ১৯৮৯ সালের ২০শে নভেম্বর ১৯৩টি দেশের অংশগ্রহণের মধ্য থেকে ১৯১টি দেশের স্বাক্ষরে সর্বসম্মতিক্রমে আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদ গৃহীত হয়। সে সনদের প্রথম অনুচ্ছেদে শিশুর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, 'For the purposes of the present Convention, a child means every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier'. অর্থাৎ 'এই সনদে ১৮ বছরের নীচে সব মানব সন্তানকে শিশু বলা হবে, যদি না শিশুর জন্য প্রযোজ্য আইনের আওতায় ১৮ বছরের আগেও শিশুকে সাবালক হিসাবে বিবেচনা করা হয়'।[১]

বাংলাদেশে ১৯৭৪ সালে শিশু অধিকার আইন প্রণয়ন করা হয়। ২০১৩ সালে সেটা পরিবর্তন করে শিশু আইন-২০১৩ প্রণীত হয়। এ আইনের ধারা-৪-এ বলা হয়েছে, 'বিদ্যমান অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, অনূর্ধ্ব ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত সকল ব্যক্তি শিশু হিসাবে গণ্য হবে'। শিশু ও শিশুশ্রম বিষয়ক আইনগুলো থেকে শিশুদের বয়সসীমার ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য পাওয়া যায়। তবে ব্যবহারিক জীবনে ১৮ বছরের নীচে সকলকে সাধারণ শিশু হিসাবে গণ্য করা হয়। এখানে সাধারণ শিশু ও পথশিশুদের বয়সের কোন তারতম্য না থাকলেও সামাজিক অধিকারের ক্ষেত্রে রয়েছে বিস্তর পার্থক্য। আর এই পার্থক্য সৃষ্টিই হয়েছে শিশুদের 'পথশিশু' অভিধায় সামাজিক শ্রেণী বিভক্তির কারণে। এক্ষণে পথশিশু বলতে কাদের বোঝানো হয়? লক্ষ্যহীন উদ্দেশ্য নিয়ে যে সমস্ত শিশু বস্তি এলাকা, বিভিন্ন খাবার হোটেল, মার্কেট, রেল স্টেশন, বাস স্ট্যান্ড, গাড়ী পার্কিং, বর্জ্যভূমি, বেদখল বাসস্থান, নির্মাণাধীন ভবন কিংবা প্রত্যন্ত অঞ্চলে উদ্বাস্তুর ন্যায় মানবেতর জীবন-যাপন করে তাদেরকেই পথশিশু বলা হয়।

সমাজ-কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজ-সেবা অধিদফতরের Appropriate resources for improving street children's environment (arise) নামে পরিচিত প্রকল্পটি পথশিশুদের নিম্নোক্ত চার ভাগে সংজ্ঞায়িত করেছে : (ক) এক থেকে দশ ঘণ্টা বা তার বেশী সময় যে শিশু রাস্তায় থাকে, কাজ করে এবং কাজ শেষে ফিরে যায় বস্তিতে বা বাসায়। (খ) এক থেকে দশ ঘণ্টা বা তার বেশী সময় রাস্তায় কাজ করে ফিরে যায়, আত্মীয়-স্বজন বা আশ্রয় কেন্দ্রে। (গ) এক থেকে দশ ঘণ্টা বা তার চেয়ে বেশী সময় রাস্তায় কাজ করে, থাকে চাকুরীদাতার বাসায়। (ঘ) চব্বিশ ঘণ্টার সারাটা সময় রাস্তায় থাকে, রাস্তায় খায় এবং রাস্তায় ঘুমায়। তবে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা 'অপরাজেয় বাংলাদেশ' চব্বিশ ঘণ্টার সারাটা সময় যারা রাস্তায় থাকে, কাজ করে এবং রাস্তাতেই ঘুমায় কেবল তাদেরকেই পথশিশু মনে করে।[২]

জাতিসংঘ স্বীকৃত আন্তর্জাতিক শিশু সংগঠন ইউনিসেফের মতে তিন প্রকার শিশুদের পথশিশু হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়। সেগুলো হ'ল, (ক) রাস্তায় বসবাসকৃত শিশু : যারা পরিবার থেকে পালিয়ে একাকী রাস্তায় বসবাস করে।

(খ) রাস্তার শ্রমিক শিশু : যে শিশুরা অধিকাংশ সময় রাস্তায় কাটায় কিন্তু দিনশেষে নিয়মিত বাসায় যায়।

(গ) রাস্তায় পারিবারে বসবাসরত শিশু : যে শিশুরা তাদের পরিবারের সাথেই রাস্তায় বসবাস করে।[৩]

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও প্রকল্প পথশিশুদের জীবন যাত্রার উপর ভিত্তি করে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন

*শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

১. *Convention on the Rights of the Child, New york, 20 November 1989 (পিডিএফ : আরবী, চীনা, ইংরেজী, ফরাসী, রুশ এবং স্পেনীয় ভাষায়), পৃ. ৩২।*

২. *মুহাম্মাদ মনোয়ার পারভেজ মুন্না, ইসলামে শিশুর মৌলিক অধিকার : বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট, পিএইচডি থিসিস (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ডিসেম্বর ২০১৪ খৃ.), পৃ. ২৪৯।*

৩. *https://ebrary.net/217596/education/definitions_classifications_street_children.*

মাত্র। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে মাথার উপর বিস্তীর্ণ আকাশ যাদের একমাত্র ঢাল, রাস্তা যাদের একমাত্র আবাসস্থল এবং জীবন ও জীবিকার একমাত্র সম্বল তারাই পথশিশু।

পথশিশুদের ইতিহাস : খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে প্রথম পথশিশুরা নযরে আসে। ষোড়শ শতকে শুধুমাত্র ইংল্যান্ডে পথশিশুদের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। সে সময় অবহেলা ও নিষ্ঠুরতার শিকার হওয়ায় তাদেরকে একটি সমস্যা হিসাবে আখ্যায়িত করে সমাধান করা হয়। ফলশ্রুতিতে, ক্রমান্বয়ে লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতেও এ সমস্ত শিশুদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। লন্ডনের বিখ্যাত ইংরেজ সাংবাদিক, নাট্যকার ও উকিল হেনরি মেহেউ (১৮১২-১৮৮৭ খৃ.) লন্ডনের দরিদ্রদের উপর একটি জরিপ পরিচালনা করেন। যেটা পরবর্তীতে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে 'London Labour and the London Poor' নামে সিরিজ বই হিসাবে সংকলিত হয়। সেই বইয়ে হেনরি মেহেউ সর্বপ্রথম 'পথশিশু' শব্দটি ব্যবহার করেন। ১৯৭৯ সালকে জাতিসংঘ 'পথশিশুদের বছর' ঘোষণা করার পর পথশিশু শব্দটি জনসাধারণের ব্যবহারে আসে। এর পূর্বে তাদের গৃহহীন, পরিত্যক্ত কিংবা বাড়ী থেকে পলাতক শিশু বলা হ'ত। ১৯৮২ সালে একটি এনজিও পথশিশু ও যুবকদের নিয়ে কিছু কর্মসূচী হাতে নেয়। ১৯৮৬ সালে ইউনিসেফের কার্যনির্বাহী বোর্ড যে সমস্ত শিশুরা মানবেতর জীবন যাপন করছিল তাদের জন্য অগ্রাধিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তারা পথশিশুদের জন্য নতুন কিছু পরিভাষা উদ্ভাবন করেছিল যেমন, কঠিন পরিস্থিতিতে পড়া শিশু, সুরক্ষাহীন শিশু, অনাথ ও দুর্বল শিশু ইত্যাদি। কিন্তু এ সমস্ত পরিভাষাগুলো শিশুদের জীবনের বাস্ত ব কঠিন অবস্থা বুঝাতে ব্যর্থ হয়। ১৯৯৪ সালে মানবাধিকার কমিশন যখন পথশিশু পরিভাষাটি ব্যবহার করে, তখন পথশিশুদের নিয়ে কাজ করত এমন কিছু সংস্থা ও প্রতিনিধিরা ক্রমাগত পথশিশু শব্দটি ব্যবহার করতে থাকে।[৪]

ফলশ্রুতিতে, এই শব্দের ব্যবহার যত দ্রুত মানুষের মুখে মুখে বৃদ্ধি পেতে থাকে তার চেয়েও দ্বিগুণ গতিতে দেশে দেশে পথশিশুদের সংখ্যা উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। একটি তথ্য মতে, সমগ্র বিশ্বে ১০০ মিলিয়নেরও বেশী পথশিশু রয়েছে। ইউনিসেফের তথ্য মতে, ভারতে বিশ্বের সবচেয়ে বেশী সংখ্যক পথশিশু রেকর্ড করা হয়েছে, যা আনুমানিক ১৮ মিলিয়ন।[৫] ২০১১ সালের একটি জরিপে শুধুমাত্র নয়াদিল্লীতে ১ লক্ষ, কলকাতায় ১ লক্ষ ২৫ হাযার এবং মুম্বাইতে ১ লক্ষ ৫০ হাযার পথশিশু বসবাস করে।[৬]

বর্তমানে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা সে তথ্য জানা না গেলেও বিশ্বব্যাপী পথশিশু সমস্যার যে কোন স্থায়ী সমাধান হয়নি তা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট।

বাংলাদেশে বর্তমানে পথশিশুদের সংখ্যা কত তার সঠিক কোন হিসাব জানা যায়নি। সর্বশেষ গত মার্চ ২০২৩-এ ইউনিসেফের সহায়তায় বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো 'সার্ভে অন স্ট্রিট চিলড্রেন ২০২২' শীর্ষক জরিপ প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ঢাকাসহ মোট আটটি বিভাগের যেসব স্থানে পথশিশুর আনাগোনা বেশী সেখানকার ৫-১৭ বছর বয়সী ৭ হাযার ২০০ শিশুর কাছে সরাসরি গিয়ে সংগ্রহ করা তথ্যের ভিত্তিতে জরিপ প্রতিবেদনটি তৈরী করা হয়। সেখানে বলা হয়েছে, ঢাকা বিভাগে সর্বোচ্চ ৪৮.৫%, চট্টগ্রাম বিভাগে ১৭.৫%, খুলনা বিভাগে ৮.১%, রাজশাহী বিভাগে ৭.৩%, রংপুর বিভাগে ৫.৫%, বরিশাল বিভাগে ৪.৯%, ময়মনসিংহ বিভাগে ৪.১% এবং সিলেটে সর্বনিম্ন ৪.০% পথশিশু বসবাস করে।[৭] জরিপে রাস্তাঘাটে বসবাসকারী শিশুর মোট সংখ্যা না থাকলেও ইউনিসেফ বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন, এ সংখ্যা ১০ লক্ষাধিক হ'তে পারে।[৮]

সুতরাং আধুনিক বিশ্ব উৎকর্ষতার চরম শিখরে অবস্থান করলেও পথশিশুদের প্রশ্নে এই উৎকর্ষতার অর্জন ফিকে হয়ে যায়। দরিদ্র দেশগুলোতে পথশিশু থাকাটা স্বাভাবিক ধরা যেতে পারে। কিন্তু উন্নত দেশগুলোতেও যদি পথশিশু থাকে তাহ'লে বিশ্ব বিবেকের কাছে আমাদের প্রশ্ন তবে এই সমৃদ্ধি কাদের জন্য?

পথশিশুদের প্রতি সামাজিক দায়িত্ব : শিশুরা পরিবার ও সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তারা মানব সভ্যতার রক্ষাকবচ। সেজন্য বলা হয়ে থাকে, আজকের শিশুই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। প্রতিটি শিশুই আগামীর পৃথিবীকে সমৃদ্ধির শিখরে পৌঁছানোর সুপ্ত প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু আমাদের সমাজ ব্যবস্থার কারণে সে প্রতিভাগুলো অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়ে যায়। সমাজ বিশ্লেষকদের মতে, একটি দেশের উন্নয়নের অন্যতম অন্তরায় পথশিশু। সেজন্য পথশিশুদের সামাজিক মর্যাদা, নিরাপত্তা ও অধিকার নিয়ে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক অনেক সংগঠনকে কাজ করতে দেখা যায়। তারা শুধু বাৎসরিক জরিপ প্রতিবেদন তৈরী করেই দায়মুক্ত হয়ে যান। কিন্তু পথশিশুদের সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য কার্যকরী কোন পদক্ষেপ নিতে দেখা যায় না। এর পেছনে বহুমাত্রিক কারণও বিদ্যমান। তন্মধ্যে রাষ্ট্রযন্ত্রের অবহেলা ও দায়িত্বহীনতা এবং সামাজিক অসচেতনতা অন্যতম কারণ। নিম্নে পথশিশুদের প্রতি সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য তুলে ধরা হ'ল।

১. মৌলিক অধিকার নিশ্চিতকরণ : জন্ম পরবর্তী একজন মানুষের প্রধান মৌলিক অধিকার ৫টি যথা- খাদ্য, বস্ত্র,

---

৪. *www.ebrary.net/217597/education/history_street_children.*

৫. *Article title : A study on prevalence and pattern of substance abuse among street children and adolescents in the state of andhra pradesh; india, Indian journal of fundamental and applied life sciences ISSN: 2231-6345 (Online), Centre for info bio technology (CIBTech), Vol.4, Issue.3, July-September 2014, page.1*

৬. *Street children of Mumbai: Demographic profile and substance abuse, Biomedical Research 2011, Volume 22, Issue 4, page.499*

৭. *Bangladesh Bureau of Statistics, Survey on Street Children 2022, March 2023, Chapter 1, page. 11*

৮. *দৈনিক বণিক বার্তা, ১১ই এপ্রিল ২০২৩, পৃ. ২।*

বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা। রাষ্ট্র ধনী কিংবা দরিদ্র হোক প্রত্যেক নাগরিকেরই সংবিধানসিদ্ধ এই ৫টি অধিকারের চাহিদা পূরণ করতে বাধ্য। পথশিশুদের ক্ষেত্রে এই চাহিদা পূরণের প্রশ্নে 'সার্ভে অন স্ট্রিট চিলড্রেন ২০২২' শীর্ষক সর্বশেষ জরিপ প্রতিবেদন বলছে, রাস্তায় ঘুমানো শিশুদের প্রতি তিনজনের মধ্যে প্রায় একজন অর্থাৎ ৩০%-এর বেশী জীবনের প্রয়োজনীয় মৌলিক সুযোগ-সুবিধা যেমন- ঘুমানোর জন্য বিছানা এবং নিরাপত্তা ও স্বস্তির জন্য একটি ঘর থেকে বঞ্চিত। তারা খোলা জায়গায় ঘুমায়। প্রায় অর্ধেক শিশু মাটিতে ঘুমায় শুধু পাটের ব্যাগ, শক্ত কাগজ, প্লাস্টিকের টুকরা বা একটি পাতলা কম্বল নিয়ে। প্রায় ৭% শিশু সম্পূর্ণ একা ঘুমায় এবং ১৭% শিশু কয়েকজন একসাথে মিলে ঘুমানোর মাধ্যমে সুরক্ষা ও স্বস্তি খোঁজে। দশজন পথশিশুর তিনজন কখনোই স্কুলে ভর্তি হয়নি। পথশিশুদের কেবল ১৮.৭% পঞ্চম শ্রেণী পাশ করেছে। খুব নগণ্য সংখ্যক পথশিশু নিম্ন ও উচ্চ মাধ্যমিকে পড়াশুনা করেছে। প্রতি চার জনের মধ্যে তিনজন অর্থাৎ ৭১.৮% পড়তে বা লিখতে পারে না। এই জরিপে অংশ নেওয়া শিশুদের অর্ধেকের বেশী জানায়, জরিপের আগে তিন মাসের মধ্যে তারা অসুস্থ হয়েছিল। ঐ সময় তারা জ্বর, কাশি, মাথা ব্যথা ও পানিবাহিত রোগে ভোগে।[৯] কিন্তু টাকার অভাবে ৩৩.৮% শিশুই চিকিৎসা করাতে পারে না। আবার সপ্তাহে ৪১.৫% শিশু এক রাত না খেয়ে ঘুমায়।[১০]

সুতরাং এই প্রতিবেদন থেকে পথশিশুদের জীবন মান স্পষ্ট বোঝা যায়। যারা বাড়তি সুবিধা তো দূরের কথা মৌলিক চাহিদাটুকুও থেকে বঞ্চিত। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো অনুযায়ী দেশে ৩ স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার কাঠামো বিদ্যমান। যেখানে প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে বিভাগীয় শহরাঞ্চল পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলরা সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করে। দেশের তৃণমূল থেকে সর্বোচ্চ স্তরের সাধারণ জনগণ ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারছে কি-না সেটা নিশ্চিত করার দায়িত্ব সে সমস্ত জনপ্রতিনিধিদের উপরেই বর্তায়। কিন্তু আদৌ কি তারা সেদিকে খেয়াল রাখেন? এ দেশে আজও অনেক নিম্নবৃত্ত পরিবার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। সেখানে পথশিশুদের মৌলিক অধিকার কি করে নিশ্চিত হবে? ইসলামের সোনালী যুগের শাসকরা শুধু তাদের নাগরিক নয় বরং রাষ্ট্রের প্রাণীদের প্রতিও নযর রাখতেন। সেকারণে ওমর (রাঃ) বলেছিলেন, 'যদি ফোরাত নদীর তীরে একটি ভেড়ার বাচ্চাও হারানো অবস্থায় মারা যায়, তাতে আমি ভীত হই যে, সেজন্য আমাকে ক্বিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হ'তে হবে'।[১১] এই তো সেদিনের কথা যখন লিবীয়ার ত্রিপোলীর রাস্তায় হাযার হাযার মানুষ ছিন্ন পোষাকে নগ্নপদে ঘুরত। যাদের কিছুই ছিল না তাদের ত্রাতা হিসাবে আবির্ভূত হয়ে মুয়াম্মার গাদ্দাফী শূন্য থেকে পূর্ণতায় পৌঁছেছিলেন। যারা যাযাবরের মত তাঁবুতে বসবাস করত তাদের জন্য তিনি গৃহ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। তিনি নিজে প্রেসিডেন্ট হয়েও অতি সাধারণ জীবন যাপন করতেন। এক সময় তার পিতা তাকে নিজের জন্য একটি বাড়ী নির্মাণ করতে বললে তিনি বলেছিলেন, একজন লিবীয়র গৃহনির্মাণ বাকী থাকতে আপনার ছেলে নিজের জন্য কোন বাড়ী বানাবে না।[১২]

সুতরাং এ সমস্ত দৃষ্টান্ত থেকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বশীলদের শিক্ষাগ্রহণ পূর্বক পথশিশুদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা উচিত।

২. সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ : বাংলাদেশে পথশিশুদের অবস্থান মূলতঃ শহরাঞ্চলে। যাদের কেউ বস্তি এলাকায় পরিবারের সাথে বসবাস করে। কেউ বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করে। কেউ পরিবারসহ রাস্তায় থাকে আবার কেউ কর্মদাতার বাড়ীতে অথবা কর্মক্ষেত্রে অবস্থান করে। তারা যেখানে যে পরিবেশেই অবস্থান করুক না কেন সামাজিকভাবে শারীরিক, মানসিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতায় তাদের জীবন জর্জরিত। প্রভাবশালীদের নির্যাতন, মালিকশ্রেণীর নিষ্পেষণ, এলিট শ্রেণীদের গালি, পথচারীদের চড়-থাপ্পড় তাদের নিত্যদিনের প্রাপ্তি। এক লোকমা খাবারের জন্য রাস্তায়, রেল স্টেশনে, বাস স্ট্যান্ডে, সিগন্যালে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির কাছে কত শত শিশু ভিক্ষা করে, হকারী করে। দিনশেষে তারা খেয়ে না খেয়ে শরীরের ক্লান্তি নিবারণের জন্য যখন খোলা আকাশের নীচে স্যাঁতসেঁতে মাটিতে মাথার নিচে ইট-পাথর অথবা নিজের নোংরা ছেঁড়া পরিধেয় পোষাকের পুটলি রেখে চোখের দু'পাতা বন্ধ করে; তখনই গাড়ির হর্ন, শা শা শব্দ, তীব্র গরম, মশার কামড়, প্রচণ্ড শীত কিংবা মুষলধারে বর্ষিত বৃষ্টি তাদের সেই ঘুমটুকুও কেড়ে নেয়। অন্ধকার রাতে কখনো পথচারী তাদের শরীরের সাথে হোঁচট খেয়ে রেগে-মেগে লাথি মারে, কখনো গায়ে পানি ঢেলে দেয় আবার কখনো উঁচু উঁচু ভবনের নিরাপত্তা প্রহরীর তাড়া খেয়ে নির্ঘুম রজনী পার করে। তাদের জীবনে নিরাপত্তা কোথায়? যারা বস্তি এলাকায় থাকে তাদেরই কি কোন নিরাপত্তা আছে? গ্রীষ্মে আগুন তাদের গ্রাস করে, খেলাঘরের ন্যায় পাতা বাসস্থান বৈশাখী ঝড়ে লণ্ড-ভণ্ড হয়ে যায়। বর্ষায় ছনের ছাউনি, পলিথিনের তাঁবু কিংবা ঝাঝরা টিনের চাল ভেদ করে পানি ঢুকে জীবনের যৎ সামান্য সম্বলটুকুও ভিজিয়ে চলে যায়। ভালো কোন পরিবেশ নেই, নেই জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় উপকরণ। শিক্ষা নেই, নেই চিকিৎসা। পথশিশু যেন বেওয়ারিশ জীবন্ত লাশ! এই লাশটাকে যে যার ইচ্ছা মত ব্যবহার করে। শহরের ছোট-বড় হোটেল, মোটর-বাইক গ্যারেজ, লেদ ম্যাশিন কারখানা থেকে শুরু করে গার্মেন্টস, ফ্যাক্টরিতে পর্যন্ত

---

৯. দৈনিক ইনকিলাব, ১১ই এপ্রিল ২০২৩, পৃ. ১২।

১০. Survey on Street Children 2022, March 2023, page. 26, 51.

১১. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৭৪১৫; ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৫৬২৭; সনদ হাসান, মাসিক আত-তাহরীক, ২৩তম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, জানুয়ারী ২০২০, পৃ. ৪৯।

১২. সম্পাদকীয়, মাসিক আত-তাহরীক, ১৫তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, নভেম্বর ২০১১, পৃ. ৪।

তারা কলুর বলদের মত পরিশ্রম করে। কিন্তু পারিশ্রমিকের নামে পায় শুভঙ্করের ফাঁকি। উপরন্তু চুন থেকে পান খসলেই বেতন কর্তন, চাকুরী থেকে বহিষ্কার, চড়-থাপ্পড়, কিল-ঘুষি, গালাগাল তো কিছুই নয়। নির্বিচারে নির্যাতন, ধর্ষণ এবং হত্যারও শিকার হ'তে হয়।

সুধী পাঠক! আমরা সব সময় রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলি। অবশ্যই রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা রয়েছে। কিন্তু আমরাও তো এই সমাজেরই একজন। আমরা আমাদের মনুষ্যত্ববোধ ও বিবেকের কাছে প্রশ্ন করি, কী করেছি পথশিশুদের জন্য? আমরা তাদের অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে না পারি কিন্তু তাদেরকে কি মানুষ ভাবতে পেরেছি? তাদের দেখে ভ্রু কুচকানো অথবা বিরক্তি ভরে নযর দেয়া বন্ধ করতে পেরেছি? তাদের শ্রমকে মূল্যায়ন করেছি? তাদের নায্য হিস্যা দিয়েছি? তাদের প্রতি আমাদের হাত ও যবানের মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন এবং পশুর ন্যায় যৌন লালসা বন্ধ করতে পেরেছি? অন্তত তাদের মাথায় হাত রেখে কী সহানুভূতির কোমল পরশ বুলিয়ে দিতে পেরেছি? সামাজিক জীব হিসাবে এগুলোই আমাদের সামাজিক দায়িত্ব। আমরা যদি এই দায়িত্ব পালন করে পারতপক্ষে তাদের মানসিক সমর্থন দিতে পারতাম, তাহ'লে তারা আজ নিরাপত্তাহীনতায় দিন যাপন করত না।

৩. শিশুশ্রম বন্ধে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ : ১৮ বছরের নীচে সকলকে শিশু হিসাবে গণ্য করা হয় বিধায় ৫-১৭ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের দ্বারা বেতনসহ অথবা বেতনবিহীন যে কাজ করানো হয় তাই শিশুশ্রমের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা (ILO)-এর ন্যূনতম বয়স কনভেনশন ১৩৮-এ বলা হয়েছে, ১২ বছর বয়সে একটি শিশুকে বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে হালকা কাজ করার অনুমতি দেওয়া হয় এবং ১৫ বছর বয়সে একটি শিশুকে কর্মশক্তিতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। বাংলাদেশ ২০০৬ সালে একটি শ্রম আইন পাশ করে চাকুরীর জন্য ন্যূনতম আইনী বয়স ১৪ বছর করেছে।[১৩] তাহ'লে প্রশ্ন দাঁড়ায়, আন্তর্জাতিক শিশু আইন অনুযায়ী ১৮ বছরের নীচে সকলে শিশু হ'লে ১২, ১৪ ও ১৫ বছর বয়সী শিশুদের কেন আইনী নিরাপত্তা বেষ্টনীতে রেখে শ্রমের অনুমতি দেয়া হচ্ছে? তাদের শ্রমকে কেন শিশুশ্রম বলা হবে না? যদি তারা শিশুশ্রম পুরোপুরি বিলুপ্ত করতেই চান তবে ১৮ বছরের পূর্বে সকল শিশুশ্রম কেন নিষিদ্ধ করা হচ্ছে না? তাহ'লে কী আইন প্রণেতারাই শিশুশ্রম সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করতে আগ্রহী নন?

পথশিশুদের উৎপত্তি যেমন পাশ্চাত্য সমাজে তদ্রূপ শিশুশ্রমও তাদের কাছ থেকেই বিকশিত হয়ে আজ পৃথিবীবাসীর জন্য কোমলমতি শিশুরা বোঝায় পরিণত হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে গ্রেট ব্রিটেনে কারখানা চালু হ'লে সর্বপ্রথম শিশুশ্রম একটি সামাজিক সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চল ও মধ্য পশ্চিমাঞ্চলে গৃহযুদ্ধের পর এবং দক্ষিণে ১৯১০ সালের পর শিশুশ্রম একটি স্বীকৃত সমস্যা হিসাবে দেখা দেয়। আগেকার দিনে শিশুরা কারখানায় শিক্ষানবিশ অথবা পরিবারের পরিচারক হিসাবে কাজ করত। কিন্তু কারখানাগুলোতে তাদের নিয়োগ করায় তারা দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে যায়। ব্রিটেনে ১৮০২ সালে এবং পরবর্তী বছরগুলোতে সংসদে গৃহীত আইন দ্বারা এ সমস্যার নিরসন হয়। ইউরোপের অন্যান্য দেশে একই ধরনের আইন অনুসরণ করা হয়। যদিও ১৯৪০ সাল নাগাদ বেশীর ভাগ ইউরোপীয় দেশে শিশুশ্রম আইন প্রণীত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় উৎপাদন বৃদ্ধির আবশ্যকতা হেতু বহু শিশুকে আবার শ্রমবাজারে টেনে নিয়ে আসে।[১৪]

সুতরাং নিজেদের শ্রমবাজারের মুনাফা ধরে রাখার জন্যই যে শিশুশ্রম সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ না করার পেছনে বড় একটা কারণ তা উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত ইতিহাস থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। কেননা সর্বশেষ ২০২০ সালে পরিচালিত আইএলও ও ইউনিসেফের যৌথ জরিপ অনুযায়ী, বর্তমান বিশ্বে ১৬০ মিলিয়ন শিশু শ্রমিক রয়েছে।[১৫] যারা দু'বেলা খাবারের আশায় ধনীদের সুখের জন্য নিজের শৈশব, কৈশোর বিসর্জন দিয়ে রক্ত পানি করে অর্থনীতির চাকা সচল করে রেখেছে। হয়তবা এজন্যই জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বড় আক্ষেপ করে ব্যথাতুর ভাষায় লিখেছিলেন,

ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ, চায় দু'টো ভাত একটু নুন
বেলা বয়ে যায়, খায়নি কো বাছা, কচি পেটে তার জ্বলে আগুন।
কেঁদে ছুটে আসি পাগলের প্রায়
স্বরাজের নেশা কোথা ছুটে যায়!
কেঁদে বলি, ওগো ভগবান! তুমি আজিও আছ কি? কালি ও চুন
কেন ওঠে না কো তাহাদের গালে, যারা খায় এই শিশুর খুন?

বাংলাদেশে শিশুশ্রম সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ নয়। ১৪ বছর বয়সী যেকোন শিশু কাজ করতে পারবে। কিন্তু বাস্তবে ১৪ বছর বয়সের কম শিশুকেও কাজ করতে দেখা যায়। জোরপূর্বক কেউ শিশুকে কাজে বাধ্য করলে দেশের প্রচলিত আইনে সে সাজা পাবে। কিন্তু জোর না করলে তার কোন সাজা নেই? এদিকে পরিসংখ্যান বলছে, জোরপূর্বক ৪.৭ মিলিয়ন শিশুকে শ্রম দিতে বাধ্য করা হয়।[১৬] তাহ'লে এ সমস্ত আইনের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? ২০১০ সালে শিশুশ্রম নিরসন নীতিমালা করা হয়েছে। কিন্তু তার কি কোন বাস্তবায়ন আছে? দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত ৯০.৭% শিশু কাজ করে এবং পরিবারের খরচ চালাতে ৭৪.৮% অর্থ ব্যয় করে দেয়।[১৭] অর্থাৎ সিংহভাগ শিশুই পরিবার কি জিনিস সেটা বুঝে উঠার আগেই পরিস্থিতি তাদের পরিবারের হাল ধরতে বাধ্য করে। যে বয়সে তাদের হাতে খাতা কলম থাকার কথা ছিল সে বয়সে তারা ভারী ভারী ম্যাশিন হাতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে

১৩. *শিশুদের সামাজিক নিরাপত্তা যরূরী, সম্পাদকীয়, প্রতিদিনের সংবাদ, ১৩ই জুন ২০২২, পৃ. ৪।*

১৪. *মুহাম্মাদ মনোয়ার পারভেজ মুন্না, ইসলামে শিশুর মৌলিক অধিকার ঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট, পৃ. ২৫৩।*

১৫. *Report title: Child Labour : Global estimates 2020, trends and the road forward, page. 8*

১৬. *সম্পাদকীয়, প্রতিদিনের সংবাদ, ১৩ই জুন ২০২২, পৃ. ৪।*

১৭. *Survey on Street Children 2022, March 2023, page. 38, 44.*

কাজ করে। যে বয়সে শিশুরা পুকুর দাপিয়ে গোসল করবে, খেলার মাঠ কাঁপিয়ে খেলবে, পিতা-মাতার স্নেহ ভাগাভাগি নিয়ে ভাইয়ে-ভাইয়ে খুনসুটি করবে সে বয়সে তাদের ঘাড়ে চাপে সংসার যন্ত্রের ভার। যে বয়সে কন্যা শিশু পাড়ার বান্ধবীদের সাথে পুতুল বিয়ে খেলবে, বাবার আদরের দুলালী হয়ে থাকবে, মায়ের বুকে মাথা রেখে ঘুমাবে কিন্তু সে বয়সে তারা দারিদ্র্যের কাছে পরাজিত হয়ে অন্যের বাড়ীতে কাজের বুয়া হয়ে যায়।

আমরা বিবেকের কাছে প্রশ্ন করি, দারিদ্র্যের শৃঙ্খলে বন্দি এসমস্ত শিশুদের শৈশব কে ফিরিয়ে দেবে? নিজেদের স্বার্থ হাছিলের জন্য আমরা যারা ফুলের মত নিষ্পাপ শিশুদের শৈশব কেড়ে নিচ্ছি তারা মহান আল্লাহ্‌র কাছে কি জবাব দেব? তাই আমরা শিশুদের কখনো কাজে লাগাবো না। শিশুদের পরিবর্তে যতদূর সম্ভব প্রাপ্ত বয়স্ক বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেব। সরকারকে শিশুদের হাতে থাকা ভারী ম্যাশিন কিংবা রান্না ঘরের হাতা খুন্তির পরিবর্তে বই-খাতা তুলে দিতে হবে। শিশুশ্রম সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে তাদের পরিবারকে পুনর্বাসন করতে হবে এবং অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৪. শিশুদের ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধকরণ : দেশে এমন কোন জনবহুল জায়গা নেই যেখানে ভিক্ষুক পাওয়া যাবে না। ভিক্ষা করা কারো পেশা, কারো নেশা, আবার কারো জীবন ধারণের জন্য সেটায় শেষ ভরসা। ২০২০ সালে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী সমাজসেবা অধিদপ্তর সূত্র বলছে, করোনা ভাইরাসের আগে সারা দেশে প্রায় সাড়ে ৭ লাখ ভিক্ষুক ছিল। তবে বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার (এনজিও) হিসাব মতে, দেশে ১২ লাখ মানুষ ভিক্ষাবৃত্তিতে জড়িত। করোনা ভাইরাসের পরে ভিক্ষুকের সংখ্যা প্রায় ১৫ লাখে গিয়ে ঠেকেছে।[১৮] এর মধ্যে পথশিশু কত তার কোন তথ্য দেয়া হয়নি। ২০২৩ সালে প্রকাশিত জরিপ মতে, ২০% ছেলে ও ৪৪.৩% মেয়ে পথশিশু হয় নিজে ভিক্ষা করে অথবা ভিক্ষাবৃত্তিতে সহায়তা করে।[১৯] ২০২২ সালের একটি হিসাব মতে, শুধু ঢাকা শহরেই ভিক্ষুকের সংখ্যা প্রায় দুই লাখ। এর মধ্যে ২০ শতাংশই শিশু। সেখানে প্রতিদিন প্রায় ২০ কোটি টাকার ভিক্ষাবাণিজ্য হয়। সেই হিসাবে মাসে ৬০০ কোটি টাকা।[২০]

এমন নগদ গণীমত কী পায়ে ঠেলা যায়? তাই একটা প্রতারক চক্র পথশিশুদের, কিডন্যাপ করে আনা শিশুদের, প্রতিবন্ধি শিশুদের হাতে ভিক্ষার ঝুলি ধরিয়ে দিয়ে জোরপূর্বক ভিক্ষা করায়। ভিক্ষার বুভুক্ষু লোভীরা কখনো অবুঝ দুগ্ধপোষ্য শিশুকে মায়ের কোলে তুলে দিয়ে ভিক্ষা করায়, কখনো ছোট্ট বালক-বালিকাকে অচেনা কোন মহিলার সাথে পাঠিয়ে ভিক্ষা করায়। এরপরেও যখন তাদের লোভাতুর খায়েশ অতৃপ্ত থাকে তখন ফুলের মত নিষ্পাপ সুস্থ শিশুদের দিনের পর দিন পাশবিক নির্যাতন করে বিকলাঙ্গ করে দিয়ে বেশী ভিক্ষা পাওয়ার উপযোগী (?) বানিয়ে ভিক্ষার ময়দানে ছেড়ে দেয়।

২০১০ সালে শিশুর অঙ্গহানি করে ভিক্ষাবৃত্তিতে বাধ্য করা বিষয়ে অমানষিক অপরাধ জগতের পর্দা ফাঁস হয়ে গেলে পরের বছর তথা ২০১১ সালে উচ্চ আদালত রাজধানীসহ দেশের সব স্থানে শিশুভিক্ষাবৃত্তি বন্ধে নির্দেশ দেয়। তার দু'বছর পর ২০১৩ সালে শিশু আইন পাশ হ'লে জোরপূর্বক ভিক্ষাবৃত্তিতে বাধ্য করলে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডের বিধান রাখা হয়। কিন্তু বাস্তবে সে আইন মানে কয়জন? ভিক্ষুকদের গডফাদাররা দেদারসে এখনো বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে। কে তাদের খোঁজ রাখে? পথশিশুদের বৃহৎ একটা অংশ হয় কারো দ্বারা বাধ্য হয়ে ভিক্ষা করে অথবা ক্ষুধা নিবারণের জন্য ভিক্ষাই তাদের একমাত্র উপায়। বর্তমানে নাকি মানুষের মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ বাড়ছে, দেশ উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলছে। তাহ'লে স্বাধীনতার এত বছর পরেও কেন জাতির ছোট্ট সোনামণিরা পথচারীদের পথ আটকে অশ্রু সজল চোখে দু'টাকা ভিক্ষার জন্য ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে? কী তাদের ভবিষ্যৎ? কোন দিকে যাচ্ছে এই প্রজন্ম?

সুতরাং শিশুদের ভিক্ষুক গডফাদারদের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে এবং যে সমস্ত শিশুরা ভিক্ষাবৃত্তি করে জীবন ধারণ করে তাদের চিহ্নিত করে সামাজিক বিকাশ নিশ্চিত করতে হবে। সরকারীভাবে তাদের জন্য আবাসিক স্কুল ও মাদ্রাসা গড়ে তুলে দু'বেলা দু'মুঠো খাবার মুখে তুলে দেয়ার পাশাপাশি শিক্ষা, চিকিৎসা তথা মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। আর এ কাজে সরকারের পাশাপাশি দেশের ধনী ব্যক্তিদের অর্থনৈতিক সাহায্য দানের মাধ্যমে এগিয়ে আসতে হবে।

৫. শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন থেকে হেফাযতকরণ : প্রায় প্রতিটি পথশিশু শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রতিনিয়ত নির্যাতনের শিকার হয়। পথে-ঘাটে, কর্মক্ষেত্রে, বাসা বাড়ীতে তারা এক বেলা খাবার না পেলেও মার-ধর, গালমন্দ, অসম্মানজনক নামে সম্বোধনের কোন কমতি হয় না। পথশিশুদের অনুকূলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বিদ্যমান। তবুও এই সমাজ তাদের জন্য নিরাপদ নয়। সবচেয়ে ঘৃণিত ঘটনা হ'ল, মানবীয় আকৃতির কিছু পশুদের দ্বারা দুর্ভাগা এই পথশিশুরা হত্যা ও যৌন নির্যাতনেরও শিকার হয়। তাদের যৌন ক্ষুধার নোংরা মানসিকতা থেকে ছেলে-মেয়ে কোন শিশুই রক্ষা পায় না। বিবিএস শিশু জরিপ তথ্য বলছে, ৯৬% পথশিশু নির্যাতনের শিকার হয়। এর মধ্যে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয় ৬১.৭% শিশু। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের হিসাব মতে, ২০২০ সাল থেকে ২৫ নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত গত চার বছরে ৫,২০৯ জন শিশুনির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। যেখানে ২০২৩ সালের ১১ মাসে রয়েছে ৯৭১ জন শিশু। এছাড়াও ২১৫০ শিশু হত্যা এবং ২৬৪৫ শিশু ধর্ষিত হয়েছে।[২১] অন্য একটি

১৮. *https://www.ittefaq.com.bd/200634; দৈনিক ইত্তেফাক, ২১ নভেম্বর ২০২০।*
১৯. *Survey on Street Children 2022, page. 43.*
২০. *দৈনিক যুগান্তর, ১৮ই জুন ২০২২, পৃ. ৫।*
২১. *দেশ রূপান্তর, ৩০শে নভেম্বর ২০২৩, পৃ. ১২।*

হিসাব মতে, চলতি বছরের গত জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত তিন মাসে সারা দেশে ১২৫ জন শিশু হত্যা, ১০৭ শিশু ধর্ষণ এবং ২২৮ জন শিশু বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েছে।[২২] এ পরিসংখ্যান চূড়ান্ত নয় বরং প্রকৃত সংখ্যা এর থেকেও অনেক বেশী। মাঝে মাঝে এ সকল শিশুদের উপর চালানো পাশবিক নির্যাতনের খবর মিডিয়া পাড়ায় সমালোচিত হয়। তাতে মনে প্রশ্ন জাগে, আসলেই কী আমরা মনুষ্য সমাজে বসবাস করছি?

২০১৫ সালের ৮ই জুলাই সিলেটের সবজি বিক্রেতা ১৩ বছরের কিশোর সামিউল আলম ওরফে রাজন-কে চুরির অপবাদ দিয়ে খুঁটির সাথে বেঁধে দেড় ঘণ্টা যাবৎ নৃশংসভাবে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। ছেলেটি নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে পানি খেতে চাইলে মানুষ নামক পশুটি বলেছিল, পানি নাই ঘাম খা! একই বছর ৩রা আগস্ট খুলনায় নির্যাতনের শিকার হওয়া সাতক্ষীরার রসূলপুর গ্রামের ১২ বছরের রাক্বিব গ্যারেজ পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। এ কারণে আগের গ্যারেজ মালিক ও তার সহযোগীরা তাকে ধরে মোটর সাইকেলের চাকায় হাওয়া দেওয়ার কমপ্রেসার মেশিনের নল মলদ্বারে ঢুকিয়ে দিয়ে পেটে বাতাস ভরে। ফলে শিশুটির পেট ফুলে নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে যায় ও ফুসফুস ফেটে মারা যায়। সেদিনই ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এলাকা থেকে সুটকেসের ভিতরে থাকা ৯ বছরের একটি ছেলের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। তার বুকে ও কপালে ইস্ত্রীর ছ্যাঁকার দাগ এবং পিঠে ছিল পাঁচ ইঞ্চির মত গভীর ক্ষত। সম্ভবতঃ সে কোন গৃহকর্মী ছিল।[২৩] এমন মর্মান্তিক বীভৎস ঘটনার বহু দৃষ্টান্ত দেয়া সম্ভব। কিন্তু রাক্বিব-রাজনের ঘটনায় আসামীদের মৃত্যুদণ্ড দিয়ে যে বিচার করা হয়েছে অন্যান্য অপরাধের ক্ষেত্রে কী সেটা হয়েছে? হয়নি। ক'জনের ভাগ্যে এমন বিচার জোটে? তাদের জন্য দেশের প্রতিটি স্তরের মানুষ আন্দোলন করেছিল; বিধায় দ্রুত বিচার হয়েছিল। কিন্তু সকলের জন্য কী প্রতিদিন আন্দোলন করা সম্ভব? দেশের কোণে কোণে হাযারো রাক্বিব-রাজনকে নির্যাতন, হত্যা, ধর্ষণ করা হচ্ছে। কয়টি ঘটনা প্রকাশ পাচ্ছে? এক ঘটনা অন্য ঘটনার নীচে চাপা পড়ছে। কোন ঘটনা ভুলক্রমে আদালত পর্যন্ত পৌঁছলেও বিচার আদালত পাড়াতেই মুখ থুবড়ে পড়ছে। সেখানে পথশিশুরা তো পথের কাঙ্গাল, তাদের উপর নির্যাতনের বিচার কে করবে?

৬. পথশিশুদের সামাজিক অপরাধ দমনে নমনীয় আচরণ : পথশিশুদের জীবন অত্যন্ত দুর্বিষহ। তাদের নেই কোন নির্দিষ্ট ঠিকানা, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা। সাধারণ শিশুই যদি পিতা-মাতার অবহেলায় আদর ও শাসন থেকে বিচ্ছিন্ন হয় তবে তার বিগড়ে যেতে সময় লাগে না। সেখানে মায়ের স্নেহ, বাবার আদর পথশিশুদের ভাগ্যে কমই জোটে। হয়ত কেউ জন্মের পর বাবার চেহারা দেখেনি, কেউ মাকে দেখেনি, বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন অথবা মা অন্যের বাড়ীতে সংসার পেতেছেন। কারও সাংসারিক বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে বিধায় সন্তান পথের সাথী হয়েছে, কেউ হয়ত কিছু বুঝে ওঠার আগেই মায়ের সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছে জীবিকার খোঁজে। সামান্য একটু বড় হ'লেই পেটের দায়ে মা এক পথে, সন্তান অন্য পথে চলে গিয়েছে। এভাবেই পথশিশুদের জীবন তাদেরকে দাঁড় করিয়ে দেয় নির্মম বাস্তবতার মুখে। ক্ষুধার জ্বালায় বিশৃঙ্খল জীবন অপরাধ জগতের দিকে ঝুঁকে পড়ে। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, ছুরিকাঘাত, মাদক সেবন, মাদক ব্যবসা ও পাচার এবং খুন করার মত ঘটনাও তারা ঘটাচ্ছে। পথশিশুদের অপরাধের মধ্যে মোবাইল ছিনতাই এবং ড্যান্ডি[২৪] সেবন ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। পথশিশুদের অপরাধের এই অন্ধকার জগৎ থেকে আলোর জগতে ফিরিয়ে আনতে হবে। সেজন্য অপরাধ করলেই তাদের আর পাঁচটা অপরাধীদের সাথে তুলনা করা যাবে না। কেননা তারা আর পাঁচজনের মত স্বাভাবিক জীবন পেয়ে বেড়ে উঠেনি। তাদের সাথে অবশ্যই নমনীয় আচরণ করতে হবে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, পথশিশু সমস্যা সমাধান কারো একার পক্ষে সম্ভব নয়। পরিবার, পিতা-মাতা ও সমাজ বলয়ের স্নেহ বঞ্চিত এই শিশুদের জন্য মমতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। তাদের জীবনমান উন্নয়ন করার জন্য আমাদেরকে তাদের প্রতি সদয় ও সহানুভূতিশীল হ'তে হবে। আল্লাহ যে মনুষ্যত্ব দিয়ে পৃথিবীতে আমাদের প্রেরণ করেছেন সে মনুষ্যত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাতে হবে। নিজের সন্তানকে আমরা যেমন আদর, ভালবাসা দিয়ে আগলে রাখি পথশিশুদের তদ্রূপ স্নেহ দিতে না পারলেও অন্তত তাদের দিকে সন্তানসূলভ দৃষ্টিতে তাকাব। নিজের সন্তান শত ভুল করলেও যেমন ক্ষমা করে কাছে টেনে নেই তদ্রূপ তারাও যেন আমাদের দ্বারা কোন শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার না হয় সেদিকে খেয়াল রাখব। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা সবচেয়ে বেশী। সরকারই পারে এ বিষয়ে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করতে। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন!

---

২২. *কালের কণ্ঠ, ৯ই অক্টোবর ২০২৩, https://www.kalerkantho.com/online/national/2023/10/09/1325356*

২৩. *সম্পাদকীয়, মাসিক আত-তাহরীক, ১৮তম বর্ষ, ১২তম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০১৫, পৃ. ২।*

২৪. *ড্যান্ডি মূলত এক ধরনের আঠা। ড্যানড্রাইট অ্যাডহেসিভ বা ড্যান্ড্রাইট নামের আঠাটিকেই পথশিশুরা ড্যান্ডি বলে চেনে। আঠায় থাকা কার্বন-ট্রাই-ক্লোরাইড, টলুইন, অ্যাসিটোন ও বেনজিন স্বাভাবিক তাপমাত্রাতেই বাষ্পে পরিণত হয়। এসব রাসায়নিক পলিথিনে ভরে নাকে শ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করে মাদকসেবি পথশিশুরা। এতে তারা এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক অবসাদে চলে যায়। এটি অন্য ধরনের এক অনুভূতির সৃষ্টি করে, যা আবেগকে ভিন্নভাবে পরিবর্তিত করে। ক্ষুধা নিবারণের জন্য পথশিশুরা এটি সেবন করে থাকে।*

দৃষ্টি আকর্ষণ

আত-তাহরীক-এ প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের দায়ভার সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপন দাতার। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের কোন দায়বদ্ধতা নেই। *-সম্পাদক।*

আসমান হ'তে লোহা নাযিলের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও বৃষ্টির পানির উপকারিতা

-ইঞ্জিনিয়ার আসীফুল ইসলাম চৌধুরী

মহিমান্বিত আল-কুরআন হ'ল দুনিয়ার জ্ঞানের মূল উৎস। আল-কুরআনের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একটি আয়াতে অনেকগুলো তত্ত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। আল-কুরআনের প্রতিটি আয়াতের প্রতিটি শব্দের তাৎপর্য রয়েছে। তেমনি এক আয়াত সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হ'ল। আল্লাহ বলেন, لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ– 'নিশ্চয়ই আমরা আমাদের রাসূলগণকে সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সঙ্গে প্রেরণ করেছি কিতাব ও ন্যায়দণ্ড। যাতে মানুষ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে। আর নাযিল করেছি লৌহ, যাতে আছে প্রচণ্ড শক্তি এবং রয়েছে মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ। এটা এজন্য যে, আল্লাহ জেনে নিবেন কে তাঁকে ও তাঁর রাসূলগণকে না দেখে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিমান ও মহা পরাক্রান্ত' *(হাদীদ ৫৭/২৫)*।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'লোহা নাযিল করেছেন'। যদি আল্লাহ বলতেন লোহা সৃষ্টি করেছেন বা লোহা মওজূদ রেখেছেন বা লোহা তৈরী করেছেন, তবে উক্ত আয়াত নিয়ে তেমন আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল না। কেননা লোহাসহ অন্যান্য সকল ধাতু পৃথিবীর অভ্যন্তরেই মওজূদ রয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যেহেতু বলেছেন, লোহা নাযিল করেছেন, তাই অবশ্যই এর তাৎপর্য রয়েছে।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, এখানে 'নাযিল' ক্রিয়াকে নাযিল অর্থেই গ্রহণ করতে হবে, خلقنا বা 'সৃষ্টি করা' অর্থে নয়। কেননা আরবরা نزول দ্বারা অবতরণ বুঝত। এর দ্বারা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, পাহাড়ের উপরে আল্লাহ লোহার খনি প্রস্তুত করেছেন। যেখান থেকে সেটি নাযিল হয় বান্দার কল্যাণে (ক্বাসেমী)। এর মধ্যে বিজ্ঞানের একটি অজানা উৎসের সন্ধান রয়েছে। কেননা সাধারণভাবে সবাই জানেন যে, লৌহ ভূগর্ভের খনিতে উৎপন্ন হয়'।[১]

এক্ষণে আমরা দেখব লোহা কোথা থেকে নাযিল হয়। প্রথমে আমরা জেনে নেই লোহার আবিষ্কার সম্পর্কে।

লোহার আবিষ্কার :

প্রত্নতাত্ত্বিকরা বিশ্বাস করেন যে, প্রাচীন মিশরের হিট্টিরা (আধুনিক তুর্কি) ৫০০০ থেকে ৩০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে লোহা আবিষ্কার করে। এই সময় তারা হাতুড়ি বা ধাতু হাতুড়ি বা ধাক্কা হাতিয়ার এবং অস্ত্র তৈরি করে। তারা উল্কাপিণ্ড থেকে এটি খুঁজে বের করে এবং এর আকরিক ব্যবহার করে বর্শা, সরঞ্জাম এবং অন্যান্য ট্রিঙ্কেট তৈরি করত। ২০০০ BCE এবং ১২০০ BCE এর মধ্যে হিট্টিরা লোহা গলানোর জন্য একটি প্রক্রিয়া তৈরি করেছিল।[২]

অর্থাৎ প্রত্নতাত্ত্বিকরা সুনির্দিষ্ট করে বলতে পারছেন না কখন লোহা আবিষ্কৃত হয় এবং কখন থেকে এর ব্যবহার শুরু হয়।

লোহা কোথা থেকে এসেছে?

লোহার মূল উৎস হ'ল গ্রহঃলোহা। যা মূলতঃ তারার উপাদানগুলির ফিউশন হ'তে তৈরি হয়। কোটি কোটি বছর পূর্বে সুপারনোভা নামক নক্ষত্রে বিশাল বিস্ফোরণের কারণে উল্কা হিসাবে লোহা পৃথিবীতে আসে।

ফিউশন হ'ল এক ধরনের নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া। কিছু নিউক্লিয়াস নিজেদের মধ্যে বিক্রিয়া করে অপেক্ষাকৃত বড় নিউক্লিয়াস গঠন করার প্রক্রিয়াকে নিউক্লিয়ার ফিউশন বলে। একটি পরমানু কেন্দ্রকে নিউক্লিয়াস বলা হয়। যার মধ্যে রয়েছে দু'টি মৌলিক কণিকা প্রোটন এবং নিউট্রন।

নক্ষত্রের কেন্দ্রস্থলে উপস্থিত হাইড্রোজেন নিঃশেষ হয়ে গেলে নক্ষত্রটি তার ফিউশন বিক্রিয়া শুরু করে। হাইড্রোজেন হিলিয়ামের সাথে ফিউশন বিক্রিয়া করে ভারী উপাদান তৈরি করে। এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকে। প্রথমে কার্বন, তারপর নিয়ন, তারপর অক্সিজেন, তারপর সিলিকন, শেষ পর্যন্ত এটি শেষ পণ্য হিসাবে লোহার ছাই তৈরি করে। ফিউশন প্রক্রিয়ায় তাপশক্তি উৎপন্ন হয়। লোহা এবং নিকেলের চেয়ে ভারী উপাদানগুলি গঠিত হয় না। কারণ এদের ফিউশন সংগঠিত হওয়ার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন হয় তা পাওয়া যায় না। যে নক্ষত্রগুলি তাদের জ্বালানী শেষ করে ফেলেছে এবং যখন তারার জীবনকাল শেষ হয়ে যায় তখন তারা সুপারনোভা বিস্ফোরণে বিস্ফোরিত হয়। বিস্ফোরণের কারণে লোহার টুকরোগুলো মহাকাশের চারপাশে বিস্ফোরিত হয়। লোহার এই টুকরোগুলো উল্কা আকারে পৃথিবীতে আসে।[৩]

আল্লাহ বলেন, أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ– 'তোমরা কি দেখ না, নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে সবকিছুকে আল্লাহ তোমাদের বশীভূত করেছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও গোপন নে'মত সমূহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন? অথচ লোকদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, যারা কোনরূপ জ্ঞান, পথনির্দেশ বা উজ্জ্বল কিতাব ছাড়াই আল্লাহ সম্পর্কে বিতণ্ডা করে' *(লোকমান ৩১/২০)*।

১. *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, তাফসীরুল কুরআন, ২৬-২৮ পারা, পৃ-৩৭৩।*

২. *History of Iron Castiong part-1 by C.A.Lawton.*

৩. *Characteristics of Terrestrial Planets" by John Chambers*

সূরা হাদীদের ২৫নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা জানিয়েছেন যে, লোহা নাযিল হয় অর্থাৎ আসমান হ'তে লোহা অবতীর্ণ হয়। সূরা লোকমানের ২০নং আয়াতে আসমান এবং যমীনে যা কিছু আছে তা মানুষের জন্য নিয়োজিত বলা হয়েছে। এক্ষণে আমরা বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে জানতে পারলাম যে, মূলতঃ নক্ষত্র হ'তে এই লোহার অবতরণ হয়। অতএব আমরা আল-কুরআনের আরোও একটি আয়াতের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সম্পর্কে জানতে পারলাম।

পৃথিবীতে কি লোহা তৈরী হওয়া সম্ভব?

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, নিউক্লিয়ার ফিউশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তারার সুপারনোভা বিস্ফোরনের মাধ্যমে লোহার উৎপত্তি হয়। লোহা উৎপন্ন হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় তাপ এবং চাপের অবস্থা পৃথিবীতে পাওয়া যাবে না। নিউক্লিয়ার ফিউশন বিক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় তীব্র চাপ এবং তাপ শুধুমাত্র নক্ষত্রের কোরে বা সুপারনোভার সময় পাওয়া যায়। অতএব এটা মনে করা হয় যে পৃথিবীতে এবং আমাদের সৌরজগতে লোহা পূর্ববর্তী প্রজন্মের নক্ষত্রে গঠিত হয়েছিল এবং পরে গ্রহাণু এবং ধূমকেতুর প্রভাবের মাধ্যমে আমাদের গ্রহে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

ভূ-পৃষ্ঠে লোহার উৎস :

সর্বাধিক বিস্তৃত লোহা বহনকারী খনিজগুলি হ'ল অক্সাইড, এবং লৌহ আকরিক প্রধানত হেমাটাইট দিয়ে গঠিত। যা লাল, ম্যাগনেটাইট যা কালো, লিমোনাইট যা বাদামী এবং সিডেরাইট যা ফ্যাকাশে বাদামী।

হেমাটাইট এবং ম্যাগনেটাইট হ'ল সবচেয়ে সাধারণ ধরনের আকরিক। ভূ-ত্বকে যতগুলো মৌলিক উপাদান পাওয়া যায় লোহা হ'ল তাদের মধ্যে চতুর্থ। পৃথিবীর ভূত্বকের প্রায় সমস্ত লোহা ১.৮ বিলিয়ন বছর পূর্বে জমাট বাধা শিলা হ'তে আসে। যখন থেকে মহাসাগরে বিদ্যমান জীবগুলো সালোক সংশ্লেষণের জন্য অক্সিজেন ছাড়া শুরু করে তখন থেকে পানিতে থাকা লোহা অক্সিজেনের সাথে দ্রবীভূত হয়ে হেমাটাইট এবং ম্যগনেটাইট নামক আকরিকে পরিণত হয়।

লোহার আকরিক উৎপাদনের পাঁচটি বৃহত্তম রাষ্ট্র হ'ল চীন, ব্রাজিল, অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়া ও ইউক্রেন। তবে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং কাজাখস্তানও উৎপাদন করে থাকে।

এক সাথে এই নয়টি দেশ বিশ্বের ৮০ শতাংশ লৌহ আকরিক উৎপাদন করে। ব্রাজিল, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা এবং ভারত সবচেয়ে বেশী রপ্তানি করে, যদিও সুইডেন, লাইবেরিয়া, ভেনিজুয়েলা, মৌরিতানিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকাও প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি করে। জাপান, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হ'ল লোহার প্রধান আমদানিকারক।[৪]

আল্লাহ বলেন, مَنَافِعُ لِلنَّاسِ (মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ)। এই লোহা বহুকাল ধরে মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বর্তমান সভ্যতায় লোহা ছাড়া কোন স্থাপনা কল্পনা করা যায় না।

লোহার ব্যবহার :

প্রায়ই ৯৮ ভাগ লোহার আকরিক ইস্পাত তৈরীতে ব্যবহৃত হয়। বাকী ২ ভাগ লোহার আকরিক প্রভাবকের জন্য লোহার গুড়া, ঔষধ শিল্পের জন্য তেজস্ক্রিয় লোহা, এছাড়া রঙ, কালি, প্রসাধনী এবং প্লাস্টিকের মধ্যে লোহার নীল ব্যবহৃত হয়।

লোহার সাথে কার্বন, নিকেল, ক্রোমিয়াম, ভ্যানাডিয়াম, টংস্টেন এবং ম্যাঙ্গানিজ সংযোজন করে এক ধরনের স্টীল তৈরী করা হয় যা ব্রীজ নির্মাণ, বিদ্যুতের তোরণ, সাইকেলের চেইন, কাটিং টুলস এবং রাইফেলের ব্যারেল তৈরীতে ব্যবহৃত হয়। কাস্ট আয়রনে ৩-৫% কার্বন থাকে যা পাইপ, ভালভ এবং পাম্প তৈরীতে ব্যবহৃত হয়। লোহা দ্বারা চুম্বক তৈরী করা যায়। স্টেইনলেস স্টীল যা লোহা, নিকেল, ক্রোমিয়াম দ্বারা গঠিত। যা ছুরি, কাটা চামচ, পাক ঘরের সিংক, রসায়ন শিল্পের বিক্রিয়ার পাত্র, অপারেশনের যন্ত্রপাতিতে ব্যবহৃত হয়।

উপোরক্ত আলোচনায় আমরা আল্লাহ তা'আলার অনন্য সৃষ্টি সম্পর্কে জানলাম। পৃথিবীতে যতবেশী গবেষণা হচ্ছে আল-কুরআনে বিদ্যমান আসমান এবং যমীন সম্পর্কিত তথ্যসমূহ তত সুস্পষ্ট হচ্ছে এবং তা অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে দলীলে পরিণত হচ্ছে। যা ক্বিয়ামতের দিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হবে। আল-কুরআনের সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখার পরও যারা ঈমান আনেনি, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

বৃষ্টির পানির উপকারিতা

আল কুরআনে আসমান ও যমীনের যতগুলো বস্তু সম্পর্কে নিদর্শন দেওয়া হয়েছে প্রত্যেক বস্তুতে দুনিয়াবাসীর জন্য বিবিধ কল্যাণ নিহিত রয়েছে। একজন মুসলিম সেই কল্যাণ স্রেফ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মান্য করার মাধ্যমে পেয়ে যায়। কিন্তু একজন আমুসলিমকে সে কল্যাণ পেতে হ'লে বহু গবেষণা করতে হয়। এমনকি তাদের গবেষণার মধ্যে অনেক সময় ভুল তথ্য বের হয়ে আসে। যা অনেকের জন্য অকল্যাণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মুসলিমদের অনেকে তাদের ভুল গবেষণার ফাদে পড়ে আল্লাহ্র নির্দেশের উপর সন্দেহ পোষণ করে নিজেকে বিপদগামী করে ফেলে। আল্লাহ বলেন, الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ 'সত্য সেটাই যা তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে আসে। অতএব তুমি অবশ্যই সংশয়বাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না' *(বাক্বারাহ ২/১৪৭)*।

বর্তমান সময়ে সংশয়কারীরা আল-কুরআনের বিরুদ্ধে মানুষের মধ্যে সংশয় তৈরী করার জন্য যে শাস্ত্রকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করছে তা হ'ল বিজ্ঞান। আমাদের রবের পক্ষ থেকে আল-কুরআন নাযিল হয়েছে এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঘোষণা করেছেন যে, এই কিতাবে কোনরূপ সংশয় নেই, কোনরূপ সন্দেহ নেই। আল্লাহ বলেন, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ 'এই কিতাব, যাতে

৪. *Ores, Britannica.*

কোনই সন্দেহ নেই। যা আল্লাহভীরুদের জন্য পথ প্রদর্শক' *(বাক্বারাহ ২/২)*।

আল-কুরআনের উপর আমাদের ঈমানকে আরো দৃঢ় করার জন্য, সংশয়মুক্ত রাখার জন্য কুরআন নিয়ে গবেষণা করতে হবে। ফলে আল-কুরআন হ'তে এমন তথ্য বের হবে, যা পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের বের করতে বছরের পর বছর লেগেছে। আমাদের চেষ্টা করতে হবে আল-কুরআনের বৈজ্ঞানিক তথ্য মানুষের নিকট তুলে ধরা। এতে মানুষের দুনিয়াবী কল্যাণ হবে এবং মানুষ কুরআনের দাওয়াত গ্রহণ করবে।

আমরা আমাদের ধারাবাহিক বিবরণে আল-কুরআনে বিদ্যমান বিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্যাদি বৈজ্ঞানিক গবেষণাসহ প্রকাশ করার চেষ্টা করছি। এ পর্যায়ে আমরা বৃষ্টির পানির উপকারিতা জানার চেষ্টা করব।

আমরা বিভিন্ন উৎস থেকে পানি পেয়ে থাকি যথা- নদী, পুকুর, খাল-বিল, সমুদ্র এবং আসমান হ'তে বৃষ্টির পানি। আল্লাহ বলেন, وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، 'আর আমরা আকাশ থেকে বরকতময় বৃষ্টি বর্ষণ করি। অতঃপর তার মাধ্যমে বাগান ও শস্য বীজ উদ্গত করি' *(ক্বা-ফ ৫০/৯)*।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা উক্ত আয়াতে বৃষ্টির পানিকে বরকতময় বলেছেন এবং আরো জানিয়েছেন তা দ্বারা গাছপালার বর্ধন এবং শস্যদানা উৎপাদন করা যায়। এখন প্রশ্ন হ'ল- পানির বিভিন্ন উৎস থাকার পরও বৃষ্টির পানিকে কেন বরকতময় বলা হয়েছে? কেন এই পানি গাছপালা এবং শস্যদানা উৎপাদনের জন্য উপকারী?

বৃষ্টির পানি হ'ল স্থলভাগের বিভিন্ন অংশের পানি যেমন- সমুদ্র, নদী, পুকুর ইত্যাদির পানি বাষ্পীভূত হয়ে আসমানে মেঘ হিসাবে জমা হয় এবং পরবর্তীতে বৃষ্টি আকারে ঝরে পড়ে। এখন প্রশ্ন হ'ল এই বৃষ্টির পানি কি বিশুদ্ধ? গবেষণায় জানা গেছে যে, যত ধরনের উৎস হ'তে পানি পাওয়া যায় তার মধ্যে বৃষ্টির পানি হচ্ছে সবচেয়ে বেশী বিশুদ্ধ। কিন্তু যখন বৃষ্টির পানি পৃথিবীতে নেমে আসে তখন বায়ুমণ্ডলে বিদ্যমান কার্বনডাই অক্সাইডের সাথে বিক্রিয়া করে কার্বনিক এসিডে পরিণত হয় এবং যখন বৃষ্টির ফোটা তৈরী হয় তখন বায়ুতে বিদ্যমান ধুলিকণা এবং বায়ুবাহিত ব্যাকটেরিয়া এর সাথে যুক্ত হয়। এই কারণে বৃষ্টির পানি সরাসরি পান করা উচিত নয়।

বৃষ্টির পানির উপাদান সমূহ : বৃষ্টির পানি হ'ল একটি মিশ্র তড়িত বিশেষ্য (অর্থাৎ যার মধ্যে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আধান বিদ্যমান) যা বিভিন্ন ধরনের আয়রণ সরবরাহ করে থাকে। যথা- সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ক্লোরাইড, বাইকার্বোনেট, সালফেট আয়রণ হ'ল প্রধান উপাদান যা অ্যামোনিয়া, নাইট্রেট, নাইট্রাইট, নাইট্রোজেন এবং অন্যান্য নাইট্রোজেন গঠিত যৌগ হিসাবে থাকে।[৫]

বৃষ্টির পানি কিভাবে বাগ-বাগিচা এবং শস্যদানা উৎপাদনে কার্যকরী?

বৃষ্টির পানির দ্বারা বাগ-বাগিচা এবং শস্যদানার দ্রুত বর্ধন হয়। বৃষ্টির পানির মধ্যে থাকা উপরে বর্ণিত নাইট্রোজেন গঠিত যৌগসমূহ হ'ল এর প্রধান কারণ। বৃষ্টির পানিতে অন্যান্য পানির তুলনায় বেশী পরিমাণে অক্সিজেন থাকে এবং এটি গাছগুলিকে পরিপূর্ণ এবং উজ্জ্বল হ'তে সাহায্য করে। বৃষ্টি হ'লে বায়ুমণ্ডলে থাকা কার্বনডাই অক্সাইড ভূমিতে নেমে আসে, যা সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের খাদ্য তৈরীতে ব্যবহৃত হয়। একবার কার্বনডাই অক্সাইড মাটিতে পৌঁছালে, এটি গাছের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি তৈরি করতে সাহায্য করতে পারে। বৃষ্টির পানি সাধারণত বাগানের সকল স্থানে সমভাবে পতিত হয় তাই মাটির সকল অংশে রাসায়নিক উপাদানসমূহ সমভাবে গৃহীত হয়। এছাড়া বৃষ্টির পানি বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকারক উপাদান, ধূলিকণা এবং বিভিন্ন ধরনের দূষক ধুয়ে ফেলে যা গাছের পাতা দ্বারা ঢাকা থাকে।[৬]

মাটিতে শস্য উৎপাদন করার জন্য মাটির pH 5.5 হ'তে ৬.৫ হ'তে হয়। কিন্তু আমরা যে পাইপের পানি ব্যবহার করি তার pH 8.5 হ'তে 10.5 হয়, যা শস্যের জন্য ক্ষতিকারক। অপরদিকে বৃষ্টির পানি সামান্য এসিডিয় হওয়ায় এর pH 7-এর নীচে থাকে, যা শস্য উৎপাদনের জন্য উপকারী। জেনে রাখা ভালো যে, কোন কিছুর pH 7-এর কম হ'লে তা এসিডিয় এবং 7-এর বেশী হ'লে তা ক্ষারীয়। বৃষ্টির পানিতে প্রয়োজনীয় পরিমাণে কার্বন থাকে, যা গাছের চারপাশের মাটিতে উপস্থিত মাইক্রো-নিউট্রিয়েন্টকে উন্মুক্ত করতে সাহায্য করে। এই মাইক্রো-নিউট্রিয়েন্ট হ'তে পারে জিঙ্ক, ম্যাঙ্গানিজ, কপার এবং ম্যাগনেসিয়াম। এই প্রয়োজনীয় মাইক্রো-নিউট্রিয়েন্টগুলি গাছের দ্রুত বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। বৃষ্টির পানিতে নাইট্রোজেন গঠিত যৌগ থাকার কারণে গাছের বৃদ্ধি বেশী হয় এবং অত্যধিক সবুজ হয়। এই কারণে আমরা বর্ষাকালে গাছের পাতা অত্যধিক সবুজ দেখতে পাই।[৭]

বৃষ্টির পানি মানুষের শরীরের জন্য কেন উপকারী?

বৃষ্টির পানি যেভাবে গাছপাল এবং শস্যদানা উৎপাদনের জন্য বরকতময়, তদ্রূপ বৃষ্টির পানি মানুষের শরীরে লাগলে বিবিধ উপকার সাধিত হয়। আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وسلم مَطَرٌ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَسَرَ ثَوْبَهُ عَنْهُ حَتَّى أَصَابَهُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ قَالَ: لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ، 'একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে থাকাবস্থায় বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হয়। তিনি বাইরে বেরিয়ে যান এবং শরীর থেকে কাপড় খুলে ফেলেন, যাতে বৃষ্টির পানি তাঁর শরীরে পড়ে। তখন আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করি, ইয়া

৫. *Rainwater as a Chemical Agent of Geologic Processes A ReviewBy DOROTHY CARROLL, page-3.*

৬. *spectrumnews 04,dec, 2023.*

৭. *Bonasila, 25, sept, 2021.*

রাসূলাল্লাহ! আপনি এরূপ কেন করলেন। তখন তিনি বলেন, এ বৃষ্টি এখনই তার রবের পক্ষ থেকে বর্ষিত হচ্ছে'।[৮]

বৃষ্টির পানিতে রাসায়নিক দ্রব্য এবং খনিজ উপাদান কম থাকায় এই পানি শরীরের জন্য উপকারী। গবেষণায় দেখা গেছে, বৃষ্টির পানিতে পাওয়া অণুজীবগুলি মানবদেহে ভিটামিন বি-১২ উৎপাদনকে ত্বরান্বিত করতে পারে, যার ফলে এটি স্বাস্থ্যকর কোষের বৃদ্ধি, ত্বকের হাইড্রেশন উন্নত করতে এবং ত্বকের জ্বালাপোড়ার ঝুঁকি কমাতে একটি দুর্দান্ত উপায় হিসাবে কাজ করে।

বৃষ্টির পানি শুধু শারীরিক উপকার করে না, মানসিক উপকারও সাধন করে। গবেষণায় জানা গেছে যে, বৃষ্টির পানি যখন মুখে পড়ে তখন বৃষ্টির পানির শিথিলতার প্রভাব মানুষের অন্তরের উপর পড়ে। এর ফলে এন্ডোরফিন এবং সেরোটোনিন নামক হরমোন নিঃসরনের অবস্থা তৈরী হয়। এগুলি আনন্দ হরমোন হিসাবে পরিচিত, যা সুখ এবং আনন্দের জন্য দায়ী। মেজাযের এই স্বাভাবিক বৃদ্ধি মানুষকে বিবিধ উদ্বেগ থেকে বিরত থাকতে সহায়তা করতে পারে।[৯]

আমরা উপরোক্ত আলোচনা হ'তে জানতে পারলাম বৃষ্টির পানির বিভিন্ন উপকার সম্পর্কে। আল্লাহ তা'আলা বৃষ্টির পানিকে বরকতময় করেছেন এবং এর দ্বারা বাগ-বাগিচা এবং শস্যদানা উৎপাদন করেন। আমরা জানতে পারলাম এই বৃষ্টির পানি মানব জীবনের জন্য কতটা কল্যাণকর। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বৃষ্টির পানি শরীরে লাগাতেন। অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অনর্থক কোন কাজ করেননি। এই বৃষ্টির পানি আমাদের শরীরের বিবিধ উপকার সাধন করে। অতএব আমরা যদি কুরআন এবং ছহীহ হাদীছের যাথাযথ অনুসরণ করি, তবে বিনিময়ে পরকালে লাভ করব আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং ইহকালে লাভ করব শারীরিক এবং মানসিকভাবে সুস্থ একটি জীবন। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!!

---

৮. *আবুদাঊদ হা/৫০১২।*

৯. *healthians, 20 july, 2023.*

ATAB MEMBER
Biman BANGLADESH AIRLINES

ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস

ট্রাভেল এজেন্সী নিবন্ধন সনদ নং ০০১৩৫৯৬, ATAB রেজিঃ নং ১৭১৪২

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরাহ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা! ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস (সাবেক **ক্বাযী হজ্জ কাফেলা**) বিগত কয়েক বছর যাবৎ রাসূল (ছাঃ)-এর শেখানো পদ্ধতি মোতাবেক পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারীদের খিদমত করে আসছে। আগামী বছরগুলিতেও এ ট্রাভেলস আপনাদের খিদমতে নিয়োজিত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে বিশুদ্ধ নিয়তে ও সুন্নাতসম্মত পদ্ধতিতে হজ্জব্রত পালনের তাওফীক দান করুন-আমীন!

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহ্‌র সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।
- একাধিক প্যাকেজ মোতাবেক উভয় হারামের সম্ভবপর নিকটবর্তী স্থানে আবাসনের ব্যবস্থা।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা।
- ঢাকা বিমানবন্দর হ'তে শুরু করে ফেরত আসা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক গাইডের ব্যবস্থা।
- হজ্জ ও ওমরাহ্‌র যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার জন্য নিয়মিত তা'লীমের ব্যবস্থা।

বিঃ দ্রঃ

- **সব সময় হজ্জের প্রাক-নিবন্ধন চালু আছে।**
- **প্রতিমাসে ওমরাহ্‌র প্যাকেজ চালু থাকবে (যাত্রী হওয়া সাপেক্ষে)। সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ (দুই) মাস আগে যোগাযোগ করতে হবে।**

ঢাকা অফিস : ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস, আল-আমীন কমপ্লেক্স, ২৬২, ফকিরের পুল (৪র্থ তলা, স্যুট নং ৪০৩), মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০।
মোবাইল নং ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩। ই-মেইল : quaziharuntravels1967@gmail.com

রাজশাহী অফিস : ক্বাযী হারূণুর রশীদ, ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫।

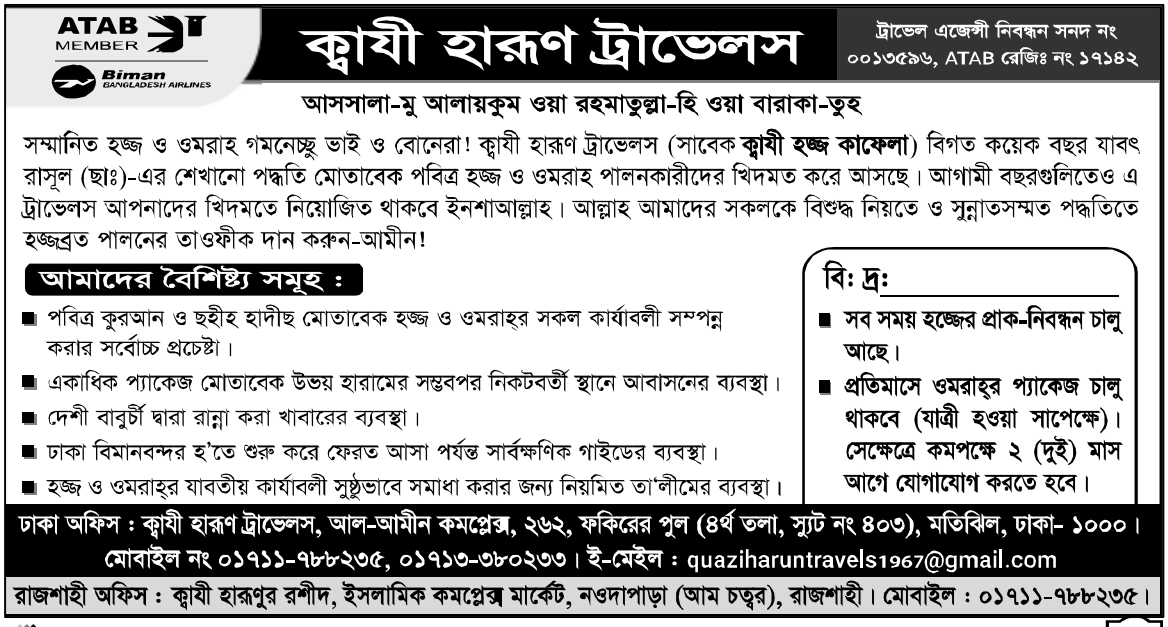

অমর বাণী

-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ*

১. মালেক বিন দীনার (রহঃ) বলেন, كفى بالمرء خيانة أن يكون أميناً للخونة، وكفى بالمرء شراً أن لا يكون صالحاً ويقع بالصالحين، 'কোন ব্যক্তির খেয়ানতকারী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে খেয়ানতকারীর রক্ষক হবে। আর কোন মানুষের নিকৃষ্ট হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে নিজে নেককার হবে না; কিন্তু নেককার লোকদের সমালোচনা করবে'।[১]

২. আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, نِيَّة الْمُؤمن خير من عمله وَإِن الله عز وَجل ليعطي العَبْد على نِيَّته مَا لَا يُعْطِيهِ على عمله وَذَلِكَ إِن النِّيَّة لَا رِيَاء فِيهَا وَالْعَمَل يخالطه الرِّيَاء، 'মুমিনের আমলের তুলনায় তার নিয়তের গুরুত্ব বেশী। মহান আল্লাহ বান্দাকে তার নিয়তের কারণে যত দান করেন, স্রেফ আমলের কারণে ততটুকু প্রদান করেন না। কারণ হ'ল, (খালেছ) নিয়তের মাঝে রিয়া বা লৌকিকতা থাকে না; কিন্তু আমলের সাথে রিয়া মিশ্রিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে'।[২]

৩. আমের বিন আব্দে ক্বায়েস (রহঃ) বলেন, إذا الكلمة خرجت من القلب وقعت في القلب، وإذا خرجت من اللسان لم تجاوز الآذان، 'যে কথা অন্তর থেকে বের হয়, সেটা অন্তরে দাগ কাটে। আর যে কথা স্রেফ মুখ দিয়ে বের হয়, সেটা কানের পর্দাও অতিক্রম করে না'।[৩]

৪. আবদাহ ইবনে আবী লুবাবাহ (রহঃ) বলেন, أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَى الرِّيَاءِ آمَنُهُم مِنْهُ، 'রিয়া বা লৌকিকতার সবচেয়ে নিকটবর্তী ঐ ব্যক্তি, যে নিজেকে রিয়া থেকে নিরাপদ মনে করে'।[৪]

৫. বিশর আল-হাফী (রহঃ) বলেন, قَدْ يَكُوْنُ الرَّجُلُ مُرَائِيًا بَعْدَ مَوْتِه يُحِبُّ أَنْ يَكْثُرَ الْخَلْقُ فِي جَنَازَتِهِ، 'কিছু মানুষ মৃত্যুর পরেও রিয়াকারী বলে গণ্য হ'তে পারে। সে চায়- মৃত্যুর পর তার জানাযায় অনেক মানুষ হোক (আর অন্যরা সেটা দেখে তার উচ্চ প্রশংসা করুক)।[৫]

৬. ফুযাইল ইবনে ইয়ায (রহঃ) বলেন, مَا مِنْ أَحَدٍ أَحَبَّ الرِّئَاسَةَ إِلَّا حَسَدَ وَبَغَى وَتَتَبَّعَ عُيُوبَ النَّاسِ وَكَرِهَ أَنْ يُذْكَرَ أَحَدٌ بِخَيْرٍ، 'যে নেতৃত্ব কামনা করবে, সে অবশ্যই হিংসা করবে, বাড়াবাড়ি করবে, মানুষের দোষ খুঁজে বেড়াবে এবং কারো ভালো কাজের সুনাম হওয়াকে অপসন্দ করবে'।[৬]

৭. ইবরাহীম বিন আদহাম (রহঃ) বলেন, من طلب العلم خالصا ليتفع به عباد الله وينفع نفسه كان الخمول أحب إليه من التطاول، فذلك الذي يزداد في نفسه ذلا، وفي العبادة اجتهادا، ومن الله خوفا، وإليه اشتياقا، وفي الناس تواضعا، 'যে ব্যক্তি নিজে উপকৃত হওয়ার জন্য এবং অন্যদেরকে উপকৃত করার জন্য একনিষ্ঠভাবে ইলম শিখে, মানুষের কাছে সুপরিচিত হওয়ার চেয়ে অপরিচিত থাকাই তার কাছে অধিক প্রিয়তর হবে। এই একনিষ্ঠ ইলমের জন্য সে নিজেকে খুব তুচ্ছ মনে করে, ইবাদত-বন্দেগীতে পরিশ্রমী হয়, আল্লাহকে আরও বেশী ভয় পায়, তাঁর প্রতি আরও বেশী আগ্রহী হয় এবং মানুষের মাঝে সে হয় সবচেয়ে বিনয়ী'।[৭]

৮. সাহল ইবনে আবূ আসাদ (রহঃ) বলেন, مَثَلُ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ تَجْتَمِعَ لَهُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ كَمَثَلِ عَبْدٍ لَهُ رَبَّانِ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا يُرْضِي، 'যে ব্যক্তি কামনা করে যে, দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় কল্যাণ তার জন্য একত্রিত হোক, তার উপমা সেই কৃতদাসের ন্যায়, যার দু'জন মনিব আছে। কিন্তু সে জানে না কোন মনিবকে সে সন্তুষ্ট করবে'।[৮]

৯. ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, كثير من الناس يصبر على مكابدة قيام الليل في الحر والبرد وعلى مشقة الصيام ولا يصبر عن نظرة محرمة، 'এমন অনেক মানুষ আছে, যারা শীত-গ্রীষ্মে তাহাজ্জুদ ছালাত আদায়ের পরিশ্রমে ধৈর্য ধারণ করতে পারে, ছিয়ামের কষ্টে ছবর করতে পারে; কিন্তু তারা হারাম দৃষ্টিপাতের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করতে পারে না'।[৯]

১০. ইমাম ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, من احب الا يَنْقَطِع عمله بعد مَوته فلينشر الْعلم بالتدوين والتعليم، 'যে ব্যক্তি কামনা করে যে, মৃত্যুর পরেও তার আমলের ধারা অব্যাহত থাকুক, সে যেন লেখালেখি এবং দরস-তাদরীসের মাধ্যমে ইলমের প্রচার-প্রসার ঘটায়'।[১০]

১১. ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, كُلُّ نَقْصٍ وَبَلَاءٍ وَشَرٍّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَسَبَبُهُ الذُّنُوبُ، وَمُخَالَفَةُ أَوَامِرِ الرَّبِّ، فَلَيْسَ فِي الْعَالَمِ شَرٌّ قَطُّ إِلَّا الذُّنُوبُ وَمُوجِبَاتِهَا، 'পাপাচার এবং রবের নির্দেশনা লঙ্ঘনের কারণেই দুনিয়া ও আখেরাতে নেমে আসে নে'মতের ঘাটতি, বিপদাপদ এবং যাবতীয় অনিষ্ট। সমগ্র বিশ্বে পাপ ও পাপের উপকরণের চেয়ে মন্দ কোন কিছু নেই'।[১১]

---

* এম.এ, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছাফওয়া, ২/১৬৭।
২. দায়লামী, আল-ফিরদাউস, ৪/২৮৬।
৩. জাহিয, আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন, ১/৮৮।
৪. যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৫/২৩০।
৫. ঐ ১০/৪৭৩।
৬. ইবনু আব্দিল বার্র, জামি'উ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযালিহী, ১/৫৭১।
৭. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, ৩/২৮২।
৮. হান্নাদ ইবনে সারিই, আয-যুহদ, ২/৩৫৩।
৯. ইবনুল ক্বাইয়িম, উদ্দাতুছ ছাবিরীন, পৃ. ১৯।
১০. ইবনুল জাওযী, আত-তাযকিরাহ ফিল ওয়ায, পৃঃ ৫৫।
১১. ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালিকীন, ১/৪২৪।

পরিবর্তনের জন্য চাই দৃঢ় সংকল্প

মূল : মুহসিন জব্বার

*অনুবাদ : নাজমুন নাঈম**

এক কনকনে শীতের দিনে একজন শ্যামাঙ্গী মহিলা শহরের পাবলিক বাসে উঠলেন। তিনি বাসের সামনের সারির একটি সীটে বসলেন। কিছুক্ষণ পর একজন শেতাঙ্গ পুরুষ তার পাশে এসে দাঁড়াল। লোকটি আশা করেছিল, মহিলাটি স্বেচ্ছায় তার সীট ছেড়ে উঠে যাবে। কারণ নিয়ম হ'ল সাদা চামড়ার মানুষরা বাসের সামনের সীটে বসবে। আর শ্যামাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গদের বাসের পিছনে বসতে হবে। কিন্তু মহিলাটি দৃঢ় মনোবল এবং প্রচণ্ড সাহসের সাথে তার প্রতিবাদ করলেন। তিনি সীটে তার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য অবিচল থাকলেন।

ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৫৬ সালে আমেরিকায়। এমন একটি দেশে, যে দেশ বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে শ্রেণীবৈষম্য দূরীকরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে বর্ণবাদ ছিল আমেরিকান সমাজের অন্যতম স্তম্ভ। সকলের জন্য সমান অধিকার শ্লোগান তোলা আমেরিকায় তখন আইনের চোখে সকলে সমান ছিলেন না।

দু'জনের মধ্যে বাদানুবাদ দীর্ঘায়িত হ'লে ঘটনাস্থলে পুলিশ ডাকা হয়। পুলিশ মহিলাটিকে তার সীট ছাড়তে বাধ্য করে এবং শেতাঙ্গদের সীটে বসা ও লোকটির সাথে তর্কের অপরাধে তাকে গ্রেপ্তার করে। সেই সাথে তাকে ১৪ ডলার জরিমানাও করা হয়।

এটি ছিল একটি আন্দোলনের স্ফুলিঙ্গ, যা জাতিগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে সারা দেশে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের সূচনা করেছিল। যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা আইন পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য করে। ফলে ১৯৬৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিক স্বাধীনতা আইন জারী করে বর্ণবৈষম্যকে নিষিদ্ধ করা হয়। যা যুক্তরাষ্ট্রে জাতিগত ঐক্য প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) ১৪শ' বছর পূর্বে বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন, 'হে লোক সকল! জেনে রেখো! নিশ্চয়ই তোমাদের রব (আল্লাহ) এক এবং তোমাদের পিতা (আদম) এক। অতএব কোন অনারব ব্যক্তির উপরে আরবী ব্যক্তির প্রাধান্য নেই। অনুরূপভাবে কোন আরবী ব্যক্তির উপরেও অনারব ব্যক্তির, কালো বর্ণের উপরে লাল বর্ণের এবং লাল বর্ণের উপরে কালো বর্ণের লোকের কোনই প্রাধান্য নেই, কেবলমাত্র তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি ব্যতীত' *(আহমাদ হা/২৩৫৩৬, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭০০)*।

এই কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা হ'লেন রোযা পার্কস। তিনি ১৯৯৬ সালে স্বাধীনতার জন্য রাষ্ট্রপতি পদক এবং তার তিন বছর পর দেশের সর্বোচ্চ সম্মাননা কংগ্রেসের স্বর্ণপদক পেয়েছেন। এমনকি যে বাসে ঘটনাটি ঘটেছিল সে বাসটিকেও ইতিহাসের অংশ হিসাবে হেনরি ফোর্ট মিউজিয়ামে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

* *শিক্ষার্থী, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

রোযা পার্কস সারা বিশ্বের কাছে প্রমাণ করেছেন যে, একজন মহিলাই একটি সমাজ পরিবর্তনের জন্য যথেষ্ট। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এবং আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল থাকলে এটি যে কারো দ্বারা সম্ভব।

একটি সমাজ পরিবর্তন করার জন্য, আপনার অবশ্যই একটি ইস্পাত কঠিন সংকল্প থাকতে হবে। সংকল্পটি আপনার ভিতরে লালন করতে হবে। অতঃপর আপনার মাধ্যমে আপনার চারপাশের মানুষ প্রভাবিত হবে। এভাবে আপনার পরিবারে, সমাজে বা সমগ্র বিশ্বে পরিবর্তন সাধিত হবে।

গান্ধী বলেছিলেন, 'তুমি যদি পৃথিবী বদলাতে চাও, তাহ'লে নিজেকে দিয়ে শুরু করো'। আমাদের পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করতে হবে পরিবর্তন একজনের মাধ্যমে শুরু হয়। একজন মানুষই সমাজে পার্থক্য তৈরীর জন্য যথেষ্ট হ'তে পারে, যদি তার স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটার মত দৃঢ় সংকল্প ও অধ্যবসায় থাকে।

আমরা সকলেই এই সংকল্প নিয়ে জন্মেছি। কিন্তু বয়সের সাথে সাথে তা হারিয়ে ফেলেছি। আপনি কি খেয়াল করেছেন, একটি শিশু সহজাত সংকল্প এবং যিদ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে? যখন তার নিষ্পাপ চোখ কোন নতুন জিনিস খুঁজে পায়, তখন তা অর্জনের জন্য বারবার চেষ্টা করতে থাকে। সফল না হওয়া পর্যন্ত সে হতাশ হয় না এবং হাল ছেড়ে দেয় না। এভাবে নিরন্তর প্রচেষ্টার মাধ্যমে তার ঠোঁটে সাফল্যের হাসি ফুটে ওঠে। তাই শিশুদেরকে চেষ্টা করতে দিন। তার স্বভাব নষ্ট করবেন না!

এই সংকল্প এবং অধ্যবসায়ের সাফল্য কি এক জাতির জন্যই সীমাবদ্ধ? এক স্থানের জন্যই নির্ধারিত? কেবল নির্দিষ্ট সময়েই প্রযোজ্য? না, বরং এটি প্রতিটি জাতি, সময় এবং স্থানে বিদ্যমান। আমাদেরও তা উপলব্ধি করা উচিত এবং এখনই কাজ শুরু করা উচিত। আগামীকাল নয়।

ডা. সাম্মী লিউনার্দ কেয়া

এম.বি.বি.এস, এম.এস, (অবস-গাইনী)
বি.সি.এস (স্বাস্থ্য)
স্ত্রী রোগ, প্রসুতি বিদ্যা বিশেষজ্ঞ ও সার্জন
বি.এম.ডি.সি রেজিঃ নং এ-৪৯৩১৫
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

যে সকল রোগের চিকিৎসা করা হয়

- **Normal Delivery** (সিজার ছাড়াই বাচ্চা হওয়া)-তে প্রাধান্য (রোগীর স্বাস্থ্যের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা)।
- গর্ভধারণকালীন মায়ের বিভিন্ন জটিলতা নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- বাচ্চা না হওয়ার (বন্ধ্যাত্ব/ইনফার্টিলিটি) কারণ নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- ডিম্বাশয়ের সিস্ট-টিউমার এবং জরায়ু নালী চিকন/বন্ধ হয়ে যাওয়ার চিকিৎসা করা হয় এবং প্রয়োজনে অপারেশন করা হয়।
- লাইগেশন (**Ligation**) করার পর পুনরায় বাচ্চা নেওয়ার অপারেশন।

চেম্বার
সিল্ক সিটি ডায়াগনষ্টিক কমপ্লেক্স
ডক্টরস্ টাওয়ার, (মেডিকেল কলেজ গেটের সামনে) সিপাইপাড়া, জিপিও-৬০০০, রাজপাড়া, রাজশাহী।
রোগী দেখার সময় : বিকাল ৩-টা থেকে
ফোন : ০৭২১-৭৭০০২৮ মোবা : ০১৩১১-০০৪৮৪৮
সিরিয়ালের জন্য : ০১৭৯৯-৮৯৫৪৮৮, ০১৩০৮-৬৩৫৫৭২

সর্দিতে নাক বন্ধ হ'লে ঘরোয়া চিকিৎসা

শীতে ঠাণ্ডা লেগে সর্দি-কাশি আর নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া খুবই সাধারণ বিষয়। যাদের অ্যালার্জিজনিত সমস্যা আছে তারা বেশী ভুক্তভোগী। নাক বন্ধ হ'লে দ্রুত পরিত্রাণের জন্য অনেকে নোজল ড্রপ বা ওষুধের সাহায্য নেন। তবে এক্ষেত্রে ঘরোয়া কিছু সমাধান উপকারী ভূমিকা পালন করে। এ বিষয়ে নিম্নে আলোকপাত করা হ'ল-

কেন নাক বন্ধ হয়?

নাসাপথের ঝিল্লিগুলোর প্রদাহ বা অস্বস্তির ফলে নাকে যে গুমোটভাব তৈরি হয়, তাকে নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া বলা হয়। নাকের রক্তবাহগুলো ফুলে গেলেও নাক বন্ধ হয়ে যেতে পারে। সাধারণত ঠাণ্ডা লাগা, অ্যালার্জি অথবা সাইনাসের সংক্রমণের সঙ্গে নাক বন্ধ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি সম্পৃক্ত।

ঘরোয়া চিকিৎসা

১. একটি পাত্রে গরম পানি নিয়ে তাতে একটি মাইক্রোফাইবার তোয়ালে বা রুমাল ডুবিয়ে ভাল করে চিপে নিতে হবে। অতঃপর রুমাল নাকে-মুখে দিয়ে রাখুন ৫-১০ মিনিট। এ প্রক্রিয়া ৩-৪ বার করুন। বন্ধ নাক খুলে যাবে।

২. গরম পানিতে এক চা-চামচ আপেল সিডার ভিনেগার মিশিয়ে পান করুন। এই পানীয় দিনে দু'বার পান করবেন। ভিনেগারে থাকা অ্যাসিটিক অ্যাসিড এবং পটাশিয়াম বন্ধ নাক খুলতে, বুকের কফ অপসারণ এবং ভাইরাস দূর করতে সাহায্য করে।

৩. একটি পাত্রে গরম পানি নিয়ে তাতে কিছু পুদিনাপাতা দিন। এবার পাত্রটি কিছুক্ষণ ঢেকে রাখুন। তারপর কম আঁচে ৫-১০ মিনিট সেদ্ধ পানিটা গরম করে নিন। এই পানীয় দিনে দু'বার চায়ের মতো পান করুন। পুদিনার পানীয় বুকের প্রদাহ কমায় ও বন্ধ থাকা নাক খুলতে সাহায্য করে।

৪. এক লিটার পানি ভালভাবে ফুটিয়ে তাতে কয়েক ফোঁটা ইউক্যালিপ্টাস তেল দিন। এবার তোয়ালে দিয়ে মুখ ঢেকে ভাপ নিন। এটা করলে কয়েক মিনিটের মধ্যে নাকের বন্ধভাব খুলে যাবে। সঙ্গে মাথাব্যথা থাকলে সেটাও কিছুটা উপশম হবে।

৫. এক গ্লাস পানিতে আধা চা-চামচ লবণ দিন। এবার নাক দিয়ে এ পানি টেনে ভেতরে নিন। চাইলে দিনে দুই থেকে তিনবার এটা করতে পারেন। ড্রপের সাহায্যে নাকেও দিতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে দুই থেকে তিন ফোঁটার বেশী নয়।

৬. বন্ধ নাক খুলতে ভাল কাজ করে গোলমরিচ। হাতের তালুতে অল্প একটু গোলমরিচ গুঁড়া নিয়ে সামান্য শর্ষের তেল দিন। আঙ্গুলে লাগিয়ে নাকের কাছে ধরুন। হাঁচি হবে এবং সেই সঙ্গে নাক ও মাথার জমাটভাবও কেটে যাবে।

৭. এক কাপ টমেটোর রস, এক টেবিল চামচ রসুনকুচি, এক টেবিল চামচ লেবুর রস, ঝাল সস ও এক চিমটি লবণ মিশিয়ে নিন। এ মিশ্রণ দিনে দু'বার খান। ঠাণ্ডা, কাশি ও নাক বন্ধভাব দ্রুতই কেটে যাবে।

শীতে ব্যথা বাড়লে করণীয়

শীতের তীব্রতায় বাতব্যথার রোগীদের কষ্ট বাড়ে। তবে খাদ্যাভ্যাস ও জীবনধারায় পরিবর্তন আনলে এবং কিছু নিয়ম মেনে চললে ভাল থাকা যায়। চারদিকে সাধারণত ঘাড়, কোমর, বাহুর সংযোগ, হাঁটুব্যথার রোগীই বেশী। এ ধরনের ব্যথার ৯০ শতাংশ হয় মেকানিক্যাল সমস্যার কারণে। অর্থাৎ মেরুদণ্ডের মাংসপেশি, লিগামেন্ট মচকানো বা আংশিক ছিঁড়ে যাওয়া, দুই কশেরুকার মধ্যবর্তী ডিস্ক সমস্যা, কশেরুকার অবস্থানের পরিবর্তন ইত্যাদি। অন্যান্য কারণের মধ্যে বয়সজনিত হাড়জোড় ক্ষয় বা বৃদ্ধি, রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, গেঁটেবাত, অস্টিআর্থ্রাইটিস, অস্টিওপোরোসিস, এনকাইলজিং স্পন্ডাইলাইটিস, বার্সাইটিস, টেন্ডিনাইটিস, স্নায়ুবিক রোগ, টিউমার, ক্যান্সার, মাংসপেশির রোগ, অপুষ্টিজনিত সমস্যা, অতিরিক্ত ওযন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। শীতে এসব সমস্যায় ব্যথা আরও তীব্র হয় এবং রোগী ক্রমে কর্মহীন হয়ে পড়ে। সুতরাং শীতে ব্যথা বাড়লে কিছু নিয়ম মেনে চলা ভাল। সেগুলো হ'ল।-

১. ব্যথা বেশী হ'লে সাত দিন সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকুন।

২. ঠাণ্ডা পড়লেও নিয়মিত ব্যায়াম করুন। তবে ব্যথা বেড়ে গেলে ব্যায়াম বন্ধ রাখুন। ব্যথার জায়গায় ১০-১৫ মিনিট গরম বা ঠাণ্ডা সেঁক দিন।

৩. বিছানায় শোয়া ও ওঠার সময় যেকোন একদিকে কাত হয়ে হাতের ওপর ভর দিয়ে শোয়া ও ওঠার অভ্যাস করুন।

৪. চেয়ারে বসার সময় পিঠে সাপোর্ট দিয়ে মেরুদণ্ড সোজা করে বসুন।

৫. দাঁড়িয়ে বা চেয়ারে বসে রান্না করুন।

৬. শরীরের ওযন নিয়ন্ত্রণে রাখুন।

৭. সিঁড়িতে ওঠার সময় হাতল ধরে ধীরে ধীরে উঠুন। ঝরনায় বা চেয়ারে বসে গোসল করুন।

৮. ঘুমানোর সময় মধ্যম আকারের বালিশ বা সার্জিক্যাল পিলো ব্যবহার করুন।

৯. বাইরে চলাফেরার সময় কোমরে বেল্ট ব্যবহার করুন। ঘুমানো ও ব্যায়ামের সময় বেল্ট খুলে রাখুন।

১০. উঁচু কমোড ব্যবহার করা ভাল।

যা করা যাবে না

ঘাড় নিচু করে কোন কাজ করা যাবে না। কোন ধরনের মালিশ করবেন না। দীর্ঘক্ষণ এক জায়গায় বসে বা দাঁড়িয়ে থাকবেন না। এক ঘণ্টা পরপর অবস্থান বদলান। হোন্ডা বা মোটরবাইকে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকবেন না। হাইহিল জুতা ব্যবহার করবেন না। ফোমের নয়, শক্ত ও সমান বিছানায় শোয়ার অভ্যাস করুন। ভারী বোঝা বহন করবেন না। করলেও সমান্তরালে রাখুন। পেট ভরে খাবেন না। প্রয়োজনে অল্প অল্প করে বার বার খান। *[সংকলিত]*

কবিতা

সূরা ফীল

-মুহাম্মাদ মুমতায আলী খান
ঝিনা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

তুমি কি শোননি সেই কাহিনী,
কিভাবে প্রভু তোমার ধ্বংস করেন হস্তীবাহিনী?
খারাপ নিয়তে হয় খারাপ ফল,
কা'বা ঘর নিয়ে শত্রুদের চক্রান্ত হ'ল বিফল।
গযবের পাখি এল মুখে নিয়ে কংকর,
অবিরাম করল বর্ষণ কাফেরদের উপর।
এমনই নাস্তানাবুদ যে তারা ভাবেনি কোনদিন,
কংকরের আঘাতে হ'ল এমন, যেন ভক্ষিত তৃণ।

মোরা ফিলিস্তীনী

-মুহাম্মাদ রিযওয়ান ইসলাম
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

প্রদীপের মত নিভু নিভু কেন
মোদের জীবন হায়,
মোদের আকাশে আগুনের গোলা
থেকে থেকে চমকায়।
মরে মরে মোরা
ধুকে ধুকে মরি এই বিশ্ব মাঝে,
রক্ত দিয়ে রঞ্জিত মোরা
সকাল সন্ধ্যা-সাঝে।
আজিকে মোরা নিপীড়িত কেন
এই ধরণীর বুকে,
আপন মায়ের কোলেই মরছে
সোনামণি ধুকে ধুকে।
মুসলিম বলে মোরা বুঝি তাই
এভাবেই হব শেষ,
মোদের লাগিয়া লড়িবে কেহ
নেই কি মুসলিম দেশ?
তাদের পানেই চেয়ে থাকি আর
এই ভূ-খণ্ডে পড়ে রই,
কোথায় মোদের বীর সেনানী
মুসলিম জ্ঞাতি ভাই?
হাহাকার বুকে বেঁচে আছি মোরা
নয়নে অশ্রু ঝরে,
মোদের তরিতে মদদ পাঠাও
প্রার্থনা প্রভুর তরে।
মোদের আকাশে বারুদ গোলা
বৃষ্টির মত ঝরে,
আপন স্বজন বন্ধুরা সব
চোখের সামনে মরে।
মুসলিম মোরা বীরের জাতি
মোদের এই অহংকার,
শাহাদত মোরা মেনে নেব
তবু মানিব না কখনো হার।

শিশুর মত কর হেফাযত

-মুহাম্মাদ গিয়াছুদ্দীন
ইব্রাহীমপুর, কাফরুল, ঢাকা।

প্রভু! তুমি খুলে দাও মোর মনের বাঁধন
তোমার যিকির করি দিবানিশি সারাক্ষণ।
সকল নে'মত দাও আমায় হৃদয় ভরে
নেক বান্দার সাথে মোরে নাও আপন করে।
প্রভু! এমন দৃঢ় ঈমান দাও থাকতে অবিচল
খাঁটি ইয়াক্বীন দাও, যেন ভয়ে পালায় শত্রুদল।
এমন রহমত তুমি মোদের কর দান
দুনিয়া-আখিরাতে পাই যেন মুমিনের সম্মান।
হে আল্লাহ! তুমি কর মোরে বড় ভাগ্যবান
হাশরের দিন নেককারদের সাথে কর মেহমান।
শহীদদের সাথে দাও সুখময় জীবন
পুণ্যবানদের মত কর বিপদোত্তরণ।
সর্বোত্তম জিনিস তুমি কর মোদের দান
দুনিয়াতে ভোগ করে যা মুমিন-মুসলমান।
যতদিন বাঁচিয়ে রাখ ঠিক রাখ ঈমান
দিনে-রাতে সারাক্ষণ করি তব গুণগান।
ভয়-ভীতি ঢুকিয়ে দাও মুশরিকের অন্তরে
কাফেরে শাস্তি দাও কুরআন অস্বীকার করে।
প্রভু! তোমার ভাণ্ডার হ'তে দাও রহমত
নিষ্পাপ শিশুর মত কর হেফাযত।
সৌভাগ্য আমার জন্য কর নির্ধারণ
হাসি মুখে মরণকে যেন করি আলিঙ্গন।

ফুটন্ত ফুল

-শাকীলা শিমু
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (মহিলা শাখা)
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

আমরা মাদ্রাসার ফুটন্ত ফুল
জীবনের বাঁকে বাঁকে তবুও করি শত ভুল।
নিত্যদিন পাঠ করি কুরআন-হাদীছের বাণী
রাসূলের সুন্নাহ সম্পর্কে নতুন কিছু জানি।
পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত মোরা জামা'আতে আদায় করি
ফরয ও নফল ছিয়াম রাখি, ঝগড়া-বিবাদ নাহি করি।
ছোটদেরকে ভালোবাসি, বড়দের করি সম্মান
সকল সমস্যায় মেনে নেই সুন্নাহ্র সমাধান।
মিলেমিশে থাকি মোরা স্বেচ্ছায় করি না ভুল
পড়া-লেখায় দেইনা ফাঁকি আমরা ফুটন্ত ফুল।

স্বদেশ

সীমানা পিলার-কয়েন দিয়ে কোটি টাকা আত্মসাৎ

কথিত সীমানা পিলার ও প্রাচীন কয়েন কেনাবেচায় প্রলুব্ধ করে কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়ার ঘটনা অনেকদিন যাবতই চলছে। তবে সম্প্রতি পুলিশ একটি প্রতারক চক্রের কিছু সদস্যকে গ্রেফতার করেছে, যাদের মূল টার্গেট হচ্ছে শিল্পপতি ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা। তাদের কথিত প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সীমানা পিলার ও প্রাচীন কয়েন কেনাবেচার লোভে ফেলে কোটি টাকা হাতিয়ে নিত চক্রটি।

এ ব্যাপারে ডিবির অতিরিক্ত কমিশনার হারুনুর রশীদ জানান, ভুক্তভোগীর সঙ্গে গ্রেফতার তাহেরুল ইসলামের একটি অনুষ্ঠানে পরিচয় হয়। তিনি নিজেকে আমেরিকার হেরিটেজ অকশন নামে একটি কোম্পানীর বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর হিসাবে পরিচয় দেন। তাহেরুলের শারীরিক গঠন, পোশাক, দামি গাড়ি ও স্মার্টনেস দেখে ভুক্তভোগী তাকে বিশ্বাস করেন এবং তাদের মধ্যে একটা সম্পর্ক তৈরি হয়। সেই পরিচয়ের সুবাদে তাহেরুল ভুক্তভোগীকে বলে তার গ্রামের একজন কৃষক মীযানুর বাড়ির পাশে কৃষিজমি খনন করার সময় একটি সীমানা পিলার পেয়েছে। তাহেরুল ভুক্তভোগীকে বলে, তিনি যেহেতু আমেরিকার একটি কোম্পানীর কান্ট্রি ডিরেক্টর এ পিলারটি দুইশত কোটি টাকার বিনিময়ে বিক্রি করতে পারবেন।

তাহেরুল ভুক্তভোগীকে শেয়ারে থাকার জন্য অফার দেয়। তার প্রস্তাবে ভুক্তভোগী রাযী হয় এবং তাহেরুলের সঙ্গে সেই কৃষকের বাড়ি পিলারটি দেখতে যায়। এদিকে তাহেরুল তার সহকারী জসীমকে কেমিস্ট সাজিয়ে নিয়ে যায় এবং তাকে দিয়ে পিলারটির রাসায়নিক পরীক্ষা করায়। জসীম সবকিছু দেখে পিলারটি খাঁটি বলে জানায়। এর ফলে তাহেরুলের কথা ভুক্তভোগীর বিশ্বাস দৃঢ় হয়।

হারুনুর রশীদ বলেন, ভুক্তভোগী তখন মীযানুর রহমানের সঙ্গে সীমানা পিলারটি ৩৫ কোটি টাকার বিনিময়ে কেনার চুক্তি করেন। চুক্তি মোতাবেক নগদ ৩ কোটি ৫০ লাখ টাকা এবং ৩১ কোটি ৫০ লাখ টাকার চেক দেন। কিন্তু প্রতারকদের পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী কথিত সীমানা পিলারটি ভুক্তভোগীর কাছে হস্তান্তর করার কিছুক্ষণ পরেই তাদের লোকজন ডিবি পুলিশ পরিচয় দিয়ে জোরপূর্বক পিলারটি কেড়ে নিয়ে যায়।

তিনি বলেন, এ চক্রে ২০ থেকে ২৫ জন লোক কাজ করে। প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা রয়েছে। এদের ৪ জন সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্যদের গ্রেফতারে চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

[কয়েক বছর থেকে এই প্রতারক চক্রের অপতৎপরতার খবর পত্রিকায় আসছে। সে সঙ্গে হাযার হাযার অর্থলোভী নিঃস্ব ব্যক্তিদের খবরও আসছে। কিন্তু এদের বিরুদ্ধে পুলিশী তৎপরতার খবর পত্রিকায় দেখা যায়না। তাই এদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির জন্য প্রশাসনের প্রতি জোর দাবী রইল (স.স.)]

ফেলে দেওয়া প্লাস্টিক থেকে পরিবেশবান্ধব টাইল্‌স

ঢাকার কামরাঙ্গীরচরের লোহার ব্রিজের নিচ দিয়ে বয়ে যাওয়া শীর্ণ আদি বুড়িগঙ্গার দুই পাশ যেন প্লাস্টিক বর্জ্যের ভাগাড়। শুধু এই এলাকারই নয়, রাজধানীর অনেক এলাকার বর্জ্য এখানে ফেলা হচ্ছে। চারপাশটা এতটাই দুর্গন্ধযুক্ত যে, নাক-মুখ চেপেও পথচলা কঠিন। এখানেই কাজ করছে একদল শ্রমিক। যারা ফেলে দেওয়া নানা বর্জ্য থেকে প্লাস্টিক বর্জ্য আলাদা করছে। এই ফেলে দেওয়া প্লাস্টিক বর্জ্য থেকেই পরবর্তীতে উৎপাদিত হচ্ছে পরিবেশবান্ধব টাইল্‌সসহ বিভিন্ন পণ্য। উৎপাদিত টাইল্‌স রাস্তার পাশে ফুটপাতে, গাড়ি পার্কিংয়ের গ্যারেজে, ছাদ বাগানে চলাচলের পথ তৈরিসহ বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।

সংশ্লিষ্টরা বলেছেন, শুধু কামরাঙ্গীরচর এলাকাতেই প্লাস্টিক বর্জ্য থেকে পণ্য উৎপাদনে প্রায় ৩ হাযার কারখানা গড়ে উঠেছে। প্লাস্টিক বর্জ্য থেকে টাইল্‌স তৈরি করা হোসাইন ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপের স্বত্বাধিকারী নাজির হোসাইন বলেন, মাটি দিয়ে যদি টাইল্‌স তৈরি করা যায়। তাহ'লে কেন প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করা যাবে না। এছাড়া এখানে প্লাস্টিক বর্জ্যের ভাগাড় থাকায় আমার মনে হ'ল এটা গলিয়ে সহজেই টাইল্‌স তৈরি করা সম্ভব। পরে নিজেই ছাঁচ তৈরি করে টাইল্‌স বানিয়ে ফেললাম। তিনি বলেন, দেশে এতো প্লাস্টিক বর্জ্য আছে যে, কাঁচামালের কোন অভাব হবে না। এছাড়া প্লাস্টিকের টাইল্‌সগুলো ওযনে হালকা এবং মাটি বা সিরামিকের টাইলসের চেয়ে অনেক বেশী সাশ্রয়ী হবে। এগুলো পরিবহন ও স্থাপন করা সহজ। সংশ্লিষ্টরা জানায়, বিশ্বে প্লাস্টিক টাইলসের ব্যবহার নতুন কিছু নয়। ইতিমধ্যে ভারত, মিসর ও কেনিয়াসহ আরো কিছু দেশ এর বাণিজ্যিক ব্যবহার শুরু করেছে।

কামরাঙ্গীরচরে প্লাস্টিকের বর্জ্য থেকে নানা পণ্য তৈরির আরেক কারখানা মেসার্স ইউসুফ সেনিটারী। এখানে প্লাস্টিকের বর্জ্য থেকে টয়লেটের প্যান, পিভিসি পাইপ, চারা গাছ রাখার ট্রেসহ বিভিন্ন পণ্য তৈরি করা হয়। এসব পণ্য ঢাকাসহ সারা দেশে বিক্রি হয়।

[দেশের এই সব অখ্যাত কারিগরদের প্রতি আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন রইল। সরকারের উচিত এদেরকে কাজে লাগানো (স. স.)]

এখন থেকে হালাল পণ্যের সনদ দেবে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন

এখন থেকে দেশে হালাল পণ্যের সনদ দেবে বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন। সম্প্রতি শরী'আহ সম্মত পণ্য উৎপাদন, আমদানী-রফতানী ও বাজারজাতকরণের সুবিধার্থে 'হালাল সনদ নীতিমালা-২০২৩' তৈরি করেছে সরকার। এ নীতিমালা অনুযায়ী, এখন থেকে কোন পণ্যের হালাল স্বীকৃতি পেতে হ'লে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানকে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের কাছে আবেদন করে হালাল সনদ ও লোগো নিতে হবে। এটি দেশে উৎপাদিত, বাংলাদেশ থেকে রফতানীযোগ্য এবং বাংলাদেশে আমদানী করা সব খাদ্যদ্রব্য, ভোগ্যপণ্য, প্রসাধনসামগ্রী ও ফার্মাসিউটিক্যালস পণ্যের জন্য প্রযোজ্য হবে। এক্ষেত্রে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানে শরী'আহ আইন মেনে পণ্য উৎপাদন, বিপণন বা বাজারজাতকরণ হচ্ছে কি-না, সেটি ইসলামিক ফাউণ্ডেশন তদারকি করবে। তারা সন্তুষ্ট হ'লেই শুধুমাত্র কোন প্রতিষ্ঠানকে এ সনদ দেয়া হবে।

নীতিমালায় আরও বলা হয়েছে, খাদ্যপণ্য, প্রসাধনী ও ওষুধ তৈরি এবং মোড়কজাত প্রক্রিয়ায় ইসলামী শরী'আহ অনুযায়ী হালাল নয়, এমন কোন কাঁচামাল, উপাদান বা উপকরণ ব্যবহার করা যাবে না। এছাড়া ওষুধের উপাদান বিশ্লেষণ করে শুধু হালাল ও ঝুঁকিহীন হ'লেই হালাল হিসাবে অনুমোদন দেয়া হবে। হারবাল, ইউনানী এবং আয়ুর্বেদিক ওষুধও এ সনদের অন্তর্ভুক্ত হবে। ওষুধের বাহন হিসাবে বা গুণগত মান ঠিক রাখতে সর্বোচ্চ ০.৫ শতাংশ অ্যালকোহল ব্যবহার করা যাবে।

এদিকে সাবান, শ্যাম্পু, টুথপেস্ট ও পারফিউমের মতো প্রসাধনী তৈরিতে চর্বি বা অন্য কোন নিষিদ্ধ প্রাণীর অংশ ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। একই সঙ্গে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কোন প্রসাধনী পণ্য হালাল হিসাবে গণ্য হবে না বলেও জানানো হয়েছে।

[ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ঘুষ ও দুর্নীতির আখড়া হিসাবে পরিচিত। অতএব তাদের উপরে নিরপেক্ষ ও শক্ত তদারকী আবশ্যক (স.স.)]

অনলাইনে ঋণ প্রদানের সর্বনাশা ফাঁদ!

'দ্রুত নগদ অর্থ প্রয়োজন? অনলাইনে আবেদন করুন এবং ৫০ হাযার থেকে শুরু করে ১০ লাখ টাকার মধ্যে ধার বা ঋণ নিতে পারেন। এই ঋণের টাকা ৬০ মাস পর্যন্ত পরিশোধ করতে পারবেন। লোনটি পেতে নীচের লিংকে ক্লিক করুন'। এমন চটকদার বার্তা এখন অনেকের ই-মেইল ও ম্যাসেঞ্জারে যাচ্ছে প্রতিনিয়তই। এছাড়া ফেসবুকের বিভিন্ন পেইজে দেখা যাচ্ছে সহজেই ঋণ পাওয়ার পোস্ট। এসব প্রলোভনে পড়ে অনেকেই হারাচ্ছেন সর্বস্ব। অনলাইনে ঋণ দেওয়ার এমন ভয়ঙ্কর ফাঁদ এখন দেশজুড়ে বিস্তৃত।

ভুক্তভোগীরা বলছেন, এসব প্রতারকের পাঠানো ওয়েবলিংকে সাইন আপ বা অ্যাপ্লাই বাটনে ক্লিক করলেই একটি অ্যাপ ডাউনলোড করার নির্দেশনা দেওয়া হয়। অনলাইনে একটা ফরম পূরণ করার পর আগ্রহী ঋণগ্রহীতাকে দেওয়া হয় একটি হোয়াটসঅ্যাপ লিঙ্ক। ঐ লিঙ্কে ক্লিক করলেই চলে যায় একটি হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরের চ্যাট বক্সে।

সেখানে ভুক্তভোগীদের নিবন্ধন ফী, প্রসেসিং চার্জ এবং সরকারী করের মতো পাঁচ হাযার থেকে ৩০ হাযার টাকা পর্যন্ত পাঠানোর নির্দেশনা দেওয়া হয়। বিকাশের মাধ্যমে এই অর্থ দেওয়া সম্পন্ন করলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ঋণ অনুমোদনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনের জন্য তাদের বানানো বিভিন্ন ব্যাংকের নকল আবেদনপত্র, স্যাংশন লেটার দিয়ে থাকে। চাহিদামতো টাকা পেলেই তাদের আর খুঁজে পাওয়া যায় না। আবার এই সর্বনাশা অ্যাপের মাধ্যমে অনেকের মোবাইল থেকে ব্যক্তিগত তথ্য নিয়ে করা হয় ব্লাকমেইল।

এরূপ নানা অভিনব কায়দায় ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের ফাঁদে ফেলে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে প্রতারক চক্র। লোনের বাইরেও এই চক্রটি বিদেশে লোক পাঠানোর নামে প্রতারণা, ট্যাক্স ফাইল, ট্রেড লাইসেন্স করে দেওয়া, কোম্পানী নিবন্ধন করে দেওয়ার নামে প্রচুর পরিমাণ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। সিক্যাফের সমীক্ষা অনুযায়ী ২০২৩ সালের জরিপে ভুক্তভোগীদের ৭৫ শতাংশের বয়সই ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে।

[এদের চালাকী ধরার জন্য এবং অন্যান্য প্রতারক চক্রের ফাঁদ থেকে নিরীহ লোকদের উদ্ধার করার জন্য পুলিশের একটি বিশেষ সেল প্রয়োজন। যারা দক্ষতার সাথে দ্রুত এরূপ প্রতারকদের চিহ্নিত করতে পারে। এছাড়া প্রয়োজন বিচার বিভাগে একদল পৃথক বিচারক দল সৃষ্টি করা। যারা এগুলি বিচার করবেন এবং এদের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করবেন। প্রয়োজনে এদের জন্য যামিন অযোগ্য পৃথক আইন রচনা করা আবশ্যক। যেন প্রচলিত আইনের ফাঁক-ফোকর দিয়ে এরা দ্রুত যামিন পেয়ে বেরিয়ে না যায় (স. স.)]

বিদেশ

আসামে ১২৮১টি মাদ্রাসাকে স্কুলে রূপান্তর

১২৮১টি মাদ্রাসাকে স্কুলে পরিণত করেছে উগ্র হিন্দুত্ববাদী নেতা আসামের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্বশর্মার নেতৃত্বাধীন সরকার। গত ১৪ই ডিসেম্বর আসামের শিক্ষামন্ত্রী রানোজ পাণ্ডে এ সংক্রান্ত একটি পোস্ট করেন। এতে বলা হয়, আসাম মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের (এসইবিএ) অধীনস্থ সরকারী ও প্রাদেশিক সকল মাদ্রাসাকে জেনারেল স্কুলে রূপান্তরিত করার অংশ হিসাবে আসাম স্কুল শিক্ষা বিভাগ আজ ১,২৮১টি মাদ্রাসার নাম পরিবর্তন করে মিডল ইংলিশ স্কুল (এমই) নামকরণ করেছে। রাজ্য সরকারের অনুমোদনের ফলে কার্যত এখন থেকেই মাদ্রাসারগুলোকে এমই স্কুল হিসাবে বিবেচনা করা হবে।

উল্লেখ্য, ২০২১ সালের জানুয়ারীতে উগ্র হিন্দুত্ববাদী আসামের প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক একটি বিল পাশ রাজ্য সরকার পরিচালিত মাদ্রাসাগুলোকে স্কুলে রূপান্তরের দুয়ার খুলে দেয়। যার প্রভাব প্রাইভেট মাদ্রাসা ব্যতীত মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে থাকা রাজ্যের সকল মাদ্রাসা ও আরবী কলেজগুলোতে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিহ্ন করে দিতেই রাজ্য সরকার মাদ্রাসাগুলোকে স্কুলে রূপান্তর করছে।

[কথিত গণতন্ত্রের নামে সংখ্যাগুরুর অত্যাচার এখন বিশ্বব্যাপী। কেবলমাত্র ইসলামেই রয়েছে সার্বজনীন মানবাধিকার রক্ষার গ্যারান্টি। সে অধিকার রক্ষার ফলেই পুরা ভারতবর্ষে মুসলমানরা ৬৫০ বছর সসম্মানে রাজত্ব করেছে। কিন্তু শাসকজাতি মুসলমানদের মধ্যেই এসেছে গণতন্ত্রপূজা। যার ফল তাদেরকে ভোগ করতে হচ্ছে। ইসলামী শিক্ষার সূতিকাগার মাদ্রাসার শিক্ষা বন্ধ করার বিরুদ্ধে নির্দেশ মূলত মুসলমানদের ধর্মীয় অধিকার নস্যাৎ করার শামিল। আমরা এর তীব্র নিন্দা করছি এবং দ্রুত মাদ্রাসাগুলিকে পুনরায় পূর্বমর্যাদায় ফিরিয়ে দেওয়ার জোর দাবী জানাচ্ছি (স.স.)]

অযোধ্যায় তৈরি হ'তে চলেছে ভারতের বৃহত্তম মসজিদ

উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যার বাবরী মসজিদের পরিবর্তে রাম মন্দির থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে ধন্নিপুরে পাওয়া পাঁচ একর জমিতে তৈরি হ'তে চলেছে ভারতের সবচেয়ে বড় মসজিদ। যার নাম হবে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ মসজিদ। যেখানে বিশ্বের সবচেয়ে বড় কুরআনও থাকবে। আগামী ফেব্রুয়ারী'২৪-য়ে অযোধ্যার এই মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন মক্কা ও মদীনা দুই হারামের ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রেসিডেন্ট এবং মক্কার হারামের বিখ্যাত ইমাম ও ক্বারী আব্দুর রহমান আস-সুদাইস। মসজিদটির উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যান ও মুম্বাই বিজেপি নেতা আরাফাত শেখ বলেছেন, অযোধ্যায় নির্মিত নতুন মসজিদটি হবে ভারতের বৃহত্তম মসজিদ। যার নির্মাণ ও আনুষঙ্গিক কাজে ব্যয় হবে মোট ৩০০ কোটি টাকা। এজন্য বর্তমানে অর্থ সংগ্রহের কাজ চলছে।

উল্লেখ্য যে, রাম মন্দির বনাম বাবরী মসজিদ বিতর্ক নিয়ে ১০০ বছরেরও অধিক দীর্ঘ আইনী লড়াই শেষ হয়েছিল ২০১৯ সালের ৯ই নভেম্বর। সুপ্রিম কোর্টের ৫ সদস্যের সাংবিধানিক বেঞ্চ ঐ দিন রাম মন্দিরের পক্ষে রায় দিয়েছিল। এই রায়ে আদালত উত্তরপ্রদেশ সরকারকে অযোধ্যার বাবরী মসজিদ এলাকা থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে একটি মসজিদ নির্মাণের জন্য বাবরী মসজিদ কমিটিকে জমি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল।

এখনো ফিলিস্তীনীদের সেবা করে চলেছেন যে ইস্রাঈলী নারী

ইয়েল নোয়, একজন ইস্রাঈলী নারী। বাড়ি দেশটির উত্তরাঞ্চলে। 'রোড টু রিকভারি' নামের একটি দাতব্য সংস্থা চালান তিনি। সংস্থাটির স্বেচ্ছাসেবীরা অনেক আগে থেকেই ফিলিস্তীনের পশ্চিম তীর ও গাযার মুমূর্ষু রোগীদের (বিশেষত শিশু) খুঁজে বের করে ইস্রাঈলের ভেতরে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে কাজ করছেন। ইয়েল নোয়ের জন্য স্বাভাবিক এ পরিস্থিতি বদলে যায় গত ৭ই অক্টোবর। ঐ দিন ইস্রাঈলে হামলা চালায় ফিলিস্তীনী সংগঠন হামাস। সেদিনই শুরু হয় গাযা উপত্যকায় ইস্রাঈলের নির্বিচার হামলা। থমকে যায় ইয়েলের কাজও।

কিন্তু দ্রুতই ঘুরে দাঁড়ান ইয়েল নোয়। ব্যাপক রক্তপাতের মধ্যেও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কয়েকজনকে সঙ্গী করে নিজের কাজটি চালিয়ে যাচ্ছেন ইস্রাঈলী এই নারী। হামাসের হামলায় ইয়েলের পিতা-মাতা আক্রান্ত হন। প্রাণ যায় তার সাথে কাজ করা অন্তত চার স্বেচ্ছাসেবকের। আরও চার স্বেচ্ছাসেবক তাদের পরিবারের সদস্যদের হারান। তারপরও গাযায় ইস্রাঈলী বাহিনীর নৃশংসতা বেড়ে যাওয়ার পর আর চুপ করে থাকতে পারেননি। স্বেচ্ছাসেবীদের সঙ্গে নিয়ে গাযা ও পশ্চিম তীরে ইস্রাঈলের তল্লাশি চৌকিগুলোয় মুমূর্ষু রোগীদের খুঁজে বের করছেন তিনি। এরপর তাঁদের ইস্রাঈলের ভেতর হাসপাতালে নেওয়া, চিকিৎসার ব্যবস্থা করার ভার কাঁধে তুলে নিচ্ছেন।

ইয়েল বলেন, আমি আগের মতো ফিলিস্তীনীদের সহায়তা করতে শুরু করেছি। কেননা এখনকার পরিস্থিতির জন্য তাঁদের কোন দায় নেই। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এটা খুবই কঠিন কাজ। তবে আমরা থামব না। সেবা দেওয়ার কাজ চালিয়ে যাব। তিনি আরও বলেন, তারা আমাদের প্রতিবেশী। তাঁদের সহায়তা দরকার। আর আমাদেরও তাঁদের সহায়তা করা প্রয়োজন।

[আমরা ইস্রাঈলী নারীর এই মানবিক সেবাকে অভিনন্দন জানাই এবং এ থেকে দেশটির যালেম সরকারকে শিক্ষা গ্রহণের আহ্বান জানাই (স. স.)]

মুসলিম জাহান

আমেরিকাকে সাথে নিয়ে কোন নৈতিক পৃথিবী সম্ভব নয় : এরদোগান

আমেরিকাকে সাথে নিয়ে কোন নৈতিক পৃথিবী সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েব এরদোগান। গত ৮ই ডিসেম্বর গাযায় যুদ্ধবিরতির জন্য জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে ভেটো দেয় যুক্তরাষ্ট্র। এর প্রেক্ষিতে তিনি এ মন্তব্য করেন। এরদোগান বলেন, বর্তমান নিরাপত্তা পরিষদ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিতের পরিবর্তে ইস্রাঈলের স্বার্থ রক্ষার পরিষদে পরিণত হয়েছে।

এদিন জাতিসংঘ পুনর্গঠনের দাবীও উত্থাপন করেন প্রভাবশালী এ বিশ্বনেতা। সংস্থাটির গঠন এবং কার্যক্রম নিয়েও গোটা বিশ্বকে প্রশ্ন তোলার আহ্বান জানান তিনি।

[এরদোগানের এই সাহসী দাবীর সাথে আমরা একত্বতা ঘোষণা করছি এবং ৫৭টি মুসলিম রাষ্ট্র ও অন্যান্য মানবিক রাষ্ট্রনেতাদেরকে এর পক্ষে ঐক্যমত ঘোষণার আহ্বান জানাচ্ছি (স.স.)]

ইস্রাঈলী হামলায় ইয়াতীম হয়েছে ২৫ হাযার ফিলিস্তীনী শিশু

গাযা উপত্যকায় ইহূদীবাদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইস্রাঈলের বর্বর সেনাবাহিনীর গণহত্যামূলক বোমা হামলার ফলে প্রায় ২৪ থেকে ২৫ হাযার ফিলিস্তীনী শিশু ইয়াতীম হয়ে গেছে বলে জানিয়েছে 'ইউরো মেড মনিটর'।

ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকা জুড়ে মানবাধিকার নিয়ে কাজ করা গোষ্ঠীটির প্রাথমিক প্রতিবেদনে জানা যায়, ইস্রাঈলী বাহিনীর বোমা হামলায় এখন পর্যন্ত ১০ হাযার ফিলিস্তীনী শিশু নিহত হয়েছে। পাশাপাশি ২৫ হাযার শিশু তাদের পিতা বা মাতা বা উভয়কেই হারিয়েছে।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, ৬ লাখ ৪০ হাযার ফিলিস্তীনী শিশু তাদের ঘরবাড়ি পুরোপুরি অথবা আংশিকভাবে হারিয়েছে। বর্তমানে তারা গৃহহীন অবস্থায় রয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বর্বর ইস্রাঈলী বাহিনী ২১৭টি স্কুলে বোমা হামলা চালিয়েছে। এতে স্কুলগুলো আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেছে। যার ফলে কয়েক লক্ষ ফিলিস্তীনী শিশুর ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

'মনের কথা পড়তে সক্ষম' হেলমেট বানাল বিজ্ঞানীরা!

ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি সিডনি'র 'গ্রাফেনেক্স-ইউটিএস হিউম্যান-সেন্টার আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সেন্টার' একটি বহনযোগ্য ডিভাইস তৈরি করেছে। তাদের দাবী, এই ডিভাইস মানুষের নীরব চিন্তা পাঠ করতে পারবে। পাশাপাশি সেই চিন্তাকে টেক্সটেও (অক্ষরে) পরিণত করতে পারবে। এ উদ্ভাবন বিশ্বে এই প্রথম বলে দাবী করছেন গবেষকরা। এই উদ্ভাবন আহত ও নানা রোগে বাকশক্তি হারানো মানুষদের জন্য নতুন দুয়ার উন্মোচন করবে বলেও জানিয়েছেন তারা। এর মাধ্যমে প্যারালাইসিস অথবা স্ট্রোকে আক্রান্ত মানুষরা অন্যের সাথে যোগাযোগ করতে পারবে।

মানুষের মাথায় পরিয়ে দেওয়া হবে এই বিশেষ হেলমেট। এসময় মাথার নানা কার্যক্রম বিশেষ করে মস্তিষ্ক-তরঙ্গ সনাক্ত করে মানুষের ভাবনা অনুধাবন করবে বিশেষ মেশিনটি। আর সেই সংকেতকেই অক্ষরে পরিণত করবে বিশেষ প্রক্রিয়ায়। কয়েকজন ব্যবহারকারীর ওপর চালানো পরীক্ষায় দেখা গেছে তারা এই ডিভাইস ব্যবহার করে প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারছেন।

তবে এই মেশিন সবার জন্য উন্মুক্ত করতে আরো অনেকটা সময়ের দরকার বলে জানিয়েছেন গবেষকরা। এখনই এর সফলতা বা ব্যর্থতা নিয়ে কথা বলার সময় আসেনি।

নুছরাহ্ Nusrah

nusrahoffice@gmail.com
01330-303023, 01330-303024

আমাদের সেবা সমূহ

- প্রফেশনাল ওয়েবসাইট ডিজাইন এবং ডেভেলপমেন্ট।
- মোবাইল অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট।
- ই-কমার্স ইকোসিস্টেম।
- স্কুল ম্যানেজমেন্ট, অনলাইন এডুকেশন সহ সকল প্রকার শিক্ষামূলক অ্যাপ্লিকেশন।
- নিউজ পোর্টাল, মাসিক ম্যাগাজিন, সম্পূর্ণ কাস্টমাইজড পার্সোনাল পোর্টফোলিও ও মাল্টিমিডিয়া সাইট।
- ডেস্কটপ বেজড একাউন্টিং ,পজ, সেলস, লাইব্রেরী ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার।
- ডোমেইন হোস্টিং সার্ভিস। ● ডিজিটাল মার্কেটিং সার্ভিস।

নুছরাহ্ আইটি কেয়ার
www.nusrahitcare.com

- সকল প্রকাশনীর ইসলামিক বই পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়।
- কম্পিউটার ও মোবাইল এক্সেসরিজ।
- প্রিওনড ল্যাপটপ ও নোটবুক।
- শিক্ষা উপকরণ ও অফিস স্টেশনারী।
- হজ্জ এবং ওমরার যাবতীয় পণ্য সামগ্রী।
- ঘি, মধু, সরিষার তেল সহ প্রক্রিয়াজাত খাদ্য সামগ্রী পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়।
- মৌসুমী ফল, আঁখ ও খেজুরের গুড় সুলভ মূল্যে বিক্রয় করা হয়।

নুছরাহ্ শপ
www.nusrahshop.com

- অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিমান টিকিট।
- নিয়মিত ওমরাহ প্যাকেজ। (কাস্টমাইজড, কর্পোরেট, ফ্যামিলি, গ্রুপ)
- অভিজ্ঞ আলেম দ্বারা হজ্জ প্রশিক্ষণ ও সম্পাদনা।
- কাস্টমাইজড ট্যুর প্যাকেজ।
- ভিসা প্রসেসিং। ● হোটেল বুকিং।
- মেডিকেল ট্যুরিজম। ● ট্যুরিস্ট গাইড।
- ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট।
- স্টুডেন্ট কাউন্সিলিং।

নুছরাহ্ ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস
www.nusrahtravels.com

ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ

হাটগাঙ্গোপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী ৯ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার বাগমারা উপযেলাধীন হাটগাঙ্গোপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে বাগমারা-পশ্চিম উপযেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাস্টার সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান।

তা'লীমী বৈঠক

বেজোড়া, পবা, রাজশাহী ১৭ই নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার পবা উপযেলাধীন বেজোড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে রাজশাহী-সদরের অন্তর্গত পবা-পশ্চিম উপযেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা জাবিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক ক্বারী আবু বকর, দফতর সম্পাদক ডা. মুহাম্মাদ মুহসিন, পবা-পশ্চিম উপযেলার প্রচার সম্পাদক খন্দকার আব্দুস সুবহান, দারুশা এলাকার সভাপতি আযীযুর রহমান ও সদর যেলা 'যুবসংঘে'র ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ মুঈনুদ্দীন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন পবা-পশ্চিম উপযেলার সহ-সভাপতি ইস্রাফীল হোসাইন।

ভড়ুয়াপাড়া, বেলপুকুর, রাজশাহী ২২শে নভেম্বর বুধবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার বেলপুকুর থানাধীন ভড়ুয়াপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ কমিটির সদস্য মুহাম্মাদ আব্দুর রাযযাকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, শূরা সদস্য মাওলানা দুররুল হুদা, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর শিক্ষক মোফাক্ষার হোসাইন, রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার সভাপতি মুহাম্মাদ আনোয়ারুল ইসলাম, যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রহীম, বানেশ্বর গরুহাটা আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব মাওলানা জালালুদ্দীন প্রমুখ।

মাসিক ইজতেমা

রংপুর ৩০শে নভেম্বর সৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলা শহরের খামারবাড়ী রোডস্থ শেখ জামালুদ্দীন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রংপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুছতফা সালাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীকের সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম এবং দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আতীকুর রহমান, পীরগঞ্জ উপযেলার সাধারণ সম্পাদক আশীকুর রহমান, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মতীউর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক মফীযুল ইসলাম প্রমুখ।

উপযেলা কমিটি গঠন

কলমাকান্দা, নেত্রকোণা ১লা ডিসেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার কলমাকান্দা থানাধীন ডাইয়ারকান্দা বাজারস্থ ইসলামী দাওয়াহ সেন্টার ও সোনামণি পাঠাগারে নেত্রকোণা যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভা শেষে আমীরে জামা'আত মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বাদে বাকীদের নিয়ে মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ-দক্ষিণ ৩রা ডিসেম্বর রবিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার মুক্তাগাছা থানাধীন দুল্লা বটতলা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মুক্তাগাছা উপযেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে উপযেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় সুধী আলহাজ্জ আযহার আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভা শেষে হাফেয মতীউর রহমানকে সভাপতি ও হারূণুর রশীদকে সাধারণ সম্পাদক মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট উপযেলা যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

কেন্দ্রীয় দাঈর সফর

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ গত ১২ই নভেম্বর থেকে ১৯শে নভেম্বর পর্যন্ত নাটোর বগুড়া ও জয়পুরহাট যেলার বিভিন্ন এলাকায় দাওয়াতী সফর করেন। সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট নিম্নরূপ :

১২ই নভেম্বর রবিবার বাদ যোহর নাটোর যেলার গুরুদাসপুর থানাধীন বৃ-গরিলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, বাদ মাগরিব মহারাজপুর পূর্বপাড়া, বাদ এশা মহারাজপুর মুক্তবাজার; ১৩ই নভেম্বর সোমবার বাদ ফজর মহারাজপুর নতুনপাড়া, বাদ যোহর হাঁসমারী, বাদ আছর বড়াইগ্রাম লক্ষ্মীকোল, বাদ মাগরিব মহারাজপুর হাফেযিয়া মাদ্রাসা; ১৫ই নভেম্বর বুধবার বাদ মাগরিব শাহ জাহানপুর থানাধীন কৌচাদহ; ১৬ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার বাদ ফজর কামারপাড়া, বাদ মাগরিব বড় পাথার বালিয়া দিঘী; ১৭ই নভেম্বর শুক্রবার বাদ ফজর কামারপাড়া হাটখোলা, কামারপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা, বাদ মাগরিব গাবতলী থানাধীন নশিপুর; ১৮ই নভেম্বর শনিবার সকাল ৭-টায় নশিপুর ইছলাহুল উম্মাহ মহিলা মাদ্রাসা, বাদ মাগরিব দুপচাচিয়া থানাধীন মাজিন্দা; ১৯শে নভেম্বর রবিবার বাদ ফজর নূরপুর দক্ষিণপাড়া এবং বাদ যোহর জয়পুরহাট যেলার আক্কেলপুর থানাধীন পূর্ব গোবিন্দপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে দাওয়াতী সফর করেন।

সোনামণি

(গত সংখ্যার পর)

(১৬) গত ১৭ই নভেম্বর কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মফীযুল ইসলামের উপস্থিতিতে মুহাম্মাদ মামূনুর রশীদকে পরিচালক করে বাগেরহাট যেলা পুনর্গঠন করা হয় (১৭) ১লা ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় পরিচালক

রবীউল ইসলামের পরামর্শক্রমে আব্দুর রবকে পরিচালক করে বগুড়া যেলা (১৮) ১লা ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় পরিচালক রবীউল ইসলামের উপস্থিতিতে রেযাউল ইসলামকে পরিচালক করে কুষ্টিয়া-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা (১৯) ১লা ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় পরিচালক রবীউল ইসলামের উপস্থিতিতে মীযানুর রহমানকে পরিচালক করে কুষ্টিয়া-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা (২০) ১লা ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক নাজমুন নাঈমের উপস্থিতিতে আব্দুর রহমানকে পরিচালক করে চাঁপাই নবাবগঞ্জ-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা (২১) ২রা ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু তাহের মেছবাহর উপস্থিতিতে মুহাম্মাদ আব্দুস সাত্তারকে পরিচালক করে কুমিল্লা যেলা (২২) ৬ই ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় পরিচালক রবীউল ইসলামের উপস্থিতিতে সারোয়ার মেছবাহকে পরিচালক করে রাজশাহী -পূর্ব সাংগঠনিক যেলা (২৩) ৮ই ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু রায়হানের উপস্থিতিতে মুহাম্মাদ নাছরুল্লাহকে পরিচালক করে সিরাজগঞ্জ সাংগঠনিক যেলা (২৪) ১৫ই ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় পরিচালক রবীউল ইসলামের উপস্থিতিতে সাজিদ শাহরিয়ারকে পরিচালক করে চুয়াডাঙ্গা যেলা (২৫) ১৫ই ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় পরিচালক রবীউল ইসলামের উপস্থিতিতে নযরুল ইসলামকে পরিচালক করে ঝিনাইদহ যেলা (২৬) ১৫ই ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক নাজমুন নাঈমের উপস্থিতিতে মুছতফা আলমকে পরিচালক করে পঞ্চগড় যেলা (২৭) ১৬ই ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক নাজমুন নাঈমের উপস্থিতিতে মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহকে পরিচালক করে রংপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা (২৮) ১৬ই ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুঈনুল ইসলামের উপস্থিতিতে মুস্তাফীযুর রহমানকে পরিচালক করে লালমনিরহাট যেলা পুনর্গঠন করা হয়।

নন্দলালপুর, কুমারখালী, কুষ্টিয়া ১লা ডিসেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার কুমারখালী থানাধীন নন্দলালপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. মুহাম্মাদ আলী মুর্তাযা চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক রবীউল ইসলাম।

ঝাউবোনা, চারঘাট, রাজশাহী ১৩ই ডিসেম্বর বুধবার : অদ্য সকাল ৮-টায় যেলার চারঘাট থানাধীন ঝাউবোনা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল মাতীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু রায়হান ও মাহফূয আলী।

বিডিআর হাট, সদর, লালমণিরহাট ১৬ই ডিসেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ যোহর সদর যেলার থানাধীন বিডিআর হাট আল- মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী মাদ্রাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুঈনুল ইসলাম ও রাজশাহী সদর সাংগঠনিক যেলা পরিচালক ইমরুল কায়েস।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড

ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ ১লা ডিসেম্বর শুক্রবার : অদ্য দুপুর আড়াইটায় যেলার ফতুল্লা থানাধীন চাষাঢ়া আলী আহমাদ চুনকা পাঠাগার ও মিলনায়তনে হাদীছ 'ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড' অধিভুক্ত দারুলহাদীছ একাডেমীতে এক অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র প্রতিষ্ঠান প্রধান মুহাম্মাদ হুমায়ূন কবীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক এবং 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ ও নারায়ণগঞ্জ যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ইমরান হাসীন আল-আমীন।

বাগাতিপাড়া, নাটোর ১৮ই ডিসেম্বর সোমবার : অদ বেলা ১১-টায় যেলার বাগাতিপাড়া থানাধীন বঁশবাড়িয়াস্থ (জালালের মোড় সংলগ্ন) মাদ্রাসাতুল হাদীছ আস-সালাফিয়ার বার্ষিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ ও অভিভাবক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ডের প্রধান পরির্দ্রক ও 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আনোয়ারুল ইসলাম ও কাফুরিয়া সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জনাব আবুল কালাম আযাদ ও প্রধান শিক্ষক, মোযাফ্ফর হোসেন। উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন অতিথিবৃন্দ।

মারকায সংবাদ

দাওরায়ে হাদীছ (৯ম ব্যাচ)-এর শিক্ষা সমাপনী অনুষ্ঠান

নওদাপাড়া, রাজশাহী ৮ই ডিসেম্বর, শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর কুল্লিয়া তথা দাওরায়ে হাদীছ ৯ম ব্যাচের শিক্ষা সমাপনী দরস অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিম পার্শ্বস্থ মারকাযী জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত উক্ত জনাকীর্ণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে দরস দেন মারকাযের প্রতিষ্ঠাতা, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর **ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। প্রধান অতিথি চিরাচরিত রীতি ছহীহুল বুখারীর শেষ হাদীছের পরিবর্তে ১ম হাদীছের উপর জ্ঞানগর্ভ দরস পেশ করেন।

৩১ মিনিটের উক্ত দরসে তিনি সমবেত ছাত্র-শিক্ষক, আন্দোলনের মজলিসে আমেলা ও শূরা সদস্যবৃন্দ এবং সুধীমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে বলেন, দাওরা ফারেগ বিদায়ী ছাত্রদের শিক্ষা সমাপনী ক্লাসে অন্যান্য মাদ্রাসার ন্যায় বুখারী শরীফের শেষ হাদীছের পরিবর্তে আমি বেছে নিয়েছি বুখারী শরীফের ১ম হাদীছ, যেখানে নিয়তের হাদীছটি এসেছে। ওলামায়ে কেরাম যারা দাওরা ফারেগ হন বলা যায়, তাদের মাধ্যমে এদেশে ইসলাম টিকে আছে। সুতরাং আলেমদের নিয়তে যদি বিশুদ্ধতা না থাকে, তাহ'লে পুরো ইসলামই মানুষের কাছে বিকৃতভাবে উপস্থাপিত হয়। যে সমস্যায় ভুগছে আজ পুরা ইসলামী বিশ্ব। আল্লাহপাক আলেম উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নিবেন। আর আলেম যদি বিশুদ্ধ আক্বীদাসম্পন্ন না হন এবং তার নিয়তের মধ্যে যদি ইখলাছ না থাকে, তাহ'লে তার এই ইলম তার কোন উপকারে আসবে না। ইখলাছবিহীন ইলম বালির বস্তার মতো। যা কেবল ভারী হয়, কিন্তু বহনকারীর কোন কাজে আসে না। এজন্য ইমাম বুখারী (রহঃ) বুখারী শরীফের প্রথমে নিয়তের হাদীছটা এনেছেন এবং ছাহেবে

মিশকাতও এই হাদীছটি প্রথমে এনেছেন। ওমর ফারূক (রাঃ) যেহেতু মসজিদে নববীর মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুৎবায় এ হাদীছটি বলেছিলেন, তাই তাঁর অনুকরণে ইমাম বুখারীও তাঁর অতুলনীয় গ্রন্থের খুৎবা বা শুরুতে এই হাদীছটি এনেছেন। যে গ্রন্থটি পবিত্র কুরআনের পরে সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ হিসাবে বিদ্বানগণের নিকট স্বীকৃত।

নিয়তের হাদীছের মাধ্যমে বাবের শিরোনাম নির্ধারণে ইমাম বুখারীর গভীর দূরদৃষ্টি প্রমাণিত হয়েছে। তিনি এই একই হাদীছটিকে ৪১নং বাবে ৫৪নং হাদীছে নিয়ে এসে তার শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন, باب مَا جَاءَ أَنَّ الأَعْمَالَ بِالنِّيَّةِ وَالْحِسْبَةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، এখানে নিয়তের সাথে 'হিসবাহ' তথা ছওয়াব লাভের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা দাওরা ফারেগ আলেমদের নিয়তের সঙ্গে যদি ছওয়াব লাভের উদ্দেশ্য না থাকে, তাহ'লে এই নিয়ত ব্যর্থ হবে। আলেমরা যদি ছওয়াবের নিয়তে কথা বলেন বা কাজ করেন, তাহ'লে তার ঐ নিয়ত ফলপ্রসূ হবে। অন্যথায় নয়। ইমাম বুখারী الحسبة শব্দ উল্লেখ করে সেদিকেই ইঙ্গিত করেছেন। অতএব জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হ'লেও কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বাণী মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

তিনি সৎনিয়ত ও ছওয়াব অর্জনের দৃঢ় সংকল্প নিয়ে নিজেদের সার্বিক জীবন পরিচালনার জন্য ফারেগ ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি নছীহত করেন। তিনি বলেন, আমাদের পবিত্র রূহ যেন পবিত্র দেহ থেকে সৎকর্মের ডালি নিয়ে আমাদের প্রতিপালকের নিকট হাযির হ'তে পারে, আল্লাহ আমাদের সবাইকে সেই তাওফীক দান করুন!

উল্লেখ্য যে, ২০০৩ সালের ১০ই জুলাই বৃহস্পতিবার বাদ আছর আমীরে জামা'আত ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব কর্তৃক ইবনু মাজাহ-এর প্রথম ৫টি হাদীছের দরস প্রদানের মাধ্যমে মারকাযে কুল্লিয়া তথা দাওরায়ে হাদীছের ক্লাস শুরু হয়েছিল। ২০০৫ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী আমীরে জামা'আত সহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ গ্রেফতার হওয়ার কারণে প্রায় তিন বছর এটি বন্ধ থাকার পর ২০০৭ সালের ১৯শে আগস্ট পুনরায় দাওরায়ে হাদীছের ক্লাস শুরু হয়। অতঃপর ২০১৫ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর দাওরায়ে হাদীছের ১ম ব্যাচের ক্লাস শুরু উপলক্ষে আমীরে জামা'আত ফাৎহুল বারী থেকে বুখারী শরীফের ১ম হাদীছের উপর এক ঘণ্টাব্যাপী দরস প্রদান করেছিলেন। ২০১৫ সালের পর এটি ছিল তাঁর ২য় দরস।

মারকায পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মারকাযের সেক্রেটারী মাওলানা দুররুল হুদা, ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ড. নূরুল ইসলাম, শিক্ষক মাওলানা রুস্তম আলী ও মাওলানা আফতাবুদ্দীন। অনুষ্ঠানে ১৪ জন ফারেগ ছাত্র ও ৬ জন ছাত্রীকে মারকাযের পক্ষ থেকে বিভিন্ন পুরস্কার প্রদান করা হয়।

এতদ্ব্যতীত মারকাযের হিফয বিভাগের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ৫ মাসে হিফয সম্পন্নকারী মুহাম্মাদ হুযায়ফা (পাবনা) সহ ৭ জন ছাত্রকে পুরস্কৃত করা হয়। মারকাযের শিক্ষক মাওলানা ফয়ছাল মাহমূদ অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন।

মৃত্যু সংবাদ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' টাঙ্গাইল যেলার দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ বেলায়েত হোসাইন (৬৫) গত ৮ই নভেম্বর রোজ বুধবার দিবাগত রাত ২-টায় নিজ বাড়ীতে প্রচণ্ড বুক ব্যথায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৪ পুত্র ও ১ কন্যাসহ বহু সাংগঠনিক সাথী ও আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। পরদিন বাদ যোহর তার নিজগ্রাম যেলার কালিহাতী থানাধীন ছাতিহাটী ঈদগাহ ময়দানে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন তার কনিষ্ঠ পুত্র মুহাম্মাদ আতীকুর রহমান। জানাযা শেষে তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা। জানাযায় যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক শামসুল আলম খাঁন, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল কাদের মিয়াঁ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক আব্দুস সালাম, যুববিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রাযযাকসহ যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র দায়িত্বশীলবৃন্দ এবং বিপুল সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, তিনি ২০১০ খ্রি. থেকে অত্র যেলার দফতর সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন।

আল-আমীন ফার্মেসী
সেন্ট্রাল রোড, রংপুর-৫৪০০
হাকীম মুছতফা সরকার
এখানে অ্যাজমা, পাইলস, ডায়াবেটিস, অ্যালার্জি, বাত ব্যথা, বাধক ব্যথা, স্নায়ুবিক ও শারীরিক দুর্বলতা, আইবিএস প্রভৃতি রোগের ইউনানী চিকিৎসা দেওয়া হয়।
রোগী দেখার সময়
বিকাল ৪-৩০ থেকে রাত ১০-টা।
মোবা : ০১৮৬০-৮৪১৫৯৬, ০১৭৮৮-০৫১২০৮ (হোয়াটস অ্যাপ)
অনলাইনে চিকিৎসা প্রদান ও কুরিয়ারযোগে ওষুধ পাঠানো হয়

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ও খুচরা ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন : ০১৭৫১-১০৩৯০৪
Bangla Food BD
আস্থা রাখুন শতভাগ খাঁটি পণ্য পাবেন ইনশাআল্লাহ।
আমাদের পণ্য সমূহ
- আম (মৌসুমি)
- লিচু (মৌসুমি)
- সকল প্রকার খেজুর
- মরিচের গুঁড়া
- হলুদের গুঁড়া
- আখের গুড় (মৌসুমি)
- খেজুরের গুড় (মৌসুমি)
- খাঁটি মধু
- খাঁটি গাওয়া ঘি
- খাঁটি নারিকেল তৈল (এক্সট্রা ভার্জিন)
- খাঁটি সরিষার তৈল
- খাঁটি জয়তুনের তৈল
- খাঁটি নারিকেল তৈল
- খাঁটি কালো জিরার তৈল
- নাটোরের কাঁচাগোল্লা ও বগুড়ার দই

যোগাযোগ
facebook.com/banglafoodbd
E-mail : abirrahmanarif@gmail.com
Whatsapp & Imo : 01751-103904
www.banglafoodbd.com
SCAN ME

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/১২১) : নারী বা পুরুষ ইহরাম অবস্থায় কাপড় পরিবর্তন করতে পারবে কি?

-ক্বাযী হারূনুর রশীদ, রাজশাহী।

উত্তর : নতুন কাপড়ের মাধ্যমে হৌক বা পরিহিত কাপড় পরিষ্কার করার মাধ্যমে হৌক নারী বা পুরুষের যে কেউ ইহরাম অবস্থায় কাপড় পরিবর্তন করতে পারে *(ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৪/৪০০; দ্র. হাফাবা প্রকাশিত 'হজ্জ ও ওমরাহ' বই পৃ. ৬১)*।

প্রশ্ন (২/১২২) : নারীরা আলাদা জামা'আতে ছালাত আদায়কালীন বা মাহরামের সাথে ছালাত আদায়কালীন ইমাম ভুল করলে সুবহানাল্লাহ বলে সতর্ক করতে পারবে কি?

-আসাদুয যামান, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : সুন্নাত হচ্ছে নারী পুরুষের সম্মিলিত জামা'আতে ইমাম ভুল করলে পুরুষেরা 'সুবহানাল্লাহ' বলবে এবং নারীরা বাম হাতের পিঠের উপর ডান হাত মারবে *(বুখারী হা/১২০৩; মিশকাত হা/৯৮৮)*। তবে যদি নারীদের জামা'আতে নারী ইমাম ভুল করে বা নারী তার পুরুষ মাহরামের সাথে ছালাত আদায় করে, তাহ'লে নারী 'সুবহানাল্লাহ' বলে লোক্বমা দিতে পারবে *(যারকাশী, মুগনীল মুহতাজ ১/৪১৮)*।

প্রশ্ন (৩/১২৩) : যমযম পানির সাথে অন্য পানি মিশ্রণ জায়েয হবে কি? বা যমযমের সাথে অন্য পানি মিশিয়ে পান করলে কোন উপকার পাওয়া যাবে কি?

-ইবাদুর রহমান, বহরমপুর, রাজশাহী।

উত্তর : যমযমের পানির সাথে অন্য পানি মিশানো দোষণীয় নয়। তবে অন্যকে মিশ্রিত পানি পান করালে বা হাদিয়া দিলে তাকে সেটা জানাতে হবে। নইলে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হ'তে পারে। আর যমযমের পানির সাথে অন্য পানি মিশালে এর গুণগত মান অবশিষ্ট থাকে কি-না তা বৈজ্ঞানিকভাবে যাচাই সাপেক্ষ। তবে বিদ্বানগণ বলেন, এতে যমযমের পানির গুণাগুণ নষ্ট হবে না। বরং যমযমের পানির পরিমাণ যতটুকু হবে, ততটুকু পরিমাণ বরকত পানকারী লাভ করবে ইনশাআল্লাহ *(বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব; ওছায়মীন, শরহু কিতাবিল হজ্জ মিন ছহীহিল বুখারী ১/১০৮)*।

প্রশ্ন (৪/১২৪) : জনৈক ব্যক্তি বলেন, যমযমের পানি মক্কার বাইরে নিয়ে পান করলে এর বরকত নষ্ট হবে। উক্ত বক্তব্যের সত্যতা জানতে চাই।

-ইহসানুল্লাহ, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : উক্ত বক্তব্যের কোন সত্যতা নেই। বরং পৃথিবীর যে প্রান্তে নিয়ে গিয়ে পান করবে সেখানেই এর বরকত লাভ করবে *(বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১৭/২৯৯)*। উল্লেখ্য যে, যমযমের পানি পানের নানাবিধ উপকারিতা রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যমযমের পানি যে উপকার লাভের আশায় পান করা হবে, তা অর্জিত হবে' *(ইবনু মাজাহ হা/৩০৬২)*। ছাহাবায়ে কেরাম যমযমের পানি বহন করতেন। কেউ অসুস্থ হ'লে তার শরীরে পানি ছিটিয়ে দেওয়া হ'ত এবং তাকে পান করানো হ'ত *(ছহীহাহ হা/৮৮৩)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, নিশ্চয়ই তা (যমযমের পানি) বরকতপূর্ণ। তা তৃপ্তিকর খাদ্য এবং রোগনিরাময়ের ঔষধ *(ছহীহুল জামে' হা/২৪৩৫)*। তিনি আরো বলেন, পৃথিবীর বুকে সর্বশ্রেষ্ঠ পানি হ'ল যমযমের পানি। তাতে রয়েছে তৃপ্তিকর খাদ্য এবং ব্যাধির আরোগ্য *(ছহীহুল জামে' হা/৩৩২২)*। তিনি আরও বলেন, যমযমের পানি যে উদ্দেশ্যে পান করা হবে, সেই উদ্দেশ্য পূরণ হবে। তুমি যদি সুস্থতার জন্য পান কর তাহ'লে আল্লাহ তোমাকে সুস্থ করবেন। তুমি ক্ষুধা নিবারণের জন্য পান করলে আল্লাহ তোমার ক্ষুধা নিবারণ করবেন। তুমি পিপাসা দূর করার জন্য পান করলে আল্লাহ তোমার পিপাসা দূর করবেন *(ছহীহুত তারগীব হা/১১৬৪)*।

প্রশ্ন (৫/১২৫) : আক্বীদা-আমল সহ নানা বিষয়ে আমি সর্বদা ওয়াসওয়াসার মধ্যে থাকি। এজন্য আমার করণীয় কি?

-নাফীস, ঢাকা।

উত্তর : শয়তান ওয়াসওয়াসা দিয়ে মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে দূরে রাখতে চায়। এজন্য ওয়াসওয়াসা থেকে বাঁচতে হ'লে- (১) শয়তান থেকে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে *(আ'রাফ ৭/২০০)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, শয়তান তোমাদের কারো কারো নিকটে আসে এবং (বিভিন্ন ব্যাপারে) প্রশ্ন করে, এটা কে সৃষ্টি করেছে? ওটা কে সৃষ্টি করেছে? এমনকি অবশেষে এটাও বলে বসে যে, তোমার রবকে কে সৃষ্টি করেছে? শয়তান যখন এ পর্যায়ে পৌঁছে, তখন তার উচিত আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা, যাতে সে এ ধারণা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে *(বুখারী হা/৩২৭৬; মিশকাত হা/৬৫)*। (২) সূরা ইখলাছ পাঠ করে বাম দিকে তিনবার থুক মারবে এবং বিতাড়িত শয়তান হ'তে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চেয়ে 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বনির রজীম' পাঠ করবে *(আবুদাউদ হা/৪৭২২; মিশকাত হা/৭৫; মির'আত)*। (৩) এমন ধোঁকা মনে আসলেই *আমানতু বিল্লাহ* বা 'আমি আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনলাম' পাঠ করবে *(মুসলিম হা/১৩৪; মিশকাত হা/৬৬)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের কারো মনের মধ্যে এমন কিছু উদয় হয় যা মুখে ব্যক্ত করার চেয়ে সে জ্বলে-পুড়ে অঙ্গার হয়ে যাওয়াকে উত্তম মনে করে। তিনি বললেন, *আল্লাহু আকবার*, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ্র জন্য সমস্ত প্রশংসা, যিনি শয়তানের এ ধোঁকাকে কল্পনা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রেখেছেন *(আবুদাউদ হা/৫১১২; মিশকাত হা/৭৩)*।

প্রশ্ন (৬/১২৬) : আমি বিদ্যালয়ে সারাদিন বোরক্বা পরি। কিন্তু ধোয়া-মোছার কাজ করতে গিয়ে অনেক সময় ময়লা পানির ছিটা বোরক্বার নীচের দিকে লেগে যায়। আবার

বোরক্বা লম্বা হওয়ার ফলে শুকনো ময়লা নীচের দিকে লেগে থাকে। এটা পরে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-সাঈদা জাহান, চট্টগ্রাম।

উত্তর : সাধারণভাবে কোন নাপাকী কাপড়ে লেগে গেলে তা ধুয়ে নিয়ে ছালাত আদায় করবে। আর ধুলা-বালি বা কাদা-মাটি কাপড়ে লেগে থাকলে তা কাপড়কে নাপাক করে না। বরং পরের ধুলা সেটি বিনষ্ট করে দেয় *(আবুদাঊদ হা/৩৮৩; মিশকাত হা/৫০৪)*। আর কাপড়ে স্পষ্ট কোন নাপাকী দেখতে পেলে সে স্থানটুকু ধুয়ে ফেলে ছালাত আদায় করবে *(ওছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ২/২২১, ১/৩৮২; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ২/৬৫৬-৫৭; দ্র. হাফাবা প্রকাশিত 'পোষাক ও পর্দা' বই)*।

প্রশ্ন (৭/১২৭) : আক্বীদা ও ঈমানের মধ্যে পার্থক্য কি?

-আব্দুল লতীফ, কালিহাতি, টাঙ্গাইল।

উত্তর : শাব্দিক অর্থে পার্থক্য থাকলেও পারিভাষিক অর্থে ঈমান ও আক্বীদার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ঈমান হ'ল মুখে স্বীকৃতি, হৃদয়ে বিশ্বাস এবং কর্মে বাস্তবায়নের নাম। আর আক্বীদা হ'ল অন্তরের অভিপ্রায়, ইচ্ছা ও সংকল্পের নাম। মূলত ঈমান হ'ল আম এবং আক্বীদা হ'ল খাছ। ঈমান সমগ্র দ্বীনকে শামিল করে। আর আক্বীদা দ্বীনের মৌলিক বিশ্বাসের নাম। সুতরাং ঈমানের দু'টি অংশ। একটি হ'ল– হৃদয়ে স্বচ্ছ আক্বীদা পোষণ। আরেকটি হ'ল– বাহ্যিক কর্মে তার প্রকাশ। এ দু'টি পরস্পরের সঙ্গে এমনভাবে যুক্ত যে, কোন একটির অনুপস্থিতি ঈমানকে বিনষ্ট করে দেয়। আক্বীদা হ'ল ঈমানের মূলভিত্তি। আক্বীদা ব্যতীত ঈমানের উপস্থিতি তেমনি অসম্ভব, যেমনিভাবে ভিত্তি ব্যতীত কাঠামো অসম্ভব।

প্রশ্ন (৮/১২৮) : কারু নিকট থেকে যদি আমি অর্থ নিয়ে এ শর্তে ব্যবসা করি যে, আমার যা লাভ বা ক্ষতি হোক না কেন, প্রতি মাসে আমি তাকে নির্দিষ্টভাবে ৮ হাযার টাকা করে লাভ দিব। এটা জায়েয হবে কি?

-নাযিম হোসাইন, আসাম, ভারত।

উত্তর : এটা জায়েয হবে না। শরী'আতে যৌথ ব্যবসার পদ্ধতি দু'টি- (১) মুশারাকা : দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বিনিয়োগ করবে এবং বিনিয়োগের পরিমাণ অনুযায়ী লাভ-লোকসান বণ্টিত হবে *(দারাকুৎনী হা/৩০৭৭)* (২) মুযারাবা : একজনের অর্থে অপরজন ব্যবসা করবে। লভ্যাংশ চুক্তি অনুপাতে উভয়ের মধ্যে বণ্টিত হবে *(আবুদাঊদ হা/৪৮৩৬; সনদ ছহীহ, নায়েল হা/২৩৩৪-৩৫)*। ইবনু কুদামা বলেন, এক্ষেত্রে ব্যবসায়ী লোকসানের ভাগিদার হবে না। কেবল বিনিয়োগকারী হবে। তবে লাভের ক্ষেত্রে উভয়ে সমঝোতা মোতাবেক শরীক হবে। এক্ষেত্রে বিদ্বানগণের মধ্যে কোন মতভেদ আছে বলে আমরা জানি না *(ইবনু কুদামা ৫/২৭-২৮, ৫/৪৯, ৫১)*। বিনিয়োগকারী এককভাবে লোকসানের ভাগ বহন করবে এজন্য যে, যদি ব্যবসায়ীকেও লোকসানের ভাগ বহন করতে হয়, তবে তার উপর যুলুম হয়ে যাবে। কেননা এতে সে দু'বার ক্ষতির শিকার হবে।

প্রশ্ন (৯/১২৯) : আমি সঠিকভাবে ছালাত আদায়ের চেষ্টা করি। কিন্তু আমার তেলাওয়াতে অনেক ভুল। কখনো হয়ত শব্দও ছুটে যায়। আমার ছালাত কবুল হবে কি?

-ছাবীহা রহমান, কল্যাণপুর, ঢাকা।

উত্তর : ছালাত হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। তবে সাধ্যমত সঠিক উচ্চারণে তেলাওয়াত করবে এবং অবশ্যই সূরা ফাতিহা সঠিক ভাবে পাঠ করবে। কেননা এটি ব্যতীত ছালাত হয় না' *(বুখারী হা/৭৫৬; মুসলিম হা/৩৯৪; মিশকাত হা/৮২২; ওছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ৮/০২)*।

প্রশ্ন (১০/১৩০) : আমি জনৈক মহিলার দুধ পান করেছি। এক্ষণে উক্ত মহিলার মেয়েকে আমার ভাই বিয়ে করতে পারবে কি?

-আরিফুল ইসলাম, রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : পারবে। কারণ দুধ পান সম্পর্কিত মাহরাম কেবল তার জন্য সাব্যস্ত হবে যে দুধ পান করেছে। অতএব দুধ পানকারীর অন্যান্য ভাই-বোনদের জন্য দুগ্ধদানকারীর আত্মীয়রা মাহরাম সাব্যস্ত হবে না *(ওছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন "আলাদ্দারব ১৯/২)*। আল্লাহ বলেন, তোমাদের জন্য হারাম করা হ'ল- তোমাদের মা, মেয়ে, ফুফু, খালা, ভাতিজী, ভাগিনেয়ী, দুধ-মা, দুধ-বোন *(নিসা ৪/২৩)*।

প্রশ্ন (১১/১৩১) : ছাত্ররা ক্লাস করার সময় পর্দাহীন অথবা নেক্বাব পরিহিতা শিক্ষিকাদের দিকে তাকাতে পারবে কি?

-ইয়ামীন, পোস্তগোলা, ঢাকা।

উত্তর : সাধ্যমত দৃষ্টি অবনত রাখবে এবং তাকানো থেকে বিরত থাকবে। কারণ দৃষ্টিপাত মনের মধ্যে কামনার ফিৎনা সৃষ্টি করতে পারে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'চোখের যেনা হ'ল (বেগানা) নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৮৬)*।

শায়েখ ওছায়মীন (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল এমন এক যুবক সম্পর্কে যে ছেলেদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পায়নি? তিনি বলেন, 'তোমাকে অবশ্যই এমন প্রতিষ্ঠান খুঁজতে হবে যেখানে সহশিক্ষা নেই। যদি এই অবস্থার বাইরে কোন প্রতিষ্ঠান না পাও অথচ তোমার পড়াশোনা করা প্রয়োজন, তাহ'লে তুমি পড়বে; কিন্তু সাধ্যমত অশ্লীলতা ও ফিৎনা থেকে দূরে থাকবে। সেটা এভাবে যে, তোমার দৃষ্টিকে অবনত রাখবে এবং জিহ্বাকে সংযত রাখবে। পরনারীদের সাথে কথা বলবে না এবং তাদের নিকট দিয়ে যাবে না' *(ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ্দারব (১/১০৩), (১৩/১২৭)*। একই সাথে মোবাইলে পরকীয়া থেকে সাবধান থাকবে।

যদি কেউ অনুভব করে যে, সে হারামের দিকে ঝুঁকে পড়ছে এবং তার সাথে থাকা নারীদের ফিৎনায় পড়ছে, তখন তার দ্বীনের নিরাপত্তার স্বার্থে অবশ্যই তাকে ঐ প্রতিষ্ঠান ছাড়তে হবে। আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তার প্রয়োজন পূর্ণ করে দিবেন। আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য উপায় বের করে দেন'। 'আর তিনি তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে রিযিক প্রদান করে থাকেন। বস্তুত যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে, তিনি তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান' *(তালাক-মাদানী ৬৫/২-৩)*।

প্রশ্ন (১২/১৩২) : আমি অল্প বেতনে কোম্পানীর মার্কেটিং

বিভাগে চাকুরী করি। অফিস আমাকে দুপুরের খাবার ও যানবাহনের জন্য কিছু টাকা দেয়। আমি তা বাঁচানোর জন্য বিভিন্ন সময় হেঁটে যাওয়া-আসা করি এবং দুপুরের খাবার না খেয়ে টাকাটা জমিয়ে রাখি। এটা সঠিক হচ্ছে কি?

-মি'রাজুল ইসলাম, মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর : এতে কোন দোষ নেই। তাছাড়া কোম্পানীর জ্ঞাতসারে খাবার ও ভাড়ার টাকা ব্যবহার না করলেও দোষ নেই। তবে এরূপ বরাদ্দ না থাকলে প্রতিষ্ঠানের অজ্ঞাতসারে এটি নেওয়া যাবে না।

প্রশ্ন (১৩/১৩৩) : পিতা মৃত্যুর পূর্বে ১০ শতক জমি কবরস্থান করার জন্য বলে গেছেন। সেখানে মাত্র একটি কবর আছে। বাকি জায়গা খালি পড়ে আছে। সেখানে চাষাবাদ করা জায়েয হবে কি?

-যয়নাল আবেদীন, উত্তর দিনাজপুর, ভারত।

উত্তর : কবরস্থানে চাষাবাদ করা যাবে না। কারণ রাসূল (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সময় এরূপ রীতি ছিল না *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ৫/৪০৭)*।

প্রশ্ন (১৪/১৩৪) : চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্য গ্রহণের সময় সহবাস করলে কোন ক্ষতি হয় কি?

-ইশরাত জাহান, ঢাকা।

উত্তর : কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা এমন কোন বক্তব্য প্রমাণিত নয়। অতএব এরূপ আক্বীদা পোষণ করা যাবে না।

প্রশ্ন (১৫/১৩৫) : একই আমল একাধিক নিয়তে করা যাবে কি? যেমন আইয়ামে বীযের নফল ছিয়ামের দিন সোম বা বৃহস্পতিবারের ছিয়াম রাখা। এছাড়াও অন্যান্য অনেক আমল রয়েছে। যার ফযীলত ভিন্ন ভিন্ন।

-আব্দুল মালেক, বারঘরিয়া, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : একই আমল একাধিক নিয়তে করা যাবে। কেউ মাসিক আইয়ামে বীযের ৩দিন ও সাপ্তাহিক সোম ও বৃহস্পতিবারে দু'টি ছিয়ামের নিয়ত করে ছিয়াম পালন করলে উভয় ছিয়ামের ছওয়াব পেয়ে যাবে। অনুরূপভাবে কেউ তার রামাযানের ক্বাযা ছিয়ামগুলো আইয়ামে বীয বা সাপ্তাহিক ছিয়ামের দিনে পালন করলে ক্বাযা আদায়ের পাশাপাশি ঐ দিনগুলোর ছওয়াব পেয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। তবে শাওয়ালের ছয়টি ছিয়াম পালনকালে ক্বাযা আদায়ের নিয়ত করা যাবে না। কারণ শাওয়ালের ছিয়াম শাওয়াল মাসের মধ্যেই আদায় করতে হবে। *(ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ২০/৪৮; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ্দারব ১৬/৪২৩)*।

প্রশ্ন (১৬/১৩৬) : বাম হাতে খাওয়া বা পান করতে হাদীছে নিষেধ রয়েছে। কিন্তু দুই হাতে খাওয়া বা পান করার কোন নযীর রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম বা পরবর্তী কোন সালাফে ছালেহীন থেকে পাওয়া যায় কি?

-আনোয়ার হোসাইন, রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : বিভিন্ন বর্ণনা থেকে পাওয়া যায় যে, রাসূল (ছাঃ) বড় বড় পাত্রে দু'হাত ডুবিয়ে পানি পান করেছেন। যেমন, আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পেয়ালাটি তার দুই হাতে নিয়ে মাথা তুলে আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন এবং বললেন, আবু হুরায়রা! এখন তুমি পান কর। আমি পান করলাম। তিনি আবার বললেন, পান কর। তারপর আমি পান করতেই থাকলাম আর তিনি বলতেই থাকলেন, পান কর। অবশেষে আমি বলতে বাধ্য হ'লাম যে, আল্লাহ্‌র কসম! যিনি আপনাকে সত্য দ্বীন সহকারে পাঠিয়েছেন, আমার পেটে আর জায়গা নেই। তারপর তিনি পেয়ালা হাতে নিয়ে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করলেন এবং বিসমিল্লাহ বলে অবশিষ্ট দুধ পান করলেন *(বুখারী হা/৬৪৫২; তিরিমিযী হা/২৪৭৭; হাকেম হা/৪২৯১, সনদ ছহীহ)*। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, কেউ দুই অঞ্জলী দ্বারা পানি পান করলে তা মাকরূহ হবে না *(আল-মাজমূ' ১/৩১৬)*। তাছাড়া খানা-পিনার সময় প্রয়োজনে বাম হাতের সহায়তা নেওয়া দোষণীয় নয়। যেমন রাসূল (ছাঃ) খাওয়ার সময় দু'হাতে হাড্ডি থেকে গোশত ছাড়িয়েছেন *(তিরমিযী হা/১৮৩৬)*।

প্রশ্ন (১৭/১৩৭) : অমুসলিমদের নানা উৎসব যেমন পূজা, হ্যালোইন, ব্লাক ফ্রাইডে, ক্রিসমাস, নববর্ষ ইত্যাদি উপলক্ষে অনেক দোকানে বিশেষ ছাড় দেয়, এই সব ছাড় গ্রহণ করা জায়েয হবে কি?

-মীযানুর রহমান, কিষাণগঞ্জ, ভারত।

উত্তর : অমুসলিমদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যাওয়া যাবে না এবং উক্ত উপলক্ষে এলাকার দোকানের দেওয়া কোন ছাড় গ্রহণ করাও যাবে না। কারণ সেখানে গমন করলে এবং ক্রয়-বিক্রয় করলে তাদের ধর্মীয় উৎসবকে সম্মান করা হবে এবং তা বাস্তবায়নে সহায়তা করা হবে। অথচ আল্লাহ নেকীর কাজে পরস্পরে সাহায্য করতে বলেছেন এবং পাপের কাজে সাহায্য করতে নিষেধ করেছেন *(মায়েদাহ ৫/২)*। তবে সাধারণভাবে উক্ত শহরে বা এলাকার সকল দোকানে ছাড় দিলে ছাড়ে নিত্যপণ্য ক্রয়ে কোন দোষ নেই। কারণ রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম অমুসলিমদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রস্তুতকৃত হালাল খাদ্য বা পণ্য হাদিয়া হিসাবে গ্রহণ করতেন *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৪৩৭২; ইবনু তায়মিয়াহ, ইক্বতিযাউছ ছিরাত্বিল মুস্তাক্বীম ২/৫১-৫২; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১২/২৫৩-৫৪)*।

প্রশ্ন (১৮/১৩৮) : ভিক্ষাবৃত্তিকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করা জায়েয কি? নিরুপায় অবস্থায় একাজ করলে গুনাহ হবে কি?

-সিরাজুল ইসলাম, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : সাধারণ অবস্থায় ভিক্ষাবৃত্তিকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করা হারাম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ভিক্ষাবৃত্তি একটি হীন ক্লেশকর কাজ। এর দ্বারা মানুষ তার চেহারাকেই ক্লান্ত করে ফেলে। তবে শাসকের নিকট কিছু চাওয়া বা এমন অবস্থায় চাওয়া, যখন কোন গত্যন্তর নেই, তাহ'লে সেটি ভিন্ন কথা *(তিরমিযী হা/৬৮১; ছহীহুত তারগীব হা/৭৯২)*। ইসলাম সর্বাবস্থায় হাত পাততে নিরুৎসাহিত করেছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমাদের কেউ এক আঁটি লাকড়ি রশি দিয়ে বেঁধে পিঠে বহন করে এবং তা বিক্রি করে। আল্লাহ তা'আলা এ কাজের দ্বারা তার ইয্যত-সম্মান বহাল রাখেন (যা ভিক্ষা করার

মাধ্যমে চলে যায়)। এ কাজ মানুষের কাছে হাত পাতা অপেক্ষা তার জন্য অনেক উত্তম। মানুষ তাকে কিছু দিতে পারে আবার নাও দিতে পারে *(বুখারী হা/১৪৭০; মিশকাত হা/১৮৪১)*। তিনি বলেন, যে নিজের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য মানুষের কাছে চেয়ে বেড়ায়, সে নিশ্চয়ই (জাহান্নামের) আগুন কামনা করে। (এটা জানার পর) সে কম বা বেশী যা খুশী চাইতে থাকুক *(মুসলিম হা/১০৪১; মিশকাত হা/১৮৩৮)*।

প্রশ্ন (১৯/১৩৯) : প্রতিবেশীর হক কি মুসলিম ও অমুসলিম উভয় প্রতিবেশীর জন্য সমান?

-আবুল বাশার, দিনাজপুর।

উত্তর : প্রতিবেশীর হক উভয়ের জন্য সমান। তবে মুসলমানদের তুলনায় কম। প্রতিবেশী তিন প্রকার: (১) মুসলিম আত্মীয় প্রতিবেশী যার তিনটি হক রয়েছে। মুসলমান হিসাবে। আত্মীয় হিসাবে ও প্রতিবেশী হিসাবে (২) মুসলিম প্রতিবেশীর জন্য দু'টি হক রয়েছে। মুসলিম হিসাবে ও প্রতিবেশী হিসাবে। (৩) কাফির প্রতিবেশী। যার একটিমাত্র হক রয়েছে। আর তা হ'ল কেবল প্রতিবেশী হিসাবে *(নিসা ৪/৩৬; ফাৎহুল বারী ১০/৪৪১; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ৬/৪৯৩)*।

প্রশ্ন (২০/১৪০) : আমাদের মসজিদের ইমাম বাচ্চাদের মসজিদে নিয়ে আসতে একেবারেই নিষেধ করে দিয়েছেন। এটা সঠিক হয়েছে কি?

-নূর-এ মাহফূয, দিনাজপুর।

উত্তর : উক্ত কাজ সঠিক হয়নি। ছালাতে শিশুদের সাথে করে নিয়ে যাওয়া উত্তম। এতে শৈশব থেকেই তাদের মসজিদে ছালাত আদায়ের অভ্যাস গড়ে ওঠে। সেকারণ নববী যুগে শিশুদের মসজিদে নিয়ে যাওয়ার প্রচলন ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শিশুর ক্রন্দন শুনে ছালাত সংক্ষিপ্ত করেছেন *(বুখারী হা/৭০৯; মুসলিম হা/৪৭০)*। তিনি তাঁর দুই নাতি হাসান ও হোসাইনকে কোলে নিয়ে জুম'আর খুৎবাও দিয়েছেন *(আবুদাঊদ হা/১১০৯; ইবনু মাজাহ হা/২৯২৬)*। আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ইমামতি করতে দেখেছি, এমতাবস্থায় নাতনী উমামা বিনতে যয়নব তার কাঁধে ছিল। যখন তিনি রুকূতে যেতেন, তখন তাকে রেখে দিতেন এবং যখন সিজদা হ'তে উঠতেন, তখন তাকে (পুনরায় কাঁধে) ফিরিয়ে নিতেন *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৯৮৪ 'ছালাত' অধ্যায়)*। একদা রাসূল (ছাঃ) এশার ছালাতে হাসান এবং হুসাইনকে পিঠে নিয়ে সিজদা করেছেন এবং তিনি যখন সালাম ফিরান তখন তারা তাঁর দুই রানের উপর বসান *(আহমাদ হা/১০৬৬৯, সনদ হাসান)*। একদিন রাসূল (ছাঃ) এশার ছালাতে আসতে দেরী করলে মসজিদে আগত নারী ও শিশুরা ঘুমিয়ে পড়েছিল *(বুখারী হা/৫৬৬; মুসলিম হা/৬৩৮)*। অতএব এসব বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সেসময় শিশুরা নিয়মিত মসজিদে যেত। তবে কোন শিশুর অনিয়ন্ত্রিত আচরণ যদি মুছল্লীদের জন্য কষ্টদায়ক হয়ে যায়, তবে ঐ শিশুকে মসজিদে আনা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। কেননা তাতে মুছল্লীদের মনোযোগ বিনষ্ট হয়। যেমনভাবে কাঁচা-পিয়াজ ও রসুন মুছল্লীদের জন্য কষ্টদায়ক হওয়ায় তা খেয়ে মসজিদে আসতে নিষেধ করা হয়েছে *(ওছায়মীন, লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ ৩৭; ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ্দারব ৮/২; বিন বায)*। উল্লেখ্য যে, 'তোমরা শিশুদের মসজিদ থেকে দূরে রাখো' মর্মে বর্ণিত হাদীছটি অত্যন্ত যঈফ *(ইবনু মাজাহ হা/৭৫০; যঈফুল জামে' হা/২৬৩৬)*।

প্রশ্ন (২১/১৪১) : টুথপেষ্ট দিয়ে ব্রাশ করলে মিসওয়াকের সুন্নাত পালন ও নেকী হবে কি?

-যহীরুল ইসলাম, ঢাকা।

উত্তর : মিসওয়াকের উদ্দেশ্য হচ্ছে মুখ পরিষ্কার করা *(বুখারী হা/২৭; মিশকাত হা/৩৮১)*। একই উদ্দেশ্যে পেষ্ট-ব্রাশ ব্যবহৃত হয়। সুতরাং টুথপেষ্ট দিয়ে ব্রাশ করলেও মিসওয়াকের সুন্নাত পালন হবে এবং হাদীছে বর্ণিত ফযীলত পাওয়া যাবে। আর 'মিসওয়াক' দ্বারা প্রচলিত কাঁচা বা শুকনা ডালের মিসওয়াক ও পেষ্ট-ব্রাশ সবকিছুকে বুঝায় *(নববী, তাহরীরু আলফাযিত তাম্বীহ ১/৩৩; ওছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ্দারব ৭/২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যদি আমার উম্মতের উপর কষ্টকর মনে না হ'ত, তাহ'লে আমি তাদেরকে এশার ছালাত দেরীতে এবং প্রতি ছালাতে মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৩৭৬)*। এখানে 'প্রতি ছালাতে' অর্থ 'প্রতি ছালাতের ওযূতে', যেমনটি অন্য বর্ণনায় ব্যাখ্যাস্বরূপ এসেছে *(আহমাদ হা/৭৫০৪; ইরওয়া হা/৭০)*।

প্রশ্ন (২২/১৪২) : আজকাল লোশনগুলোতেও সামান্য সুগন্ধি থাকে। এক্ষণে ঐসব লোশন মেয়েদের ব্যবহার করা জায়েয হবে কি?

-সানজীদা বেগম, মুন্সীগঞ্জ।

উত্তর : মহিলাদের জন্য হালকা সুগন্ধিযুক্ত লোশন ব্যবহারে দোষ নেই। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে (মদীনা থেকে) মক্কায় সফর করেছি এবং ইহরামের সময় আমরা আমাদের কপালে 'সুক্ক' (السُّكّ) নামক সুগন্ধি (মহিলাদের ব্যবহৃত সুগন্ধি বিশেষ, যা বাইরে ছড়ায় না) মেখেছি। আমাদের কেউ ঘর্মাক্ত হ'লে তা মুখমণ্ডল বেয়ে পড়তো, নবী করীম (ছাঃ) তা দেখতেন কিন্তু তা ব্যবহারে নিষেধ করতেন না *(আবুদাঊদ হা/১৮৩০; বায়হাক্বী ৫/৪৮, হা/৯৩১৮)*। তবে যে সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়ে, তা ব্যবহার করে মহিলাদের বাইরে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। চাই তা মসজিদে হৌক বা অন্য কোথাও হৌক। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে মহিলা সুগন্ধি ব্যবহার করে বেগানা লোকদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে যেন তারা তার সুগন্ধি পায়, সে ব্যভিচারিণী' *(আহমাদ হা/১৯৭২৬; নাসাঈ হা/৫১২৬; ছহীহুল জামে' হা/৩২৩, ২৭০১)*। তিনি আরও বলেন, পুরুষের সুগন্ধি হ'ল যার রং গোপন থাকবে ও সুগন্ধি প্রকাশ পাবে। আর মহিলাদের সুগন্ধি হ'ল যার রং প্রকাশ পাবে এবং সুগন্ধি গোপন থাকবে *(তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৪৪৩; ছহীহুল জামে' হা/২০৬৫)*। উল্লেখ্য যে, মহিলারা স্বামী, মাহরাম ও নারীদের সামনে যেকোন সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারবে।

প্রশ্ন (২৩/১৪৩) : আমি একটি জন্মনিয়ন্ত্রণ ঔষধ কোম্পানীতে ইঞ্জিনিয়ারিং সেকশনে কর্মরত আছি। আমি উক্ত ঔষধ তৈরির প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহ কাজে জড়িত। এক্ষণে আমার এই চাকুরী হালাল হবে কি?

-ক্বামারুয্যামান, গাযীপুর।

উত্তর : সাধারণ অবস্থায় স্থায়ীভাবে জন্মনিরোধ হারাম। তবে সাময়িকভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ জায়েয। সেজন্য সৎ উদ্দেশ্যে উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করায় বাধা নেই *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৯/৩১১; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ্দারব ২১/৩৮৯)*। উল্লেখ্য, দারিদ্রের ভয়ে স্থায়ী বা অস্থায়ী সকল প্রকার জন্মনিয়ন্ত্রণ হারাম *(ইসরা ১৭/৩১)*।

প্রশ্ন (২৪/১৪৪) : অবৈধ সম্পর্কের কারণে আমার জনৈক আত্মীয়া সন্তান জন্ম দিয়েছে এবং সে ভুল বুঝতে পেরে তওবা করেছে। এক্ষণে আমি তাকে বিবাহ করতে চাই। কিন্তু আমার পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজন তাকে মেনে নিতে চাচ্ছে না। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-নো'মান, সিলেট।

উত্তর : কোন যেনাকার নারী-পুরুষ খালেছ তওবা করলে তাকে বিবাহে বাধা নেই *(ইবনু কাছীর, উক্ত আয়াতের তাফসীর; তাফসীরে সা'দী ৫৬১ পৃ.)*। তবে পিতা-মাতার সম্মান ও সামাজিক মর্যাদার প্রতি খেয়াল করে সন্তানের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিৎ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, মহিলাকে চারটি জিনিস দেখে বিবাহ করা হয়; তার সম্পদ, তার বংশ, তার রূপ ও তার দ্বীন। তুমি দ্বীনকে অগ্রাধিকার দাও। নইলে তোমার দু'হাত ধূলিধূসরিত হৌক! *(বুখারী হা/৫০৯০; মিশকাত হা/৩০৮২)*। তিনি আরো বলেন, 'তোমরা ভবিষ্যত বংশধরদের স্বার্থে উত্তম স্ত্রী গ্রহণ করো এবং সমতা (কুফু) বিবেচনায় বিয়ে করো। আর বিয়ে দিতেও সমতার প্রতি লক্ষ্য রাখো' *(ইবনু মাজাহ হা/১৯৬৮; ছহীহাহ হা/১০৬৭)*। অতএব দ্বীনের পাশাপাশি বংশ মর্যাদার প্রতি খেয়াল রেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেমন সন্তানের কর্তব্য তেমনি সন্তানের মতামতের প্রতি পিতা-মাতার গুরুত্ব দেওয়া কর্তব্য।

প্রশ্ন (২৫/১৪৫) : ইমাম শাফেঈ (রহঃ) কি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের কাপড় ধুয়ে সে পানি দ্বারা বরকত কামনা করতেন?

-হোসাইন, দারুসা, রাজশাহী।

উত্তর : বিভিন্ন কিতাবে উক্ত বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে বর্ণনাটি সঠিক নয়। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ ও যাহাবীসহ অন্যান্য বিদ্বানগণ উক্ত ঘটনার অসারতা ও মিথ্যা হওয়ার বিষয়টি বর্ণনা করেছেন *(মুহাম্মাদ বিন মুফলেহ, আল-আদাবুশ শার'ইইয়াহ ২/৭৮; ড. নাছের আল-জাদী', আত-তাবাররুক ৩৮৬ পৃ.)*।

প্রশ্ন (২৬/১৪৬) : মৃত স্বামীর জন্য ইদ্দত পালনকালে স্ত্রী নখ-চুল ইত্যাদি কাটতে পারবে কি?

-মাঈশা, নিমতলা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : পারবে। বরং চল্লিশ দিনের মধ্যে অন্তত একবার এগুলি ছাফ করবে *(মুগনী ১১/২৮৮)*। তবে তা যেন সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য না হয় *(শারবীনী, আল-ইক্বনা' ২/৪৭২)*।

প্রশ্ন (২৭/১৪৭) : আমার মা ১৬ বছর যাবৎ ব্রেইন স্ট্রোকে থাকার পর মারা গেছেন। কিছুদিন তিনি কোমায় ছিলেন। মাঝে মধ্যে তিনি সবকিছু ভুলে যেতেন। এসময় অনেক ওয়াক্ত ছালাত ও ছিয়াম তিনি আদায় করতে পারেননি। এজন্য কি তার গুনাহ হবে? এছাড়া তার ছুটে যাওয়া ছিয়ামের ফিদইয়া আদায় করতে হবে কি?

-আয়েশা ছিদ্দীকা, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : মাইয়েত যতদিন বেহুঁশ বা জ্ঞানহীন অবস্থায় ছিলেন, ততদিন তিনি ছালাত ও ছিয়ামের বিধান থেকে মুক্তি পাবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তিন ধরনের লোকের উপর থেকে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে- (১) নিদ্রিত ব্যক্তি, যতক্ষণ না জাগ্রত হয়, (২) অসুস্থ (পাগল) ব্যক্তি, যতক্ষণ না আরোগ্য লাভ করে এবং (৩) অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক, যতক্ষণ না বালেগ হয় *(আবুদাউদ হা/৪৩৯৮; মিশকাত হা/৩২৮৭)*। এক্ষণে মাইয়েতের পরকালীন নাজাতের জন্য নিকটাত্মীয়গণ তার জন্য দো'আ, ছাদাক্বা ও হজ্জ করতে পারেন *(আবুদাঊদ হা/২৮৩৩; মিশকাত হা/৩০৭৭)*। উল্লেখ্য যে, মৃত ব্যক্তির ক্বাযা ছালাত ও ছিয়ামের কোন ফিদিয়া নেই। কারণ এগুলি দৈহিক ইবাদত। যা কেবল ব্যক্তিকেই আদায় করতে হয় *(নজম ৫৩/৩৯; বায়হাক্বী ৪/২৫৪, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (২৮/১৪৮) : যেকোন কাজ বাম দিক থেকে শুরু করলে বরকত থাকে না-কথাটির কোন ভিত্তি আছে কি?

-আব্দুর রহমান, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত মর্মে প্রচলিত বর্ণনাটি সঠিক নয়। তবে ডান দিক থেকে যেকোন ভালো কাজ করা মুস্তাহাব। কারণ নবী করীম (ছাঃ) জুতা পরা, চুল আঁচড়ানো এবং পবিত্রতা অর্জন করা তথা প্রত্যেক কাজই ডান দিক থেকে শুরু করতে ভালবাসতেন *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৪০০)*।

প্রশ্ন (২৯/১৪৯) : মহিষ, ঘোড়া ও গাধার দুধ ও গোশত হালাল কি?

-লিয়াকত আলী, হরিপুর, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : যে সব প্রাণীর গোশত হালাল, সে সব প্রাণীর দুধও হালাল। ঘোড়া ও বন্য গাধার গোশত হালাল *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৪১০৭-০৮)*। মহিষ হ'ল গরুর সমজাতীয় হালাল প্রাণী *(মির'আত হা/১৪৭০-এর আলোচনা)*।

প্রশ্ন (৩০/১৫০) : জনৈক ব্যক্তি ৫২ শতাংশ জমি দেড় লক্ষ টাকায় বন্ধক নিবে এবং জমিওয়ালাকে প্রতিমাসে দু'হাযার টাকা করে দিবে। আর জমি ফেরত নেওয়ার সময় পুরো দেড় লক্ষ টাকা ফেরত নিবে। এটা জায়েয হবে কি?

-আহমাদ আলী, ইসলামপুর, জামালপুর।

উত্তর : লাভ ভোগ করার প্রচলিত বন্ধকী প্রথা নিষিদ্ধ। কারণ ঋণের বিনিময়ে লাভ ভোগ করা সূদ। ছাহাবীগণ এমন ঋণ দিতে নিষেধ করতেন, যা লাভ নিয়ে আসে *(বায়হাক্বী ৩/৩৪৯-৩৫০; ইরওয়াউল গালীল হা/১৩৯৭, ৫/২৩৪ পৃ.)*। তবে বছরে নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে জমি ভাড়া (লীজ) দেয়া বা নেয়া জায়েয *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/২৯৭৪ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়-১১, অনুচ্ছেদ-১৩)*।

প্রশ্ন (৩১/১৫১) : তাকবীরে তাহরীমা বা সিজদার সময় হাতের আঙ্গুল মিলিয়ে রাখতে হবে কি?

-তারেক, কানসাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : তাকবীরে তাহরীমার সময় আঙ্গুল স্বাভাবিক রাখবে *(শানক্বীত্বী, শারহু যাদিল মুস্তাক্বনে' ১৩/৩৮; নববী, আল-মাজমূ' ৩/৩০৭)*। আলক্বামা বিন ওয়ায়েল (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ

(ছাঃ) যখন রুকূ করতেন তখন তাঁর (হাতের) আঙ্গুলগুলো পরস্পরে ফাঁক করে রাখতেন এবং যখন সিজদা করতেন তখন মিলিয়ে রাখতেন *(হাকেম হা/৮২৬; ছহীহুল জামে' হা/৪৭৩৩)*।

প্রশ্ন (৩২/১৫২) : আত্মহত্যাকারীর জন্য দো'আ করা যাবে কি?

-নাছিরুদ্দীন, কলিকাতা, ভারত।

উত্তর : আত্মহত্যাকারী মুসলমান হ'লে তার জন্য দো'আ ও ছাদাক্বা করা যায়। কেননা আত্মহত্যার ফলে সে কবীরা গুনাহগার হয়। কিন্তু কাফের হয়ে যায় না *(নববী, শরহ মুসলিম ২/১৩২; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৮/৩৫১)*। জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন মদীনায় হিজরত করেন, তখন তোফায়েল বিন আমরের সঙ্গে অন্য একজন লোকও হিজরত করে। মদীনার আবহাওয়া অনুকূলে না হওয়ায় অসহ্য হয়ে লোকটি স্বীয় হাতের আঙ্গুলসমূহের গিরা কেটে ফেলে। ফলে অধিক রক্ত প্রবাহিত হয়ে সে মৃত্যুবরণ করে। তারপর তোফায়েল বিন আমর একদিন স্বপ্নযোগে লোকটিকে খুব ভাল অবস্থায় দেখেন। কিন্তু তার হাত দু'টি ছিল আবৃত। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার হাত দু'টি আবৃত কেন? তখন সে জবাবে বলল, মদীনায় হিজরত করার কারণে মহান আল্লাহ হাত দু'টি ছাড়া আমার সবকিছুই ক্ষমা করে দিয়েছেন। অতঃপর তোফায়েল স্বপ্নের ঘটনা নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে খুলে বললে তিনি আল্লাহ্র নিকট দো'আ করেন। ফলে তার হাত দু'টিও ভাল হয়ে যায় *(মুসলিম হা/১১৬; মিশকাত হা/৩৪৫৬; 'আত্মহত্যাকারী কাফের না হওয়া' অনুচ্ছেদ)*।

উল্লেখ্য, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কেউ আত্মহত্যা করলে সে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকবে'। ইমাম নববী উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, (১) এখানে خَالِدًا এর মর্ম হ'ল সুদীর্ঘকাল ও অধিককাল, চিরস্থায়ী নয়। অর্থাৎ দীর্ঘকাল সে জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করবে এবং পরে জান্নাতে যাবে। (২) চিরস্থায়ী শাস্তি ঐ ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য, যে আত্মহত্যাকে হালাল মনে করে। এরূপ বিশ্বাসের কারণে সে কাফের হয়ে যাবে। আর কাফের নিঃসন্দেহে চিরস্থায়ী জাহান্নামী।

প্রশ্ন (৩৩/১৫৩) : আমি স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করে তাকে পিতার বাসায় রেখে আদালতে গিয়েছিলাম তালাক দেয়ার জন্য। কিন্তু আদালত বন্ধ থাকায় তা সম্ভব হয়নি। তবে স্ত্রীকে আমি না জানালেও মন থেকে আমি তালাকের নিয়ত করেছিলাম। এক্ষণে এটা তালাক হিসাবে গণ্য হবে কি?

-জাফরুল্লাহ, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।

উত্তর : কেবল অন্তরের পরিকল্পনায় তালাক হয় না। বরং তালাক দেওয়ার জন্য মুখে উচ্চারণ করা বা কাগজে লিখে প্রকাশ করা আবশ্যক। তবে তালাক দেওয়ার জন্য স্ত্রীকে জানানো বা তাকে শোনানো শর্ত নয়। বরং স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে অন্তরে নিয়ত রেখে মুখে উচ্চারণ করে তালাক দিলে তালাক হয়ে যাবে *(আইনী, উমদাতুল ক্বারী ২০/২৫৬; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ২৩/২৯; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২০/২৭)*। অতএব প্রশ্নালোকে তালাক সংঘটিত হয়নি। তারা স্বাভাবিকভাবে সংসার করবে।

প্রশ্ন (৩৪/১৫৪) : বাজনাযুক্ত গান বা অশ্লীল ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করলে যতদিন অন্য মানুষ তা দেখবে এবং গুনাহগার হবে, ততদিন সমপরিমাণ পাপ আমার আমলনামায় যুক্ত হবে। এমনকি আমার মৃত্যুর পরেও যুক্ত হ'তে থাকবে। একথা কি সঠিক?

-তামীম ইকবাল, কাউখালী, ময়মনসিংহ।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য সঠিক। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ রীতি চালু করবে, তার পাপের বোঝা তার উপরই বর্তাবে এবং সে অনুযায়ী যে আমল করবে তার পাপও তার উপরে বর্তাবে। অথচ তাদের (অনুসরণকারীদের) পাপের কোন কমতি করা হবে না। পক্ষান্তরে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক কোন খুৎবা বা ভাষণ শেয়ার করলে সেটি যত লোক শুনবে ও আমল করবে, শেয়ারকারী ব্যক্তি তত নেকী পাবে *(মুসলিম হা/১০১৭; মিশকাত হা/২১০)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, কোন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হ'লে, তার এ খুনের পাপের অংশ আদম (আঃ)-এর প্রথম পুত্র (ক্বাবীল)-এর উপর বর্তায়। কারণ সে-ই প্রথম হত্যার প্রচলন ঘটায় *(বুখারী হা/৩৩৩৫; মিশকাত হা/২১১)*। উপরোক্ত হাদীছদ্বয় প্রমাণ করে যে, যেকোন স্থানে কেউ মন্দ রীতি চালু করলে বা তাতে শেয়ার করলে তাকে সেই গুনাহের ভাগীদার হ'তে হবে।

প্রশ্ন (৩৫/১৫৫) : কুরআন তেলাওয়াতের সময় সূরের প্রয়োজনে ৪ আলিফ টান নেই এমন স্থানে ৪ আলিফ টান দিয়ে পড়া যাবে কি? এছাড়া কোথাও টানতে ভুলে গেলে গুনাহগার হ'তে হবে কি?

-মেহেদী হাসান, বদরগঞ্জ, রংপুর।

উত্তর : আয়াতের শেষে লম্বা করে টানা যায়। তবে আয়াতের মধ্যে এক আলিফের স্থানে চার আলিফ টানা থেকে বিরত থাকা কর্তব্য। কেউ না জেনে টান দিয়ে পড়লে ছালাত বাতিল হবে না। কিন্তু জেনে শুনে যেখানে টান নেই সেখানে দীর্ঘ টান দিয়ে অর্থ বিকৃত করে ফেললে গুনাহ হবে। তাছাড়া সূরা ফাতিহায় ভুল করলে ছালাত বাতিল হবে। কেননা সূরা ফাতিহা ব্যতীত ছালাত হয় না *(মুগনী ১/৩৪৯, ২/১৪৬; ওছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৪/২৫০-৫১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রতিটি হরফ যথার্থরূপে স্পষ্টভাবে পড়তেন *(বুখারী হা/৫০৪৬; মিশকাত হা/২১৯১)*। তিনি সূরা ফাতিহার প্রতিটি আয়াতের শেষে থামতেন' *(তিরমিযী হা/২৯২৭; মিশকাত হা/২২০৫; ইরওয়া হা/৩৪৩)*। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে বলেন, তুমি তো কবিতা পাঠের মত অথবা গাছ থেকে শুকনো খেজুর পতিত হওয়ার মত (দ্রুত) তেলাওয়াত করেছ। অথচ রাসূল (ছাঃ) এরূপ করতেন না' *(আহমাদ হা/৩৯৬৮, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (৩৬/১৫৬) : আল্লাহু আকবার বলে ইমামকে সতর্ক করা যাবে কি?

-আসাদ বিন হাফীয, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : ইমামের ভুল সংশোধনের জন্য *আল্লাহু আকবার* বলা সুন্নাত সম্মত পন্থা নয়। বরং ভুল সংশোধনের বাক্য হচ্ছে

সুবহানাল্লাহ (আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ ১১/২৮৮)। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ছালাতের মধ্যে যে ব্যক্তির কাছে কোন কিছু আপতিত হয় সে ব্যক্তি যেন *সুবহা-নাল্লাহ* পড়ে নেয়। আর হাতে হাত মারা কেবল মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট। অপর বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন, 'তাসবীহ পড়া পুরুষের জন্য, আর হাতে হাত মারা নারীদের জন্য' *(বুখারী হা/১২১৮; মিশকাত হা/৯৮৮)*। উল্লেখ্য যে, লোকমার জন্য আল্লাহু আকবার বলার বিষয়ে কোন দলীল পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন (৩৭/১৫৭) : মুসলিম নারীদের জন্য গঙ্গা নদীতে গোসল করা জায়েয হবে কি?

-শাকীলা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : ভ্রান্ত বিশ্বাস নিয়ে গঙ্গাসহ যেকোন তীর্থস্থানে জায়গায় যাওয়া এবং তাতে গোসল করা হারাম। কারণ তা শিরক। তাছাড়া খোলা জায়গায় গোসল করা নারীদের জন্য পর্দার খেলাফ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমার উম্মতের নারীদের জন্য বাইরে গোসল করা হারাম' *(ছহীহাহ হা/৩৪৩৯)*। তবে পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে যেকোন পবিত্র পানিতে গোসল করা জায়েয। এক্ষেত্রে অবশ্যই পর্দার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

প্রশ্ন (৩৮/১৫৮) : ১০ বছর আগে আমাদের বিবাহ হয়। স্বামী শারীরিকভাবে অক্ষম। চিকিৎসার কথা বললে গালি দেয়। আমার অনেক কষ্ট হয়। আমার করণীয় কি?

-নীলা, নড়াইল।

উত্তর : স্বামী শারীরিকভাবে অক্ষম হ'লে স্ত্রী চাইলে ধৈর্য ধারণ করবে অথবা খোলা' করে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। কারণ বিবাহের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক জৈবিক চাহিদা পূরণ করা *(মুগনী ৭/২০১; ওছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১২/২০৭)*।

প্রশ্ন (৩৯/১৫৯) : মাসজিদুল হারামে ছালাত আদায়ের নেকী ১ লাখ গুণ বেশী। এটা কি নারীদের জন্যও প্রযোজ্য? কারণ নারীদের জন্য তো ঘরে ছালাত আদায়ই উত্তম। আমার মা ওমরায় যাচ্ছেন। তার জন্য সেখানে হোটেলে ছালাত আদায় করা উত্তম হবে কি?

-কায়ছার হানীফ, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

উত্তর : নারীরা মসজিদে ছালাত আদায় করতে পারেন। রাসূল (ছাঃ) তাদের মসজিদে যেতে অনুমতি দিয়েছেন *(বুখারী হা/৯০০)*। সেজন্য ওমরা পালনকারী নারী বায়তুল্লাহ বা মসজিদে নববীতে গিয়ে ছালাত করতে পারেন। তবে বিদ্বানদের মতে, অতিরিক্ত ছওয়াব প্রাপ্তির বিষয়টি কেবল পুরুষদের জন্য প্রযোজ্য। কেননা মসজিদে ছালাত আদায়ের জন্য পুরুষেরা আদিষ্ট; নারীরা নয় *(ওছায়মীন, আল-লিক্বাউশ শাহরী ৭/২৮; বিন বায, ফাতাওয়াদ দুরূস)*। এজন্য রাসূল (ছাঃ) মহিলা ছাহাবীদের বলতেন, আমি জানি তোমরা আমার সাথে ছালাত আদায় করতে ভালবাস। কিন্তু তোমাদের জন্যে ক্ষুদ্র কুঠুরীতে ছালাত পড়া, বাড়ীতে (প্রশস্ত ঘরের মধ্যে) ছালাত পড়ার চেয়ে উত্তম। আর বাড়ীতে ছালাত পড়া, বাড়ীর উঠানে ছালাত পড়ার চেয়ে উত্তম। নিজ বাড়ীর উঠানে ছালাত পড়া মহল্লার মসজিদে ছালাত পড়ার চেয়ে উত্তম। আর মহল্লার মসজিদে ছালাত পড়া আমার মসজিদে (মসজিদে নববীতে) ছালাত পড়ার চেয়ে উত্তম *(আহমাদ হা/২৭১৩৫; ছহীহুত তারগীব হা/৩৪০)*।

অতএব মহিলাগণ হজ্জে বা ওমরায় গিয়ে ত্বাওয়াফ ব্যতীত অন্য সময় ঘরে বা হোটেলে ছালাত আদায় করতে পারেন। এতে তারা হারামে ছালাত আদায়ের ন্যায় ছওয়াব পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ *(ছহীহুত তারগীব হা/৩৪০; ওছায়মীন, আল-লিক্বাউশ শাহরী ৭/২৮)*।

প্রশ্ন (৪০/১৬০) : ইমামের সালাম ফিরানোর পরে মাসবূকের সাথে জামা'আতে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল হান্নান, ভদ্রা, রাজশাহী।

উত্তর : মাসবূক্বের ইক্বতিদা করায় দোষ নেই। তবে একা ছালাত আদায় করা উত্তম *(ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ্দারব ১২/১৮৩; শায়েখ বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১২/১৫২)*। শায়েখ ওছায়মীন (রহঃ) বলেন, মাসবূকের সাথে জামা'আতে অংশ গ্রহণ করায় কোন দোষ নেই। তবে মাসবূক্বের ইক্বতিদা না করাই উত্তম। কেননা ছাহাবায়ে কেরাম থেকে এমন আমল পাওয়া যায় না *(ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ্দারব ৮/২)*।

ডিলারশীপ ও পাইকারী ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

খুচরা মূল্য :

- কালোজিরা ফুলের মৌসুমের মধু-৫০০ গ্রাম ৫৯০/-
- বরই ফুলের প্রাকৃতিক মধু-৫০০ গ্রাম ৫৯০/-
- প্রাকৃতিক বিভিন্ন ফুলের মিক্স মধু-৫০০ গ্রাম ৫৫০/-
- বিভিন্ন ফুলের মিক্স মধু-৫০০ গ্রাম ৩৪০/-
- সরিষা ও লিচু ফুলের মিক্স মধু-৫০০ গ্রাম ২৯৫/-
- শক্তি প্লাস আরোগ্য কালোজিরা তেল ৭৫ মিলি. ১৭০/-
- শক্তি প্লাস শান্তির দূত জয়তুন তেল ৭৫ মিলি. ১৭০/-

যোগাযোগ : প্রত্যাশা এন্টারপ্রাইজ, প্রসাদপুর বাজার, মান্দা, নওগাঁ। মোবাইল : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

মেসার্স তাক্বওয়া ট্রেডার্স

ব্যবস্থাপনা পরিচালক : মুহাম্মদ মফীজুল ইসলাম

- কেমিক্যাল ট্রিটমেন্ট ও সিজনিং করা কাঠের দরজা ও ফার্নিচার প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান।
- কুরিয়ারের মাধ্যমে সারা দেশে ডেলিভারী করা হয়, ৪০ বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি।
- দেশী-বিদেশী সবরকম কাঠের দরজা ও ফার্নিচার সরবরাহ করা হয়।
- মজবূত, টেকসই ও নান্দনিক ডিজাইন।
- বেস্ট ফিনিশিং, ঘুনে ধরবে না, বাকা হবে না।
- যশোর মেহেগুনী ১০০% কেমিক্যাল সিজনিং এন্ড ট্রিটমেন্ট কৃত।

যোগাযোগ : মাস্টার পাড়া, শালবন মিস্ত্রীপাড়া, রংপুর।
মোবাইল : ০১৭০৭-৬০৬০৮১, ০১৮৮৮-১১৩৩০৩ (হোয়াটসঅ্যাপ)।

'সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে' (বুখারী হা/১৯৫৪)। 'সর্বোত্তম আমল হ'ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা' (আবূদাঊদ হা/৪২৬)।

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী : জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০২৪ (ঢাকার জন্য)

খ্রিষ্টাব্দ	হিজরী	বঙ্গাব্দ	বার	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
০১ জানুয়ারী	১৮ জুমাঃ আখের	১৭ পৌষ	সোমবার	০৫:২০	০৬:৪০	১২:০২	০৩:০২	০৫:২৩	০৬:৪৩
০৩ জানুয়ারী	২০ জুমাঃ আখের	১৯ পৌষ	বুধবার	০৫:২১	০৬:৪১	১২:০৩	০৩:০৪	০৫:২৪	০৬:৪৪
০৫ জানুয়ারী	২২ জুমাঃ আখের	২১ পৌষ	শুক্রবার	০৫:২২	০৬:৪১	১২:০৪	০৩:০৫	০৫:২৬	০৬:৪৫
০৭ জানুয়ারী	২৪ জুমাঃ আখের	২৩ পৌষ	রবিবার	০৫:২২	০৬:৪২	১২:০৪	০৩:০৬	০৫:২৭	০৬:৪৭
০৯ জানুয়ারী	২৬ জুমাঃ আখের	২৫ পৌষ	মঙ্গলবার	০৫:২৩	০৬:৪২	১২:০৫	০৩:০৭	০৫:২৮	০৬:৪৮
১১ জানুয়ারী	২৮ জুমাঃ আখের	২৭ পৌষ	বৃহস্পতি	০৫:২৩	০৬:৪২	১২:০৬	০৩:০৯	০৫:৩০	০৬:৪৯
১৩ জানুয়ারী	৩০ জুমাঃ আখের	২৯ পৌষ	শনিবার	০৫:২৩	০৬:৪২	১২:০৭	০৩:১০	০৫:৩১	০৬:৫০
১৫ জানুয়ারী	০২ রজব	০১ মাঘ	সোমবার	০৫:২৩	০৬:৪২	১২:০৮	০৩:১১	০৫:৩২	০৬:৫২
১৭ জানুয়ারী	০৪ রজব	০৩ মাঘ	বুধবার	০৫:২৪	০৬:৪২	১২:০৮	০৩:১৩	০৫:৩৪	০৬:৫৩
১৯ জানুয়ারী	০৬ রজব	০৫ মাঘ	শুক্রবার	০৫:২৪	০৬:৪২	১২:০৯	০৩:১৪	০৫:৩৫	০৬:৫৪
২১ জানুয়ারী	০৮ রজব	০৭ মাঘ	রবিবার	০৫:২৪	০৬:৪২	১২:০৯	০৩:১৫	০৫:৩৭	০৬:৫৫
২৩ জানুয়ারী	১০ রজব	০৯ মাঘ	মঙ্গলবার	০৫:২৩	০৬:৪২	১২:১০	০৩:১৬	০৫:৩৯	০৬:৫৭
২৫ জানুয়ারী	১২ রজব	১১ মাঘ	বৃহস্পতি	০৫:২৩	০৬:৪১	১২:১১	০৩:১৮	০৫:৪০	০৬:৫৮
২৭ জানুয়ারী	১৪ রজব	১৩ মাঘ	শনিবার	০৫:২৩	০৬:৪১	১২:১১	০৩:১৯	০৫:৪১	০৬:৫৯
২৯ জানুয়ারী	১৬ রজব	১৫ মাঘ	সোমবার	০৫:২২	০৬:৪০	১২:১১	০৩:২০	০৫:৪৩	০৭:০০
৩১ জানুয়ারী	১৮ রজব	১৭ মাঘ	বুধবার	০৫:২২	০৬:৩৯	১২:১২	০৩:২১	০৫:৪৪	০৭:০১
০১ ফেব্রুয়ারী	১৯ রজব	১৮ মাঘ	বৃহস্পতি	০৫:২২	০৬:৩৯	১২:১২	০৩:২২	০৫:৪৫	০৭:০২
০৩ ফেব্রুয়ারী	২১ রজব	২০ মাঘ	শনিবার	০৫:২১	০৬:৩৮	১২:১২	০৩:২৩	০৫:৪৬	০৭:০৩
০৫ ফেব্রুয়ারী	২৩ রজব	২২ মাঘ	সোমবার	০৫:২০	০৬:৩৭	১২:১২	০৩:২৪	০৫:৪৮	০৭:০৪
০৭ ফেব্রুয়ারী	২৫ রজব	২৪ মাঘ	বুধবার	০৫:১৯	০৬:৩৬	১২:১২	০৩:২৫	০৫:৪৯	০৭:০৬
০৯ ফেব্রুয়ারী	২৭ রজব	২৬ মাঘ	শুক্রবার	০৫:১৮	০৬:৩৫	১২:১৩	০৩:২৬	০৫:৫০	০৭:০৭
১১ ফেব্রুয়ারী	২৯ রজব	২৮ মাঘ	রবিবার	০৫:১৭	০৬:৩৪	১২:১৩	০৩:২৬	০৫:৫১	০৭:০৮
১৩ ফেব্রুয়ারী	০২ শা'বান	৩০ মাঘ	মঙ্গলবার	০৫:১৬	০৬:৩২	১২:১৩	০৩:২৭	০৫:৫৩	০৭:০৯
১৫ ফেব্রুয়ারী	০৪ শা'বান	০২ ফাল্গুন	বৃহস্পতি	০৫:১৫	০৬:৩১	১২:১২	০৩:২৮	০৫:৫৪	০৭:১০

যেলা ভিত্তিক সময়সূচী [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)]

আরবী তারিখ চন্দ্র উদয়ের উপর নির্ভরশীল

ঢাকা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
নরসিংদী	-১	-২	-১	-১	-২
গাযীপুর	+১	০	০	০	০
শরীয়তপুর	০	০	+২	+২	+১
নারায়ণগঞ্জ	০	-১	০	+১	০
টাঙ্গাইল	+৩	+২	+২	+২	+১
কিশোরগঞ্জ	০	-২	-২	-২	-৩
মানিকগঞ্জ	+২	+১	+২	+২	+১
মুন্সিগঞ্জ	০	-১	০	+১	০
রাজবাড়ী	+৩	+৩	+৪	+৫	+৩
মাদারীপুর	+১	০	+২	+৩	+১
গোপালগঞ্জ	+২	+২	+৪	+৫	+৩
ফরিদপুর	+২	+২	+৩	+৩	+২

ময়মনসিংহ বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
শেরপুর	+৪	+১	০	০	০
ময়মনসিংহ	+২	০	-১	-১	-১
জামালপুর	+৪	+১	+১	০	০
নেত্রকোণা	+১	-২	-৩	-৩	-৩

খুলনা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
যশোর	+৪	+৪	+৬	+৭	+৫
সাতক্ষীরা	+৪	+৫	+৭	+৮	+৬
মেহেরপুর	+৮	+৭	+৮	+৮	+৭
নড়াইল	+৩	+৩	+৫	+৬	+৪
চুয়াডাঙ্গা	+৬	+৬	+৭	+৭	+৬
কুষ্টিয়া	+৬	+৫	+৫	+৬	+৫
মাগুরা	+৪	+৪	+৫	+৫	+৪
খুলনা	+৩	+৩	+৫	+৬	+৪
বাগেরহাট	+২	+২	+৫	+৫	+৪
ঝিনাইদহ	+৫	+৫	+৬	+৬	+৫

বরিশাল বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
ঝালকাঠি	০	০	+৩	+৪	+২
পটুয়াখালী	-১	০	+৩	+৪	+২
পিরোজপুর	+১	+১	+৪	+৪	+৩
বরিশাল	-১	০	+২	+৩	+১
ভোলা	-২	-১	+১	+২	০
বরগুনা	০	+১	+৪	+৫	+৩

রাজশাহী বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিরাজগঞ্জ	+৪	+২	+২	+২	+২
পাবনা	+৫	+৪	+৫	+৫	+৪
বগুড়া	+৬	+৪	+৩	+৩	+৩
রাজশাহী	+৮	+৭	+৭	+৭	+৬
নাটোর	+৭	+৫	+৫	+৫	+৫
জয়পুরহাট	+৮	+৫	+৪	+৪	+৪
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+১০	+৮	+৮	+৮	+৭
নওগা	+৮	+৫	+৫	+৫	+৪

রংপুর বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
পঞ্চগড়	+১১	+৭	+৪	+৪	+৪
দিনাজপুর	+১০	+৭	+৫	+৬	+৫
লালমণিরহাট	+৭	+৩	+১	+১	+১
নীলফামারী	+৯	+৬	+৩	+৩	+৩
গাইবান্ধা	+৬	+৩	+২	+১	+১
ঠাকুরগাঁও	+১১	+৭	+৫	+৪	+৫
রংপুর	+৭	+৪	+২	+২	+২
কুড়িগ্রাম	+৬	+৩	+০	০	+০

চট্টগ্রাম বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
কুমিল্লা	-৩	-৪	-২	-২	-৩
ফেনী	-৪	-৪	-২	-২	-৩
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-২	-৩	-৩	-২	-৩
রাঙ্গামাটি	-৮	-৭	-৫	-৪	-৬
নোয়াখালী	-৩	-৩	-১	০	-২
চাঁদপুর	-১	-১	০	+১	-১
লক্ষ্মীপুর	-২	-২	০	+১	-১
চট্টগ্রাম	-৭	-৬	-৩	-২	-৪
কক্সবাজার	-৯	-৭	-২	-১	-৪
খাগড়াছড়ি	-৭	-৭	-৫	-৪	-৬
বান্দরবান	-৯	-৮	-৪	-৩	-৬

সিলেট বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিলেট	-৪	-৬	-৭	-৭	-৭
মৌলভীবাযার	-৪	-৬	-৬	-৬	-৭
হবিগঞ্জ	-৩	-৪	-৪	-৪	-৫
সুনামগঞ্জ	-২	-৪	-৬	-৬	-৬

সূত্র: বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences, Karachi.

সদ্য প্রকাশিত বই সমূহ

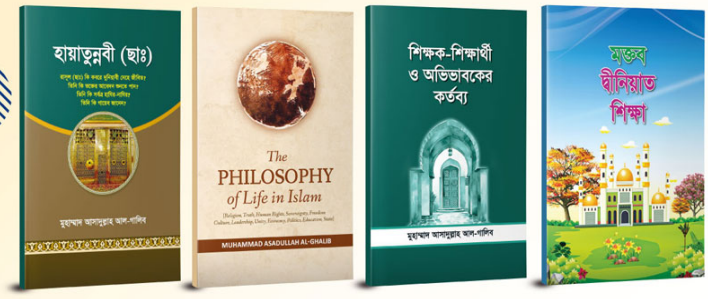

অর্ডার করুন

✆ ০১৭৭০-৮০০৯০০

www.hadeethfoundationbd.com

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০

মিষ্টির জগতে আরও এক ধাপ এগিয়ে।

বেলীফুল

অভিজাত মিষ্টি বিপনী এন্ড বেলীফুল ফুড প্রোডাক্টস্

প্লট নং : এ-১৬২, এ-১৬৩, বিসিক শিল্পনগরী, রাজশাহী-৬১০০। মোবাইল: ০১৭৬১-৭৫৬৪৬৮, ০১৭১৬-০৬৬৩৬২

'বেলী ফুল' নতুন আঙ্গিকে তার বহুতল ভবন বিশিষ্ট নিজস্ব কারখানায় স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশে উন্নত ও রুচিশীল মিষ্টির পাশাপাশি যাবতীয় বেকারী আইটেম, কেক, পাউরুটি, স্পেশাল বিস্কুট, বিভিন্ন প্রকার চানাচুর, সেমাই, লাচ্ছা সেমাই প্রভৃতি তৈরির মাধ্যমে সবুজনগরী রাজশাহীতে যাত্রা শুরু করেছে।

- **প্রথম শাখা :** আল-হাসীব প্লাজা, গণকপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ৭৭৩০৬৬
- **দ্বিতীয় শাখা :** গ্রেটার রোড, গোরহাঙ্গা, রাজশাহী। ফোন : ৮১২১৬৫
- **তৃতীয় শাখা :** রেলওয়ে মার্কেট, রেলগেট, রাজশাহী। ফোন : ৭৭৩৬৬০
- **চতুর্থ শাখা :** ২২/২৩, রেলওয়ে মার্কেট, রেলগেট, রাজশাহী।
- **পঞ্চম শাখা ও প্রধান কার্যালয় :** প্লট-১৬২, ১৬৩, বিসিক শিল্প নগরী, ম্যাচ ফ্যাক্টরী মোড়, রাজশাহী।
- **ষষ্ঠ শাখা :** হারুন মার্কেট, কৃষি ব্যাংকের নিচতলা, খড়খড়ি বাইপাস, চন্দ্রিমা থানা, রাজশাহী।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ শাখা শীঘ্রই উদ্বোধন হবে

তাজুল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ

সব ধরনের মেকানিক্যাল কাজের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

প্রোপ্রাইটর ও স্পেশালিস্ট **মুহাম্মাদ তাজুল ইসলাম**

- এখানে সব ধরনের প্লাস্টিক ইনজেকশন মোল্ড ও ব্লোমোল্ড ডাইস তৈরি ও মেরামত করা হয়। গার্মেন্টস ও টেক্সটাইল রোলিং মিল সহ সকল প্রকার মেশিনারী এক্সেসরিজ ও পার্টস তৈরি ও মেরামত করা হয়।
- 4 Axis CNC ও EDM ইলেকট্রিক ডিসচার্জ মেশিন দ্বারা যে কোন লোহার প্লেটের মধ্যে খোদাই করে ডিজাইন এবং লোগোর এমবুশ-ডিবুশের ছাচ কিংবা ডাইস তৈরি সহ সকল প্রকার হাই প্রেসিশোন গিয়ারবক্স পিনিয়ন নতুন তৈরি করে হার্ডেনিং ও হীট ট্রিটমেন্ট করা হয়।

"Metal Hardness Testing Machine"

"Plastic Injection Mould"

যোগাযোগ : হোল্ডিং নং ৪৮২, মতিয়ার পুল, কমার্স কলেজ রোড, চট্টগ্রাম।
মোবাইল : ০১৭৭৫-৮৬৪৬৭৮, Email: mstewctg@mail.com

Reg. No. Raj-164, Monthly At-Tahreek, Vol. 27, Issue 4, January 2024

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত পাঠ্য বই সমূহ

শিশু শ্রেণীর বই সমূহ

তৃতীয় শ্রেণীর বই সমূহ

প্রথম শ্রেণীর বই সমূহ

অন্যান্য শ্রেণীর বই সমূহ

দ্বিতীয় শ্রেণীর বই সমূহ

বৈশিষ্ট্য সমূহ

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে মুহাদ্দিছীনে কেরামের মাসলাক অনুসরণে রচিত।
- শিরক-বিদ'আতমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদী আক্বীদা পুষ্ট বিষয়বস্তুর অবতারণা।
- ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো দ্বীনিয়াত আকারে ও সাবলীল ভাষায় দলীলভিত্তিক উপস্থাপন।
- কোমলমতি শিশুদের মনন বিকাশ ও সহজে বোঝার জন্য ধর্মীয় ভাব বজায় রেখে প্রাণী মুক্ত ছবি সংযোজন।
- সকল বিষয়ে ইসলামী চেতনাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।

অর্ডার করুন

✆ ০১৭৭০-৮০০৯০০

www.hadeethfoundationbd.com

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০